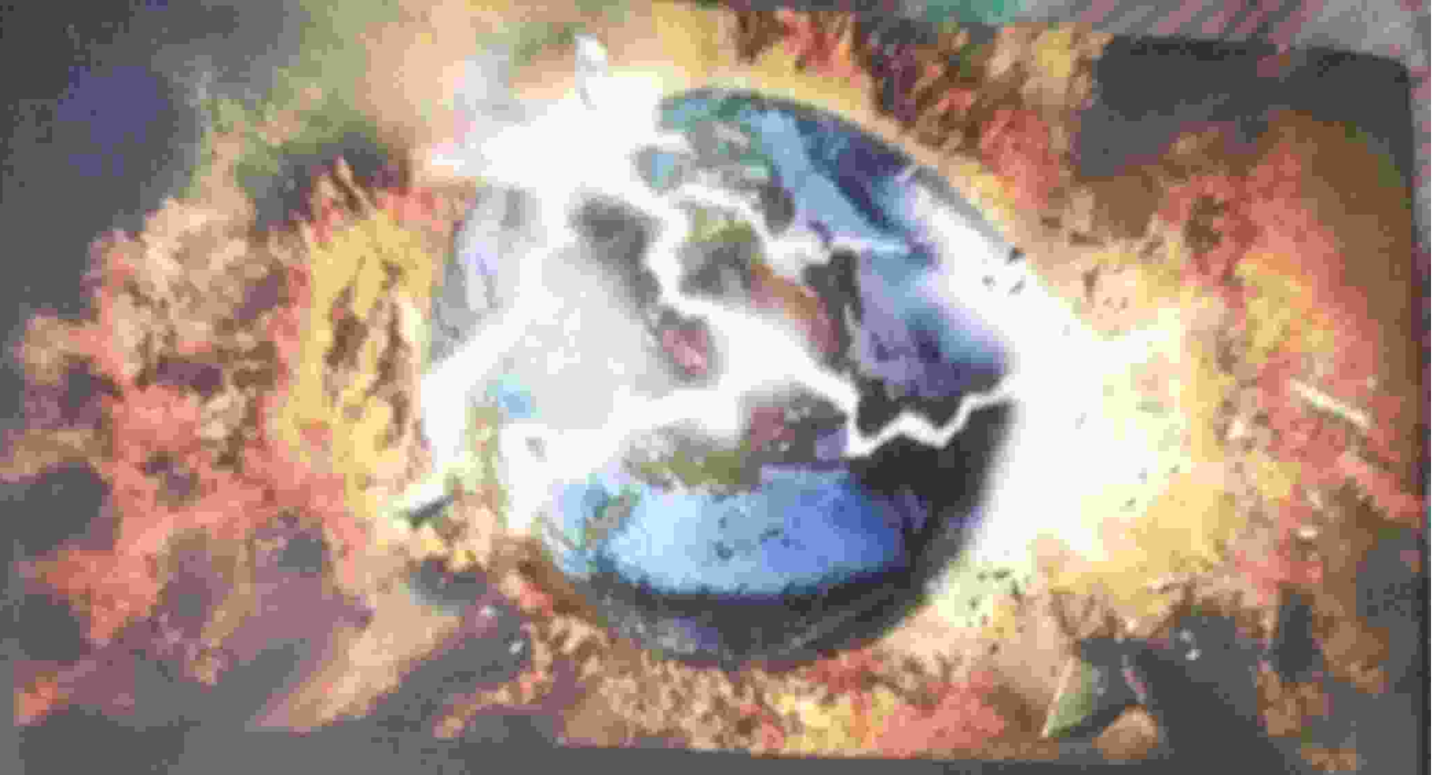


END OF THE WORLD

কিয়ামত অতি নিকটে

ইমাম মাহদী, ঈসা আ.-এর আগমন
ও
দাজ্জালের দৌরাত্ম্য

রূহানী শাইখ মাওলানা এমামুদ্দীন মুহাম্মদ ত্বহা

বিসমিহি তা'য়ালা

সিহাহ সিত্তার কিতাবুল ফিতান অবলম্বনে
আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনবদ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ

কিয়ামত অতি নিকটে

[ইমাম মাহদী, ঈসা আ. এর আগমন ও দাজ্জালের দৌরাত্ম্য]

সংকলন ও সম্পাদনা

রূহানী শাইখ হযরত মাওলানা এমামুদ্দীন মুহাম্মাদ ত্বহা

এম.এম. বোর্ড ষ্ট্যান্ড, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড-১৯৮৩

অধ্যাপক

আহছানাবাদ রশীদিয়া কামিল মাদরাসা, চরমোনাই

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক

(সনদ ও গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত) জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০০৩

মাহমুদ পাবলিকেশন্স

৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন : ০১৭১৫ ৪৪১৫৫৭, ০১৭১১ ২২৭৬৭৩

E-mail : mahmudpub_bd@yahoo.com

প্রকাশক
মাওলানা মাহমুদ হোসাইন সেলিম
মাহমুদ পাবলিকেশন্স,
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8380-29-7

প্রকাশকাল
রবিউল আউয়্যাল–১৪৪০ হিজরী
নভেম্বর-২০১৮ ঈসায়ী

হাদিয়া
২৭৫ (দুইশত পচাত্তর) টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ
শাহ্ মোঃ সেলিম
হাসপাতাল রোড, বরিশাল

মুদ্রণে
মাহ্মুদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

MPBN-178/MA(1)11-18

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৬৮. বাজার ও দোকানপাট কাছাকাছি হয়ে যাবে	৪৫
৬৯. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধর্মী রাষ্ট্রের একক অবস্থান	৪৫
৭০. নামাযের ইমামতি নিয়ে মুসল্লীদের ধাক্কাধাক্কি	৪৫
৭১. মুমিনের সত্য-স্বপ্ন	৪৬
৭২. মিথ্যার ব্যাপক প্রচার প্রসার	৪৭
৭৩. পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ	৪৭
৭৪. অধিক হারে ভূ-কম্পন	৪৭
৭৫, ৭৬. পুরুষ হ্রাস, মহিলা বৃদ্ধি	৪৮
৭৭. ব্যাপক ও খোলাখুলি অশ্লীলতা	৪৮
৭৮. কুরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ	৪৯
৭৯. দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা বৃদ্ধি	৪৯
৮০, ৮১. বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য প্রদান, মানত করে অপূরণ	৪৯
৮২. সবল দুর্বলকে খেয়ে ফেলবে	৫০
৮৩. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে অবহেলা	৫০
৮৪. রোমান (খৃষ্টান) আধিক্য এবং আরব হ্রাস	৫০
৮৫. হারাম কাজ কর, নয়ত বিদায় হও	৫১
৮৬. অত্যাধুনিক যানবাহন	৫১
৮৭. ধন সম্পদের প্রাচুর্য	৫১
৮৮. ভূ-পৃষ্ঠের সকল রত্ন-ভান্ডার উন্মোচন	৫২
৮৯, ৯০, ৯১. ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি	৫২
৯২. সকল জনপদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়-এমন বৃষ্টি	৫৩
৯৩. ফসলহীন অতিবৃষ্টি	৫৩
৯৪. পুরো আরব বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে-এমন ফেতনা	৫৩
৯৫, ৯৬, ৯৭. ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাথর ও বৃক্ষকুল মুসলমানদের সাহায্যে কথা বলবে	৫৪
৯৮. ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের খনি প্রকাশ	৫৪
৯৯. আরব উপদ্বীপ সুউচ্চ বাগিচা এবং নদীনালায় পূর্ণ হয়ে উঠবে	৫৫
১০০, ১০১, ১০২. আহলাছ, সচ্ছলতা এবং অন্ধকার ফেতনা	৫৬
১০৩. একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে	৫৬
১০৪. চন্দ্র-স্ফীতি	৫৭
১০৫. সকল মুসলমান শামে চলে যাবে	৫৭

কিয়ামতের আলামতাবলী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ যত কথা বলে, যত কাজ করে, সব কিছুর পেছনেই নির্দিষ্ট একটি ফলাফল বা লাভ আশা করে। কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে আলোচনা-গবেষণা এবং এ বিষয়ে অবগত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে আমরা কী লাভ আশা করতে পারি!! নাকি তা সাধারণ জ্ঞান-ভাণ্ডারে শুধু যৎসামান্য সংযোজন বৈ কিছু নয়!!

উত্তরঃ কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর বিবরণ কোরআন-হাদিসের পাতায় পাতায় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসবের জ্ঞান সকলের জীবনে বহুবিধ কল্যাণ বয়ে আনবে। যেমন,

১। অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে, যা ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের অন্যতম। আল্লাহ পাক বলেন, "আর যারা অদৃশ্যের বিষয়াবলীতে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে নামায কায়েম করবে... ।" (সূরা বাকারা-৩)

হযরত আবূ হুরায়রা (রদিঃ) হতে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট, যতক্ষণ না তারা "আল্লাহ ব্যতিত কোন প্রভু নেই" সাক্ষ্য প্রদান করে, আমার এবং আমার আনীত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে নিজেদের রক্ত ও সম্পদকে তারা নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিশেষ কোন বিধানে নিরাপত্তা রহিত হতে পারে, আল্লাহর দরবারেই সে এর হিসাব দেবে।" (বুখারী-হাদিস নং-২৫/মুসলিম, হাদিস নং-১৩৫)

অদৃশ্যের প্রতি ঈমান বলতে, আল্লাহ পাক ও তাঁর নবী কর্তৃক যত বিষয় বর্ণিত হয়েছে, পরম্পর বর্ণনাসূত্রে তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, এসবই আমরা মহাসত্য বলে বিশ্বাস করব, পূর্ণ সত্যায়ন করব।

অদৃশ্য-বিষয়াদির মধ্যে কেয়ামতের নিদর্শনাবলী অন্যতম। যেমন, দাজ্জাল আবির্ভাব, মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ)-এর পৃথিবীতে প্রত্যাগমন, ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব, অদ্ভুত প্রাণীর আত্মপ্রকাশ, পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়.. এরকম আরো যা কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

২। কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর জ্ঞানে মুসলমানদের জন্য নিম্নোক্ত কল্যাণসমূহ অর্জিত হবে ইনশাল্লাহ..!!

* নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্তকরণে বিপুল উৎসাহ পাবে।

* বিচার দিবসের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণে মনোনিবেশ করবে।

* বিস্মৃত ব্যক্তিদেরকে সতর্ক ও তড়িৎ তওবার তাগিদ দেবে।

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী জেনে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম যেমনটি করেছিলেন। সহীহাইনে (বুখারী-মুসলিম) বর্ণিত, একদা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হঠাৎ রাতে জেগে উঠে বলতে লাগলেন, "আরব জাতির সর্বনাশ! তাদের অনিষ্ট কাছিয়ে গেছে। ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে... ।"

(বুখারী-৩১৬৮)

অন্য বর্ণনায় "ঘরণীদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দাও! জেনে রেখো! দুনিয়ার জীবনে বহু বিলাসী নারী আখেরাতে নগ্ন-উলঙ্গ থাকবে।"

(তিরমিযি-২১৯৬)

৩। এর উপর অনেক শরয়ী বিধি-বিধান নির্ভরশীল।

দাজ্জাল আবির্ভাবের প্রথম দিন একবৎসর, দ্বিতীয় দিন একমাস, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের ন্যায় দীর্ঘ হবে। হাদিসটি শুনার পর সাহাবায়ে কেরাম এ অস্বাভাবিক দিনগুলোতে নামায পড়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! দীর্ঘ এই দিনগুলোতে একদিনের নামায কি যথেষ্ট হবে!? নবীজী বলেছিলেন, "না! নামাযের জন্য তোমরা তখন সময় ঠিক করে নিও! (অর্থাৎ দীর্ঘ এক বৎসরের দিনে পূর্ণ এক বৎসরের নামাযই আদায় করতে হবে। তবে এর জন্য সময়সূচী ঠিক করে নেয়া আমাদের দায়িত্ব)।

রাতদিন একসাথে চলমান দেশগুলোতে নামায আদায়ের বিধানটি এখান থেকেই আমরা আবিষ্কার করলাম।

৪। কেয়ামতের নিদর্শনাবলী বর্ণনায় নবীজীর সততার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে। কারণ, অদৃশ্যের বিষয়াবলী নিয়ে কথা বলা কোন ধারণাপ্রসূত বা খেয়ালীপনা বিষয় নয়। এতেই তাঁর সততা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নবী হওয়ার বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়েছে। কারণ, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই জানেন। আল্লাহ পাক বলেন, "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।" (সূরা জ্বীন-২৬)

৫। কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর জ্ঞান থাকলেই শরয়ী বিষয়ে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ, দাজ্জালের চোখের বিবরণ, দাজ্জালের কপালের বিবরণ, দাজ্জালের আনীত অলৌকিক বিষয়াবলীর বিবরণ, দেখামাত্রই ফেতনায় না পরে প্রকৃত পরিচয়ের জ্ঞান... ইত্যাদি, জানতে পারব।

৬। আকস্মিক কোন কিছুর সম্মুখীন হওয়ার আগেই ভবিষ্যতে সংঘটিত বিষয়াবলীর জন্য মানসিক প্রস্তুতি।

৭। মুসলমানদের জন্য প্রত্যাশার দ্বার উন্মোচন। কারণ, কেয়ামতের সন্নিকটে ইহুদী-খৃষ্ট ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে ইসলাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে।

৮। জনমনে ভবিষ্যতের বিষয়াবলী নিয়ে কৌতুহলের চিরসমাপ্তি। ইসলাম একদিকে সকল মিথ্যাবাদী, অপপ্রচারক, জ্যোতিষী, গণক-দাজ্জালের দুয়ার বন্ধ করেছে, অপরদিকে ভবিষ্যতের বিষয়াবলীকে বিস্তারিত বর্ণনা করে সংশয়ের শঙ্কা চিরতরে নিঃশেষ করেছে।

৯। কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানকে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করতে থাকে। কারণ, নিদর্শনাবলী একের পর এক ঘটতে থাকা ইসলাম ধর্ম চিরন্তন সত্য হওয়া প্রমাণ করে।

কিয়ামতের আলামত নিয়ে গবেষণার কতিপয় মূলনীতি

পূর্ব ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করে গেছেন, অজস্র গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাদী প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন নতুন তথ্য বের হয়ে আসছে। রেডিও টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মত প্রচার মাধ্যমে এ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়... কতিপয় নামধারী আলেম এ বিষয়ে ভুল ও সংশয়যুক্ত তথ্য প্রচার করে জনমনে শঙ্কা সৃষ্টির অপচেষ্টা করছেন। তাই শুরুতেই আমরা কেয়ামতের আলামত নিয়ে গবেষণার জন্য কতিপয় মূলনীতি তুলে ধরছি-

*** প্রামাণ্য স্বরূপ একমাত্র কোরআন হাদিসকে বেছে নিতে হবে।**

কারণ, এ জাতীয় সকল কিছুই অদৃশ্য বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক বলেন, "বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।"

(সূরা নামল-৬৫)

অন্যত্র বলেন, "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।" (সূরা জ্বীন-২৬)

একমাত্র দ্বীনী কল্যাণেই আল্লাহ পাক অদৃশ্যের কিছু জ্ঞান তাঁর প্রিয় নবীকে জানিয়েছিলেন। যেগুলোর মধ্যে কেয়ামতের নিদর্শনাবলী অন্যতম।

সুতরাং ইসরায়েলী বিকৃত বর্ণনা বা কোন স্বপ্নের উপর নির্ভর করে কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর ব্যাখ্যা দেয়া বা কোন ঐশী প্রমাণ ব্যতীত রাজনৈতিক দুর্ঘটনাসমূহকে কেয়ামত ঘনিয়ে আসার আলামত মনে করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পাশাপাশি প্রামাণ্য হাদিসটিও বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হতে হবে- সরাসরি নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে হোক বা তাঁর কোন সাহাবী থেকে।

বর্তমানে বিষয়টিকে উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক সফলতা লাভের উপকরণ বানিয়ে নেয়া হয়েছে। দুর্বল ও দুর্লভ আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের অপচেষ্টা চলছে। তুর্কী ইস্তাম্বুলের "দারুল কুতুব আল ইসলামিয়া" লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় শতাব্দীর একটি হস্তলিখিত গ্রন্থে এমনই এক দুর্লভ বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায়–

হযরত আবূ হুরায়রা, ইবনে আব্বাস এবং আলী বিন আবি তালিব (রদিঃ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায়, আবূ হুরায়রা হাদিসটি বর্ণনা করতে ভয় পাচ্ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর কিছু পূর্বে "জ্ঞান গোপন" (যা আল্লাহর নিকট ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ)- এর ভয়ে উপস্থিত লোকদের কাছে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "শেষ জমানায় যে সকল মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে আমি ভাল করেই জানি।" লোকেরা বলল, আপনি বলুন, ভয়ের কিছু নেই, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি বলতে লাগলেন, "১৩০৫ বা ১৩০৬ হিজরী সনে 'নাসের' নামে এক ব্যক্তি মিসরের শাসনকর্তা হবে। লোকেরা তাকে 'আরব্য বীর' বলে সম্বোধন করবে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে বিভিন্ন যুদ্ধে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। কস্মিনকালেও সে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। অবশেষে আল্লাহ সর্বোত্তম মাসে মিসর তার করায়ত্বে দিবেন। অতঃপর মিসর অধিবাসী 'সাদ'কে যার পিতা 'আনোয়ার' সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আক্রান্ত শহরের বিনিময়ে মসজিদে আকসা হরণকারীদের সাথে সে চুক্তবদ্ধ

হবে। তখন শামের ইরাকে এক অহংকারী প্রতাপী ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, সেই সুফিয়ানী। এক চোখে তার সামান্য ত্রুটি থাকবে। নাম হবে সাদ্দাম। বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি সে সংঘাতপরায়ণ হবে। পুরো বিশ্ব তার বিরুদ্ধে 'কুতে' (কুয়েতে) একত্রিত হবে। বীরদর্পে সেখানে সে প্রবেশ করবে। ইসলাম ছাড়া সুফিয়ানীর মধ্যে কোন কল্যাণ থাকবে না। ভালমন্দের সংমিশ্রণ থাকবে তার স্বভাবে। 'মাহদী'র বিশ্বাসঘাতকের প্রতি আল্লাহর শত অভিশাপ...।

১৪০২ বা ১৪০৩ হিজরী সনে প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। গোটা বিশ্বের সাথে তিনি যুদ্ধ করবেন। তাঁর বিরুদ্ধে সকল ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুনাফিক জেরুজালেমের (বাইতুল মাকদিস) মাজদূন পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হয়ে যাবে। ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে পৃথিবীর নিকৃষ্ট ব্যভিচারিণী বের হবে, যার নাম আমেরিকা। বিশ্ব তখন ভ্রষ্টতা এবং কুফুরীর অতল গহবরে নিমজ্জিত থাকবে। ইহুদী সম্প্রদায় তখন বিশ্বঅধিপতি হবে। জেরুজালেম এবং পবিত্র ভূমি তাদের দখলে থাকবে। সকল দেশই তখন সমুদ্র এবং আকাশপথে (আগ্রাসণে) আসবে। কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডা ও প্রচন্ড গরমের দু'টি দেশ তাদের দখলে থাকবে না। ইমাম মাহদী দেখবেন, সারাবিশ্ব ইসলামকে নিশ্চহ্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আল্লাহ পাকও কৌশল অবলম্বন করবেন। ইমাম মাহদীর বিশ্বাস থাকবে, বিশ্বের সকল কিছুই আল্লাহর। আল্লাহর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক মাহদীর বাহিনীকে সাহায্য করবেন। কাফেরদের জন্য ভূ-মন্ডল সংকীর্ণ করে দেবেন। সেদিন বিশ্ব প্রতিটি কাফেরকে ধিক্কার জানাবে। এভাবেই আল্লাহ পাক কুফুরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।"

এ ধরনের দুর্বল, দুর্লভ এবং অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা প্রচার থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

* নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ সত্যনিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তই এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে।

কারো অন্তরে যদি এ ব্যাপারে কিছু উদয় হয়, তবে অন্যকে জানানোর পূর্বে নির্ভরযোগ্য কোন আলেমের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী মনে করতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন, "অতএব তোমরা যদি না জান তবে যারা স্মরণ রাখে, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর!" (সূরা আম্বিয়া-৭)

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন, "আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত!" (সূরা নিসা-৮৩) কিয়ামতের নিদর্শন চিহ্নিতকরণে এটাই ছিল পূর্ববর্তীদের মূলনীতি। আবূ তুফায়েল (রদিঃ) বলেন, "একদা আমি কূফায় ছিলাম। সংবাদ এলো, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেছে। আমি তখন দ্রুত হুযায়ফা (রদিঃ)-এর কাছে এসে বিষয়টি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, চুপ করে এখানে বস! ততক্ষণে কূফার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এসে একই সংবাদ শুনাল। হুযায়ফা (রদিঃ) তাকেও চুপ করে বসতে বললেন। ঠিক তখনই ঘোষণা ভেসে এলো, 'সংবাদটি মিথ্যা!' আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, হে আবূ ছুরাইয়া! অবশ্যই আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু শুনাবেন বলেই আমাদের বসিয়েছেন। বলুন! তিনি বলতে লাগলেন, দাজ্জাল এখনই যদি আত্মপ্রকাশ করে, তবে শিশুরাই তাকে পাথর মেরে হত্যা করে দেবে। অবশ্যই দাজ্জাল মারামারি, হানাহানি, দ্বীন নিয়ে অবহেলা এবং হত্যা-রাহাজানির যুগে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রতিটি শহর-বন্দরে সে উপস্থিত হবে। ছাগলের চামড়ার মত পুরোবিশ্বকে সে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবে।" (মুস্তাদরাকে হাকিম)

* জনসাধারণের বিবেক বুঝে হাদিস বর্ণনা করা।

কতিপয় প্রবক্তা কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে সর্বসাধারণের সামনে বিশদ আলোচনা শুরু করে দেয়, যা অনেক সময় মানুষের বিবেক বুঝে কুলিয়ে উঠতে পারে না। জানলেই যে বলতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। সঠিক হলেই যে প্রচারাভিযানে নেমে যাবে- এটি বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হয়ত বিবেক অনেক সময় অপারগ হয়ে যায় বা স্থানভেদে প্রচার করলে ফেতনার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "মানুষ যা ভাল মনে করে (যা তাদের জন্য সহজবোধ্য হয়), তাই তাদের কাছে বর্ণনা কর। অন্যথায় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যারোপ করুক তোমরা কি চাও..?!" (বুখারী)

ইবনে মাসঊদ (রদিঃ) বলেন, "বিবেকবিরুদ্ধ কোন কথা প্রকাশ করলেই জাতির মাঝে ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে। (অতএব তোমরা তা করো না।)"

(মুসলিম)

কিয়ামতের আলামত-সম্বলিত ঘটনাগুলোকে যেভাবে বাস্তবের সাথে মেলাবো

বিগত এবং বর্তমানকালে কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত বাণীগুলোকে জোরপূর্বক প্রেক্ষাপটের সাথে মেলানোর অপচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা গেছে। যার সরল নমুনা সবেমাত্র আমরা পড়ে এলাম। এ বিষয়ে তাই কতিপয় মূলনীতি স্মরণ না করালেই নয়-

* **প্রথম মূননীতিঃ** আবশ্যক নয় যে, কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত বাণীগুলোকে টেনে এনে বাস্তবের সাথে মেলাতে হবে।

মানুষ তার সামনে-পিছনে যা কিছুই প্রত্যক্ষ করে, ছোট হলেও সেটাকেই সে বড় মনে করে বসে। যদিও পেছনে এর চেয়েও বড় ঘটনা গত হয়েছে। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ যথেষ্ট পরিপক্বতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, হযরত উমর (রদিঃ) নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সামনে শপথ করে বলতেন যে, ইবনে সাইয়াদ-ই প্রকৃত দাজ্জাল। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তার মন্তব্য খন্ডন করেননি।

এ ক্ষেত্রে কোন জ্ঞানীর ইজতেহাদ যদি মুসলিম জনসাধারণের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্টকরণে উস্কিয়ে দেয় অথবা এর পেছনে কোন শরয়ী ব্যাখ্যা থাকে, যা অধিকতর ব্যাখ্যার দাবী রাখে, তবে সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানুষকে তা প্রচার থেকে বিরত রাখতে হবে।

কতিপয় গবেষক কেয়ামতের নিদর্শন সম্বলিত বাণীগুলোকে অতীত বর্তমানের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন। একটি বিশুদ্ধ হাদিসে আপনি পড়ে থাকবেন যে, "অচিরেই এমন সময় আসবে যখন ইরাকবাসীর কাছে টাকা-পয়সা ও খাদ্যদ্রব্য আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে" (মুসলিম)। হাদিসটির ব্যাখ্যায় অনেকে বলে থাকেন যে, ১৪১০ হিজরী (১৯৯০ সনে) আমেরিকা'র (অনারব) পক্ষ থেকে ইরাকের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপকালে এর বাস্তবায়ন ঘটেছে। সুতরাং এটাই কিয়ামত ঘনিয়ে আসার বড় নিদর্শন"।

ব্যাখ্যাটি যদিও ফেলে দেয়ার মত নয়; অনেকাংশে তা সে সম্ভাবনারই দাবী রাখে, তবুও জোরপূর্বক টেনে এনে প্রচন্ড দৃঢ়তার সাথে কোন ঘটনাকে চিহ্নিত করে দেয়া- জ্ঞানীর পরিচয় নয়।

এখেকেও বড় আশ্চর্যের বিষয়, যা বিশিষ্ট জ্ঞানীদের বরাতে প্রচারিত হয়েছে যে, দুনিয়ার অবশিষ্ট আয়ূ হচ্ছে ৯০০ বছর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ১,০০০ বছর। কতিপয় হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা উক্ত মতামত পেশ করেছেন, যাদের মধ্যে ইমাম সুয়ূতী এবং ইমাম সাখাভী (রহঃ) অন্যতম।

যাই হোক, শরয়ী কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া দৃঢ়ভাবে কোনক্রমেই বলা ঠিক নয় যে, ঘটনাটি অমুক সময়ে ঘটেছে। ইমাম মাহদীর সুসংবাদ সম্বলিত হাদিসগুলোকেও অনেকেই নির্ধারিত কিছু ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করে প্রচার করেছেন যে, অমুক ব্যক্তিই ইমাম মাহদী ছিল এবং তার সময়ে অমুক অমুক ফেতনা প্রকাশ হয়েছিল, রক্তপাত ঘটেছিল...ইত্যাদি!!

অপপ্রচারের নমুনা

'আছরারে ছাআ' গ্রন্থকার (ফাহাদ ছালেম) লিখেছেন, "ইমাম মাহদী প্রকাশের পূর্বে দাজ্জাল ইরানের শাসনকার্য পরিচালনা করবে।" এর পরক্ষণেই লেখেন, আয়াতুল্লাহ যরবাতশুফ খ্যাত মুহাম্মাদ খাতামী-ই হচ্ছে সেই দাজ্জাল।"

'মাছীহুদ্দাজ্জাল' গ্রন্থকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন যে, ইরাকের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেইন হচ্ছে ইমাম মাহদী।

আমিন মুহাম্মাদ জামাল স্বীয় গ্রন্থ 'হারমাজিদ্দূন'-এ সাদ্দাম হুসেইনকে হাদিসে উল্লেখিত সূফিয়ানী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অপর 'আশরাতুছ ছাআ ওয়া হুজূমুল গারব' গ্রন্থকার জর্ডানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মালেক হুসেইনকে সূফিয়ানী বলে ব্যক্ত করেছেন।

এগুলো ব্যক্তিগত মতামত মাত্র। কোনক্রমেই দৃঢ়তার সাথে এগুলোর প্রচার উচিত নয়। তবে যদি কোন ঘটনা হাদিসে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে হুবহু মিলে যায়, সংশয়ের অবকাশ না থাকে, দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে যায় তবে হাদিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা প্রচার করা যেতে পারে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে এর চেয়েও বড় ঘটনা ঘটতে পারে, যা হাদিসের অর্থের সাথে আরো বেশি মিলে যাবে, আরো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে।

কিছু নমুনা

১। মুসলিম শরীফের একটি হাদিস। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের হত্যা ঘটনায় তার মাতা আসমা বিনতে আবি বকর (রদিঃ)-হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সামনে বলেছিলেন, "অবশ্যই নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদেরকে সাকীফ গোত্রে একজন মিথ্যুক এবং একজন খুনী'র আবির্ভাব হবে বলে জানিয়েছেন। মিথ্যুককে তো ইতিপূর্বেই চিনেছিলাম। খুনীকেও আজ চিনে নিলাম।" একথা শুনার পর হাজ্জাজ কোন বাড়াবাড়ি না করে উঠে চলে গিয়েছিল। (উল্লেখ্য- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ'ই আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রদিঃ)- কে হত্যা করেছিল।

ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, "উপরোক্ত হাদিসে হযরত আসমা (রদিঃ) মিথ্যুক বলতে মুখতার বিন আবি উবাইদ সাকাফীকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। সে ছিল প্রচন্ড মিথ্যাবাদী। জিবরাইল (আঃ) তার কাছে ওহী নিয়ে আসেন বলে সে দাবী করত। উলামায়ের ঐক্যমত এখানে মিথ্যুক বলতে মুখতার বিন আবি উবাইদ এবং খুনী বলতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উদ্দেশ্য।" (আল্লাহই ভাল জানেন)

২। মুসলিম শরীফের আরেকটি বর্ণনা। হযরত আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবৎ না হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুন্ড প্রকাশ হবে, যার আলোতে সুদূর বছরায় (ইরাকের) উষ্ট্রীর স্কন্ধ আলোকিত হয়ে উঠবে।" ঘটনাটা বহুপূর্বে ঘটে গেছে। তিন মাস পর্যন্ত সেই আগুন অবিরাম জ্বলছিল। আগুনের আলোতে মদীনার মহিলারা নৈশগল্পের আসর জমাত।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আবূ শামা বলেন, "৬৫৪ হিজরী সনের ৩ জুমাদাল উখরা বুধবার দিবাগত রাতে মদীনার দিক থেকে এক বিশাল অগ্নিকুন্ড ভড়কে উঠে। তিনদিন পর্যন্ত মদীনায় খানিক পর পর ভূমিকম্প অনুভূত হতে থাকে। এর পরক্ষণে 'হাররা' প্রান্তরে বনূ কুরায়যা'র সন্নিকটে আরেকটি বিশাল অগ্নির সূত্রপাত ঘটে, যার আলোতে রাত্রিকালেও মদীনার সমস্ত অলিগলি আলোকিত থাকত। দেখে মনে হচ্ছিল, আগুনের একটা বিশাল শহর মদীনার প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।"

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, "৬৫৪ হিজরীতে মদীনার পূর্বদিকে এক বিশাল অগ্নিকুন্ড প্রকাশিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত।"

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, "হাদিসে উল্লেখিত আগুন বলতে ৬৫৪ হিজরী সনে প্রকাশিত সেই আগুনই উদ্দেশ্য। ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-র মত আমারও একই মতামত।"

৩। ইমাম আহমদ (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফেতনাসমূহ প্রকাশ পাবে, মিথ্যা অধিক ও ব্যাপক হয়ে যাবে, দোকানপাট (মার্কেট) কাছাকাছি হয়ে যাবে, সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে এবং প্রচুর সংঘাত সৃষ্টি হবে।" জিজ্ঞেস করা হল, সংঘাত কি? বললেন, "হত্যাযজ্ঞ"।

বিন বায (রহঃ) লিখেন, "গণমাধ্যম, অত্যাধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থা এবং বিমান আবিষ্কারের ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পারাপার সহজ হয়ে গেছে। এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে এখন আর দীর্ঘ সময়ের দরকার হয় না। হাদিসে উল্লেখিত- দোকানপাট কাছাকাছি হয়ে যাবে- এর ব্যাখ্যা এভাবেই করা যেতে পারে।"

* **দ্বিতীয় মূননীতিঃ** কিয়ামতের অতি নিকটেই ঘটতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। কারণ, কেয়ামতের অনেক নিদর্শন বহু আগেই ঘটে অতিবাহিত হয়ে গেছে।

কিয়ামতের নিদর্শন বলতে ঐ সকল আলামত উদ্দেশ্য, যা মহাপ্রলয় নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। চায় সে সকল নিদর্শন কেয়ামতের খুব কাছাকাছি সময়ে ঘটুক বা বহুকাল পূর্বে ঘটুক...!!

উদাহরণস্বরূপ, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "আমার এবং কেয়ামতের মাঝে দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্বল্প ফাকা জায়গার ন্যায় ব্যবধান।" (বুখারী-মুসলিম)

বুঝা গেল, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর আবির্ভাব এবং তাঁর মৃত্যু কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন। তাহলে নবীজীর মৃত্যুর পর যে সকল ঘটনা ঘটবে- দূরে হোক আর কাছে হোক- সবই কেয়ামতের নিদর্শন বলে গণ্য হবে।

সংঘটিত হওয়া না হওয়ার বিবেচনায় কেয়ামতের নিদর্শনাবলীকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি

* যেগুলো পরিষ্কারভাবে ঘটে গেছে বলে প্রমাণিত। যেমন নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর আবির্ভাব এবং ইন্তেকাল, মিথ্যা নবুয়ত দাবীদারদের আত্মপ্রকাশ।

* যেগুলোর সূচনা হয়েছে এবং ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, দোকানপাট কাছাকাছি হয়ে যাওয়া, পুস্তক এবং লেখালেখি অত্যাধিক বেড়ে যাওয়া, হানাহানি-খুনাখুনি সীমাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া...ইত্যাদি।

* যেগুলো এখন পর্যন্ত ঘটেনি, অচিরেই ঘটবে। যেমন, অদ্ভুত প্রাণীর আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব ইত্যাদি।

* তৃতীয় মূলনীতিঃ কিয়ামতের নিদর্শনাবলীকে বাস্তবের সাথে মেলাতে গিয়ে ভুল ব্যাখ্যার শঙ্কা।

১। স্বল্পজ্ঞান নিয়ে কথা বলা এবং অদৃশ্যের বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ির পরিণাম স্মরণ।

কারণ, আপনি যখন দৃঢ়চিত্তে বলবেন যে, অমুক নিদর্শনটি তমুক সালে ঘটেছে, তবে এর পক্ষে আপনার যথাযথ শরয়ী প্রমাণ থাকা আবশ্যক। কোরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়ে নাক গলানো সম্পূর্ণ অবৈধ ও অনুচিত।

২। বৈধ বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে অবৈধ বিষয়ে মনোনিবেশের আশঙ্কা।

কিছু মানুষ ইমাম মাহদী সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাদী পড়েছে। লেখকের ধার্যকৃত সেই ইমাম মাহদীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে শুরু করেছে। আবার কেউ কেউ ইমাম মাহদীর পক্ষে বৃহত্তম যুদ্ধে শরীক হতে এখন থেকেই ঘোড়া-তরবারী কিনে রেখে দিয়েছে। কেউ আবার দাজ্জাল আবির্ভাব কাছিয়ে গেছে ভয়ে বিয়ে শাদী এবং ঘর নির্মাণের প্ল্যান মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।

৩। কখনো কখনো এ সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপের মত জঘন্য বিষয়কে উস্কিয়ে দেয়।

মনে করুন নিশ্চিতভাবে প্রচার করা হল যে, এই লোকটিই ইমাম মাহদী। কিছুদিন পর দেখা গেল যে, সে মাহদী নয়। তাহলে ইমাম মাহদী সম্পর্কে হাদিসগুলোকেই তো এক কথায় সে অস্বীকার করে বসল।

এ সকল বিষয়ে মুখের চেয়ে চিন্তাশক্তিকেই আমাদের বেশি কাজে লাগাতে হবে।

কিয়ামতের আলামতের প্রকারভেদ

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত-

প্রথম ভাগঃ ক্ষুদ্রতম নির্দশন। এটা আবার দুই প্রকার-

(ক) দূরবর্তী নিদর্শন।

অর্থাৎ যে সকল নিদর্শন প্রকাশ হয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিয়ামত থেকে বহু দূরে হওয়ার দরুন এগুলো ছোট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

* শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর আবির্ভাব।
* চন্দ্র বিদারণ ঘটনা।
* মদীনায় বিশাল অগ্নিকুন্ড প্রকাশ..ইত্যাদি।

(খ) মধ্যবর্তী নিদর্শন।

অর্থাৎ যেগুলো প্রকাশ হয়েছে এবং শেষ না হয়ে দিনদিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সংখ্যা অনেক। এগুলিও ক্ষুদ্রতম নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

* দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম।
* ঘরবাড়ি (বিল্ডং) সুউচ্চ করতে আরবদের প্রতিযোগিতা।
* প্রায় ত্রিশজনের মত মিথ্যা নবুয়ত দাবীকারীর আত্মপ্রকাশ...ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগঃ বৃহত্তর নিদর্শন।

অর্থাৎ যেগুলো ধারাবাহিক প্রকাশ হলে পরক্ষণেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। এর সংখ্যা প্রায় দশটি।

হযরত হুযায়ফা (রদিঃ) বলেন, "আমরা পরস্পর আলাপরত ছিলাম, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী আলোচনা করছিলে? সবাই বলল, কেয়ামত প্রসঙ্গে। তখন নবীজী বলতে লাগলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বৃহত্তম) নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর-

১। ধোঁয়া (ধূম্র)

২। দাজ্জাল

৩। অদ্ভুত প্রাণী

৪। পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়

৫। মরিয়ত তনয় ঈসা (আঃ)-এর পৃথিবীতে প্রত্যাগমন

৬। ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব

তিনটি ভূমিধ্বস

৭। প্রাচ্যে ভূমিধ্বস

৮। পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস
৯। আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস
১০। এবং সবশেষে ইয়েমেন থেকে উত্থিত হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী বিশাল অগ্নি।" (মুসলিম)

অপর বর্ণনায় ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ, কাবা শরীফ ধ্বংস এবং মানুষের পক্ষ থেকে কুরআনুল কারীম উঠিয়ে নেয়ার কথাও উল্লেখ হয়েছে।

একনজরে ক্ষুদ্রতম নিদর্শনসমূহ

প্রথম ভাগঃ যেগুলো ঘটে অতিবাহিত হয়ে গেছে–

১। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের আবির্ভাব
২। নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ইন্তেকাল
৩। চন্দ্র বিদারণ ঘটনা
৪। সাহাবা যুগের অবসান
৫। বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম) বিজয়
৬। ব্যাপক প্রাণহানি (ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক মহামারীতে)
৭। একের পর এক ফেতনার আবির্ভাব
৮। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আবিস্কার
৯। মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ "সিফফীন" যুদ্ধের বাস্তব প্রতিফলন
১০। ভ্রষ্ট খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ
১১। মিথ্যা নুবয়ত দাবীদারদের আত্মপ্রকাশ
১২। শান্তি, নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতার জয়-জয়কার
১৩। হেজায ভূমিতে বিশাল অগ্নি প্রকাশ
১৪। তুর্কীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ
১৫। চাবুকে আঘাতকারী অত্যাচারী ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব
১৬। হানাহানি, সংঘাত এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ
১৭। মানুষের হৃদয় থেকে- আমানতদারী তথা বিশ্বস্ততার বিদায়
১৮। পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ
১৯। দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম গ্রহণ
২০। স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন মহিলাদের আত্মপ্রকাশ
২১। সুউচ্চ বাড়ীঘর নির্মাণে- নগ্নপদ আরব্য রাখালদের প্রতিযোগিতা
২২। ব্যক্তি-বিশেষে সালাম প্রদান

২৩। বাণিজ্য (বিজনেস) ব্যাপক আকার ধারণ
২৪। স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায় স্ত্রীর অংশগ্রহণ
২৫। সারা বাজারে মুষ্টিমের ব্যবসায়ীর প্রভাব
২৬। ব্যাপকহারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান
২৭। ব্যাপকহারে সত্য সাক্ষ্য গোপন
২৮। (দ্বীন সম্পর্কে) মূর্খতা ব্যাপক আকার ধারণ
২৯। ব্যয়কুণ্ঠতা ও কার্পণ্যতা ব্যাপক আকার ধারণ
৩০। ব্যাপকহারে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করণ
৩১। প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার
৩২। অশ্লীলতা ব্যাপক আকার ধারণ
৩৩। বিশ্বস্তকে বিশ্বাসঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত জ্ঞান
৩৪। মর্যাদাবান ব্যক্তিদের বিলুপ্তি এবং অধীনস্থতা প্রকাশ
৩৫। সম্পদ-অর্জনে হালাল হারাম বিবেচনার বিলুপ্তি
৩৬। যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জ্ঞান
৩৭। আমানতের বস্তুকে খরচের বস্তু জ্ঞান
৩৮। যাকাত আদায়কে জরিমানা জ্ঞান
৩৯। আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ
৪০। মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ
৪১। জন্মদাতা পিতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বন্ধু-বান্ধবকে কাছে আনয়ন
৪২। আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে উচ্চস্বরে হৈ হুল্লোড়
৪৩। গোত্রীয় সম্প্রদায়ে পাপিষ্ঠদের নেতৃত্ব দান
৪৪। জাতির নেতৃত্বে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিদের আগমন
৪৫। আক্রমণের ভয়ে মানুষকে সম্মান দেখানো
৪৬। মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা বৈধ জ্ঞান
৪৭। রেশমী কাপড়ের ব্যাপক ব্যবহার
৪৮। মদ্যপান হালাল জ্ঞান
৪৯। গান-বাদ্য ও নর্তকীর নৃত্য বৈধ জ্ঞান
৫০। ফেতনার আধিক্যে মানুষের মৃত্যু কামনা
৫১। সকালে মুমিন থাকবে বিকালে কাফের হয়ে যাবে- এমন কালের আগমন
৫২। মসজিদগুলোকে অধিক সুসজ্জিত করার প্রতিযোগিতা
৫৩। ঘরবাড়ী ডিজাইন এবং রকমারি কারুকার্য করণ

৫৪। অধিক হারে আকাশ থেকে বজ্র বর্ষণ
৫৫। ব্যাপকহারে লেখালেখি এবং পুস্তক প্রকাশ
৫৬। বাক-জাদুতে সম্পদ উপার্জন এবং চাঁপাবাজি প্রতিযোগিতা
৫৭। কুরআন ছেড়ে অন্যান্য গ্রন্থাদীর প্রচার প্রসার
৫৮। জ্ঞানী এবং দ্বীনের বাহকদের অভাব এবং কুরআন পাঠকের প্রভাব
৫৯। ছোট ও স্বল্পজ্ঞানীদের কাছে এলেম অন্বেষণ
৬০। আকস্মিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি
৬১। নির্বোধ লোকদের নেতৃত্ব
৬২। দ্রুত গতিতে সময় পার
৬৩। বড় বিষয়ে নিচু লোকদের বাকযুদ্ধ
৬৪। দুনিয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যশীল ব্যক্তি লুকা বিন লুকা
৬৫। মসজিদকে- যাতায়াত ও পারাপারের পথ হিসেবে ব্যবহার
৬৬। মহরের মূল্যবৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস
৬৭। অশ্বের মূল্যবৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস
৬৮। বাজার ও দোকানপাট নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া
৬৯। মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধর্মী রাষ্ট্রের একক অবস্থান
৭০। নামাযের ইমামতিতে মুসল্লীদের ধাক্কাধাক্কি
৭১। মুমিনের সত্য স্বপ্ন
৭২। মিথ্যা ব্যাপক আকার ধারণ
৭৩। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ
৭৪। ব্যাপকহারে ভূ-কম্পন সৃষ্টি
৭৫। নারী জাতির আধিক্য
৭৬। পুরুষ হ্রাস
৭৭। অশ্লীলতা ও নোংরামি ব্যাপক ও খোলাখুলি
৭৮। কোরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ
৭৯। ব্যাপকহারে মানুষের দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা বৃদ্ধি
৮০। কামনা ছাড়াই সাক্ষ্য দিতে রাজী-লোকদের আত্মপ্রকাশ
৮১। মানত করে পূর্ণ করে না এমন ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ
৮২। সমাজের উচ্চপদস্থ লোক কর্তৃক গরিবদের মালসম্পদ কৌশলে লুট
৮৩। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাস্তবায়ন পরিত্যাগ
৮৪। রোমান (খৃস্টান) আধিক্য এবং আরব (মুসলিম) হ্রাস।

৮৫। হারামে লিপ্ত হও, নয় বিদায় হও!

৮৬। নিত্যনতুন অত্যাধুনিক যান বাহন (গাড়ী, বাস, ট্রেন, প্লেন ইত্যাদি) আবিষ্কার

দ্বিতীয় ভাগঃ যে সকল নিদর্শন এখন পর্যন্ত ঘটেনি

৮৭। মানুষের হাতে হাতে প্রচুর ধন-সম্পদ

৮৮। ভূমির আভ্যন্তরীণ খনিজ সম্পদ প্রকাশ

৮৯। রূপ-বিকৃতির ঘটনা বৃদ্ধি

৯০। ভূমিধ্বস

৯১। পাথর বর্ষণের শাস্তি

৯২। এমন বৃষ্টি, যা সকল জনপদকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে

৯৩। ফসলহীন বৃষ্টি (বৃষ্টি হলেও ফসলে বরকত হবে না)

৯৪। সকল আরব দেশে ছড়িয়ে যাবে-এমন ফেতনা

৯৫। মুসলমানদের সাহায্যে বৃক্ষকুলের কথন

৯৬। মুসলমানদের সাহায্যে পাথরের কথন

৯৭। ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বশেষ যুদ্ধ

৯৮। (ইরাকের) ফুরাত নদীতে স্বর্ণের খনি উন্মোচন

৯৯। আরব উপ্দ্বীপ সবুজ শ্যামল পরিবেশ এবং নদীনালায় পূর্ণ

১০০। "আহলাছ"-এর ফেতনা প্রকাশ

১০১। "সচ্ছলতা"র ফেতনা প্রকাশ

১০২। "অন্ধকার" ফেতনার আবির্ভাব

১০৩। একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ

১০৪। চন্দ্র-স্ফীতি

১০৫। সকল মুসলমান শামে হিজরত করবে- এমন কালের আগমন

১০৬। মুসলমান এবং রোমান (খৃষ্টান)-দের মধ্যে বৃহত্তম যুদ্ধ

১০৭। মুসলমানদের কনষ্ট্যান্টিনোপল (বর্তমান তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল) বিজয়। (সেনাপতি মুহাম্মদ ফাতেহ'র নেতৃত্বে ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার বিজয় হয়েছিল। তবে শেষ জামানায় ইমাম মাহদীর বাহিনী পূণরায় তা বিজয় করবে)

১০৮। মীরাছ (ত্যাজ্য সম্পদ) বণ্টনের সুযোগ থাকবে না

১০৯। গণিমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) নিয়ে আনন্দ উল্লাসের সুযোগ থাকবে না

১১০। তীর-তলোয়ার এবং অশ্বের যুগ পুনঃ প্রত্যাবর্তন

১১১। বাইতুল মাকদিসের আশপাশে (জেরুজালেমে) জনবসতি বৃদ্ধি
১১২। বিনাশের সম্মুখীন হয়ে মদীনা- বসতি ও আগন্তুক বৃদ্ধি
১১৩। মদীনা থেকে সকল কাফের-মুনাফিকের নির্বসন
১১৪। পর্বতমালা-র স্থানচ্যুতি
১১৫। "কাহতান" গোত্র থেকে এক মহান মাণ্যবর ব্যক্তির আবির্ভাব
১১৬। "জাহজাহ" নামক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ
১১৭। চতুষ্পদ জন্তু এবং জড়বস্তুর সাথে মানুষের বাক্যালাপ
১১৮। লাঠির অগ্রভাগের সাথে মানুষের বাক্যালাপ
১১৯। জুতার ফিতার সাথে মানুষের বাক্যালাপ
১২০। ঘরে কী হচ্ছে.. উরুর পেশি মানুষকে এর সংবাদ প্রদান
১২১। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সকল মুমিনের মৃত্যু
১২২। কাগজের পাতা এবং মানুষের অন্তর থেকে কুরআন উত্তোলন
১২৩। কাবা ঘরের দিকে (ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করতে আসা বিশাল নামধারী মুসলিম বাহিনী-র মাটির নিচে ধ্বস।
১২৪। আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে মানুষের হজ্ব ত্যাগ
১২৫। কতিপয় আরব গোত্র মূর্তি পূজায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন
১২৬। কুরায়েশ বংশের বিলুপ্তি
১২৭। একজন কালো হাবশী (বর্তমান ইথিউপিয়া) লোকের হাতে কাবা ঘর ধ্বংস
১২৮। মুমিনদের রূহ ছাড়িয়ে নিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবাতাস প্রেরণ
১২৯। মক্কা নগরীর ভবনগুলো আকাশ-সম উঁচু করে নির্মাণ
১৩০। পরবর্তী মুসলমান কর্তৃক পূর্ববর্তী মুসলমানদের গালমন্দ-করণ
১৩১। ইমাম মাহদীর আবির্ভাব।

ক্ষুদ্রতম নিদর্শন

১. নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের আগমন

হযরত ছাহল বিন সা'দ (রদি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে দেখেছি, তিনি তর্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করে বলছেন, "আমার এবং কিয়ামতের মধ্যে এই দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী ফাকা জায়গার ন্যায় ব্যবধান।" (বুখারী-৬১৩৮/মুসলিম- ৭৫৯৭)

অন্যত্র বলেন, "কিয়ামতের প্রথম বাতাসেই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" (হাকিম)
ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, "স্বয়ং নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-ই হচ্ছেন কেয়ামতের প্রথম নিদর্শন।

২. নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ইন্তেকাল

প্রখ্যাত সাহাবী আওফ বিন মালেক (রদিঃ) বর্ণনা করেন, "তাবুক যুদ্ধ চলাকালে একদা আমি নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর কাছে আসলাম, তিনি তখন চামড়ার তৈরি একটি তাবুতে (বসা) ছিলেন। আমাকে দেখে বলতে লাগলেন, "ছয়টি বিষয় আঙ্গুলে গুণে রাখ! (কিয়ামতের নিদর্শন-স্বরূপ)

১। আমার ইন্তেকাল
২। বাইতুল মাকদিস বিজয়
৩। ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক প্রকার মহামারীতে তোমাদের ব্যাপক প্রাণহানি,
৪। ধনসম্পদ বৃদ্ধি, এমনকি একশত দিনার দিতে চাইলেও প্রস্তাবকৃত ব্যক্তি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে। (অর্থাৎ মানুষের হাতে হাতে টাকা-পয়সার আধিক্য ঘটবে। একশ/দু'শ কারো চোখেই পড়বে না, সবাই লাখো-কোটির চিন্তায় মত্ত থাকবে)।
৫। এমন ফেতনা, যা আরবের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে
৬। তোমাদের এবং রূমকদের (বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকা) মাঝে শান্তিচুক্তি সাক্ষরিত হবে। অতঃপর রূমকরা চুক্তি ভঙ্গ করে আশিটি পতাকাতলে সমবেত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে। প্রতিটি ঝান্ডার অধীনে তাদের বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।" (বুখারী-৩০০৫)

৩. চন্দ্র বিদারণ

আনাছ বিন মালিক (রদিঃ) বলেন, "মক্কাবাসী নবীজীর দাওয়াত সত্যতা প্রমাণে কোন নিদর্শন দাবী করলে নবীজী চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করে দেখান।"
(বুখারী-৩৪৩৮. মুসলিম-৭২৫৪)
আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রদিঃ) বলেন, "একদা আমরা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সাথে মিনা প্রান্তরে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দু'ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ পাহাড়ের পেছনে চলে গেল, দ্বিতীয়ভাগ অপরপাশের

পাহাড়ের পেছনে চলে গেল। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের লক্ষ করে বললেন, "ভাল করে দেখে নাও!"

(বুখারী-৪৫৮৪/মুসলিম-৭২৫০)

ইবনে আব্বাস (রদিঃ) বলেন, "একদা মক্কার মুশরেক সম্প্রদায় নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর কাছে এসে বলতে লাগল, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আমাদের সামনে চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করে দেখাও! একখন্ড আবুকুবাইস পর্বতে, অপরখন্ড কুআইকাআন পর্বতে নিয়ে আস! রাতটি ছিল পূর্ণিমার। মুশরেকদের কথা শুনে নবীজী আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল। একখন্ড আবু কুবাইস পর্বতে, অপরখন্ড কুআইনকাআন পর্বতের ওপাশে গিয়ে পতিত হল। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, "ভাল করে দেখে নাও!" (দালাইলুন্নুবুওয়াহ, আবু নুআইম)

৪. সাহাবা যুগের অবসান

আবূ মূছা (রদিঃ) বর্ণিত হাদিসে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "তারকারাজি- আসমানের নিরাপত্তা প্রহরী। তারকারাজি বিলুপ্ত হলে আকাশের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে। তদ্রুপ আমার সাথীদের জন্য আমি হলাম নিরাপত্তা প্রহরী। আমি চলে গেলে সাহাবাদের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে। সাহাবাগণ আমার উম্মতের নিরাপত্তা প্রহরী। সাহাবা যুগের অবসান হলে উম্মতের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে"। (মুসলিম-৬৬২৯)

৫. বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম) বিজয়

উপরে বর্ণিত আওফ বিন মালেক (রদিঃ)-এর হাদিসে নবীজী ছয়টি নিদর্শনের মধ্যে "বাইতুল মাকদিস বিজয়" কথাটিও উল্লেখ করেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমেনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিঃ)-এর যুগে (১৬ হিজরী/৬৩৭ খ্রী) বাইতুল মাকদিস বিজয় হয়। সকল নবীর প্রত্যাবর্তন- স্থল খ্যাত এ ভূমিকে মুসলমানগণ কুফুরীর নোংরামী থেকে পবিত্র করেন।

ইসলামের ইতিহাসে দু'বার বাইতুল মাকদিস বিজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমবার উমর বিন খাত্তাব (রদিঃ)-এর যুগে। দ্বিতীয়বার- আইয়ূবী শাসনামলে। সালাহুদ্দীন আইয়ূবী (রহঃ) ৫৮৩ হিজরী- ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে

পুনরায় তা বিজয় করেন। অচিরেই একদল নিষ্ঠাবান মুসলমানের নেতৃত্বে বাইতুল মাকদিস আবারো বিজয় হবে। এমনকি পাথর ও বৃক্ষকুল প্রতিটি মুসলমানকে ডেকে বলতে থাকবে, "ওহে আল্লাহর বান্দা মুসলিম! এদিকে এসো! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে, তাকে হত্যা কর!" (মুসলিম শরীফ)

৬. ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক মহামারীতে ব্যাপক প্রাণহানি

আওফ বিন মালেক (রদিঃ) বর্ণিত হাদিসে ছয়টি নিদর্শনের মধ্যে এটিও অন্যতম।

উমর বনি খাত্তাব (রদিঃ) এর শাসনামলে বাইতুল মাকদিস বিজয়ের দুই বৎসর পর হিজরী অষ্টাদশ সনে "আমওয়াছ" মহামারীর ঘটনা ঘটে। পঞ্চাশ হাজারের মত মুসলমান সেখানে মারা যায়। মুয়ায বিন জাবাল, আবু উবাইদা, শুরাহবিল বিন হাছানা, ফযল বিন আব্বাস বিন আব্দিল মুত্তালিব (রদিঃ)-এর মত উচ্চপদস্থ সাহাবী সেখানে ইন্তেকাল করেন।

৭. নানান ফেতনার দ্রুত আবির্ভাব

হযরত আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, "অন্ধকার রাত্রির ন্যায়- ফেতনা আচ্ছন্ন হওয়ার পূর্বেই তোমরা দ্রুত নেক আমল করে ফেলো। তখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় দ্বীন (ইসলাম)-কে সে বিক্রি করে দেবে।" (মুসলিম-৩২৮)

৮. স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আবিষ্কার

হুযায়ফা (রদিঃ) বলেন, "অচিরেই আকাশ থেকে অনিষ্টকর বস্তু বর্ষিত হবে, এমনকি তা জনশূন্য সুদূর মরু প্রান্তরে-ও পৌঁছবে।"

হাদিসে ব্যবহৃত- "সামা" (আকাশ) বলতে মাথার উপর থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত পুরো মহাশূন্যকেই বুঝায়। আরবী ডিকশনারীগুলোতে তাই উল্লেখ রয়েছে।

আকাশে স্থাপিত প্রায় অর্ধশত স্যাটেলাইট ষ্টেশন থেকে প্রতি সেকেন্ডে লাখো ফেতনা টিভির পর্দা বেয়ে পৃথিবীতে নামছে।

বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার জনক ডিশ এন্টেনাকে যদি সুদূর মরু প্রান্তরেও বসিয়ে দেয়া হয়, সহজেই সেখানে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। লোকালয় তো বটেই, আজকাল জনমানবহীন মরুভূমিও ফেতনার শঙ্কামুক্ত নয়।

৯. "জঙ্গে সিফফীন" মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না একই দাবীর প্রেক্ষিতে মুসলমানদের দু'টি বিশাল বাহিনী তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়।"

(বুখারী-৬৫৩৬/ মুসলিম-৭৪৩৮)

সকল আহলে সুন্নাত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে-

১। নবীদের পর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট, সর্ব পরিশুদ্ধ এবং শেষনবীর আদর্শের সবচেয়ে কাছাকাছি মানব সম্প্রদায়।

২। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং সংঘাত নিয়ে-আমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই। নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। তাদের ছিদ্রান্বেষণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

৩। সাহাবাদের প্রতি কুধারণা পোষণ বা ফেতনার আশঙ্কায় জনসম্মুখে এ ব্যাপারে কথা বলা বা এ ধরনের কোন দুর্ঘটনা প্রচার করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

১০. খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ

মুসলমানদের মধ্যে নববী আদর্শের পরিপন্থী কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি হওয়াও কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। তন্মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় অন্যতম। প্রথমে তারা ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রদিঃ)-এর সাথে ছিল। অনেক যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত মুআবিয়া এবং আলী (রদিঃ)-এর মধ্যে বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের পর আলী (রদিঃ)-এর অনুসরণ থেকে তারা বের হয়ে যায়। সাধারণ মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কূফা অঞ্চলের "হারুরা" নামক স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "শেষ যামানায় একদল নির্বোধ তরুণ জাতির আবির্ভাব হবে। কোরআন পড়বে, কিন্তু কোরআনের তাৎপর্য তাদের কণ্ঠাস্থি

অতিক্রম করবে না। উৎকৃষ্ট কথা তারা বর্ণনা করবে। তীর যেমন ধনুক থেকে মুহূর্তে বের হয়ে যায়, তারাও দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।"
(বুখারী-৩৪১৫/মুসলিম-২৫১১)

১১. মিথ্যা নবুয়ত দাবীকারী দাজ্জালদের আত্মপ্রকাশ

সহীহ হাদিস মতে, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এদের সংখ্যা ত্রিশ জনের মত বলেছেন।
এরশাদ করেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না প্রায়- ত্রিশজনের মত মিথ্যা নবুয়ত দাবীকারীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সবাই নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল মনে করবে।" (বুখারী-৩৪১৩/মুসলিম-৭৫২৬)
"আল্লাহর শপথ! প্রায় ত্রিশ জনের মত মিথ্যুকের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। এদের সর্বশেষ হল কানা দাজ্জাল।"
(মুসনাদে আহমদ-২০১৯০)
ছাওবান (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আরো বলেন- "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের একদল লোক মুশরেকদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। আরেক দল মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে যাবে। প্রায় ত্রিশজনের মত মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, সবাই নিজেকে নবী বলে মনে করবে, অথচ আমিই হলাম সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না।" (তিরমিযী-২২১৯/আবূ দাউদ-৪২৫৪)
হুযায়ফা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সাতাশ জন মিথ্যুকের আগমন ঘটবে। তন্মধ্যে চারজন-মহিলা। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পর কোন নবী নেই।" (মুসনাদে আহমদ- ২৩৪০৬/তাবরানী-৫৪৫০ মুসনাদে বায্যার)

১২. শান্তি, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার জয়-জয়কার

এরশাদ করেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আরবের ভূমি সুবজ-শ্যামল পরিবেশ (বাগ-বাগিচা) ও নদীনালায় পূর্ণ হয়ে উঠে। মক্কা নগরী থেকে সুদূর ইরাক পর্যন্ত মানুষ নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে। পথ হারানো ছাড়া কোন ভয় থাকবে না। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সংঘাত বেড়ে যাবে। সংঘাতের অর্থ জিজ্ঞেস করলে নবীজী বলেন, অধিক হত্যাযজ্ঞ!"
(মুসনাদে আহমদ-৮৮১৯)

অপর হাদিসে, "নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আদী বিন হাতিম (রদিঃ)-কে লক্ষ করে বলতে থাকেন, হে আদী! তুমি কি-হাইরা (কূফা থেকে তিন মাইল দূরে ইরাকের একটি) নগরী দেখেছ? বললাম- না..! তবে শুনেছি! নবীজী বললেন, আয়ু দীর্ঘায়িত হলে তুমি দেখতে পাবে যে, মহিলারা হায়রা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে আগমন করবে। পথিমধ্যে আল্লাহ ছাড়া কাউকে তারা ভয় করবে না।" (বুখারী-৩৪০০)

১৩. হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুন্ড প্রকাশ

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুন্ড প্রকাশ হবে, যার আলোতে সুদূর বছরা'য় (ইরাকের) উষ্ট্রীর স্কন্ধ আলোকিত হয়ে উঠবে।" (বুখারী-৬৭০১)

১৪. তুর্কীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করবে। (তাদের নিদর্শন হল-) ছোট ছোট চোখ, রক্তিম (লাল) চেহারা, চ্যাপটা নাক, রাশিকৃত (স্থল) ঢাল সদৃশ (গোলাকার) চেহারা। কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পশমের জুতা পরিধানে অভ্যস্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।" (বুখারী-৩৩৯৪/মুসলিম-৭৪৯৬)

১৫. চাবুকে আঘাতকারী অত্যাচারী ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ

আবূ উমামা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "শেষ জামানায় এমন কিছু লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাদের সাথে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ এক প্রকার চাবুক থাকবে। আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে তারা সকাল-সন্ধ্যা যাপন করবে।"

(মুসনাদে আহমদ-৯৬৭৮)

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের দুই প্রকার লোককে এখনো আমি দেখিনি- ১. যাদের হাতে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ চাবুক থাকবে। তা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে..." (মুসলিম-৭৩৭৩)

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "আয়ূ থাকলে তুমি এমন কিছু লোককে দেখতে পাবে, যারা আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের মধ্য দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা যাপন করবে। তাদের হাতে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ কিছু একটা থাকবে।" (মুসলিম-৭৩৭৫)

১৬. অধিকহারে সংঘাত (হত্যাযজ্ঞ)

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে না, যতক্ষণ না একজন অপরজনকে হত্যা করবে। হত্যাকারী জানবে না-কী উদ্দেশ্যে হত্যা করছে। আর নিহত ব্যক্তি বুঝবে না-কী দোষে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হল, এটা আবার কিভাবে সম্ভব!? নবীজী বললেন, সংঘাতকালে এমনটিই ঘটবে। হত্যাকারী এবং নিহত উভয়েই জাহান্নামী হয়ে যাবে।" (মুসলিম-৭৪৮৮)

১৭. "আমানত" অন্তর থেকে উঠে যাবে

হুযায়ফা (রদিঃ) বলেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "মানুষের হৃদয়ের গহীনে সর্বপ্রথম বিশ্বস্ততার অবতরণ হয়েছিল। অতঃপর কোরআন নাযিল শুরু হলে মানুষ কোরআন এবং হাদিসকে ধীরে ধীরে শিখতে থাকে।"-এরপর নবীজী বিশ্বস্ততা উঠে যাওয়ার কথা বলছিলেন, "মানুষ শয়নে যাবে, ঘুমের মধ্যেই হৃদয় থেকে বিশ্বস্ততা উঠিয়ে নেয়া হবে, কিন্তু তার প্রভাব অন্তরে থেকে যাবে। এরপর মানুষ শয়নে যাবে, আবারো অন্তর থেকে বিশ্বস্ততা উঠিয়ে নেয়া হবে, কিন্তু তার সূক্ষ্ম ছাপ অন্তরে থেকে যাবে। জ্বলন্ত টুকরা চামড়ায় পতিত হলে চামড়াটি ফুলে যায়, কিছুদিন পর তা শুকিয়ে গেলে চামড়ায় যেমন একপ্রকার দাগ থেকে যায়, অথচ ভেতরে কিছুই নেই, এরপর শুকনা কিছু নিয়ে চামড়ায় লাগিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি..। এরপর মানুষেরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করবে, কেউ কারো বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে না। এমনকি বিস্ময় কণ্ঠে মানুষ বলতে থাকবে, অমুক গোত্রে একজন বিশ্বস্ত লোক আছে। কাউকে সম্বোধন করে বলা হবে যে, লোকটি কত জ্ঞানী! কত ভদ্র! কত সুশীল! –অথচ তার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান নেই।"

হুযায়ফা (রদিঃ) বলেন, "এমন এক সময় ছিল- যখন যে কাউকে বায়আত করার সুযোগ থাকত (সবাই বিশ্বস্ত হওয়ার ফলে)। কিন্তু এখন (বিশ্বস্ততা উঠে যাওয়ার ফলে) অমুক অমুক ছাড়া কাউকে আমি বায়আত করব না।"

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, "একদা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এক বেদুইন এসে- কেয়ামত কখন?- জিজ্ঞেস করল। নবীজী তার কথায় কান না দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবস্থা দেখে কেউ ধারণা করল, নবীজী হয়ত শুনেও উত্তর দিতে আগ্রহী না হওয়ায় কিছু বলছেন না। অন্যরা ধারণা করল, বেদুইনের কথাই নবীজী হয়ত শুনেননি। আলোচনা শেষ করে প্রশ্নকারী কোথায়? জিজ্ঞেস করলে বেদুইন বলল, এই তো আমি এখানে, হুজুর! বললেন, যখন বিশ্বস্ততা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করবে। বলল, বিশ্বস্ততা কিভাবে নষ্ট হবে? বললেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তিদের উপর নেতৃত্ব ন্যস্ত হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর।" (বুখারী-৫৯)

১৮. পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির হুবহু অনুসরণ শুরু করবে। এমনকি তারা যদি একহাত সামনে গিয়ে থাকে, আমার উম্মতও যাবে। একগজ পেছনে গিয়ে থাকে, আমার উম্মতও তা-ই করবে। -পারস্য ও রোম জাতির মত? জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন, তা না হলে আর কাদের মত!?" (বুখারী-৬৮৮৮)

আবূ সাঈদ খুদরী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অবশ্যই তোমরা পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির হুবহু অনুসরণ শুরু করবে। তারা যদি একহাত সামনে গিয়ে থাকে, তোমরাও যাবে। একগজ পেছনে গিয়ে থাকলে তোমরাও তাই করবে। এমনকি তারা যদি কোন সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও সাপের গর্তে প্রবেশ করবে। -ইহুদী-খৃষ্টানদের মত? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, তা না হলে আর কাদের মত!?" (বুখারী-৬৮৮৯/মুসলিম-৬৯৫২)

১৯. দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম লাভ

ফেরেশতা জিবরীল (আঃ) যখন নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে কেয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখনও "নবীজী- দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্মগ্রহণ" উত্তর দিয়েছিলেন। (মুসলিম-১০৬)

কেউ কেউ উদ্দেশ্য করেছেন যে, দাসীরা রাজকুমার জন্ম দেবে। রাজকুমার বড় হয়ে রাজা হলে মাতা তার প্রজার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

অনেকেই বলেছেন যে, শেষ জমানায় ছেলেরা মায়ের সাথে দাস-দাসীর মত আচরণ করবে। মাকে ঘর থেকে বের করে দেবে। মায়ের খোঁজ খবর নেবে না। মায়ের কথা ভুলে যাবে। মায়ের অবাধ্য হয়ে যাবে। মাকে গালিগালাজ করবে... ইত্যাদি। ফলে বহিরাগত কেউ দেখলে একে দাসী-মনিবের আচরণ মনে করবে। (আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন, আমীন)

২০. স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন মহিলাদের আত্মপ্রকাশ

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "দুই প্রকার জাহান্নামী সম্প্রদায় এখনো আমি দেখিনি-
১. ষাঁড়ের লেজ সদৃশ চাবুক দিয়ে মানুষকে প্রহারকারী অত্যাচারী সম্প্রদায়।
২. আবেদনময়ী বস্ত্রবাহী নগ্ন নারী সম্প্রদায়। আবেদন সৃষ্টি করতে তাদের মাথাগুলো একপাশে ঝুকিয়ে দেবে। তাদের মাথাগুলো উটের কুঁজের মত উঁচু দেখাবে। এ দু'টি দলের কখনো জান্নাতে প্রবেশ তো দূরের কথা; জান্নাতের সুঘ্রাণও কপালে জুটবে না। অথচ জান্নাতের সু-ঘ্রাণ তো এত.... এত.... দূর থেকেই অনুভব করা যায়।" (মুসলিম-৭৩৭৩/৫৭০৪)

২১. সুউচ্চ বাড়ীঘর নির্মাণে নগ্নপদ নগ্নদেহ আরব্য রাখালদের প্রতিযোগিতা

উমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে -ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সংক্রান্ত আলোচনার পর নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কেয়ামতের নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম হবে এবং নগ্নদেহে রাখালদের- সুউচ্চ বাড়ীঘর নির্মাণে প্রতিযোগিতায় মত্ত দেখবে।" (মুসলিম-১০২)

অপর হাদিসে- "দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত অভাবী লোকদেরকে নেতৃত্বের পদে দেখতে পেলে সেটাই হবে কেয়ামতের নিদর্শন। দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত, অভাবী, নগ্নপদ ও নগ্নদেহ রাখাল বলতে আপনি কাদের বুঝাচ্ছেন? প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বলেন, আরব জাতি।"

(মুসনাদে আহমদ-২৯২৬/তাছহীহে আলবানী-৩/৩৩২)

২২. ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "পরিপূর্ণ মুমিন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পরস্পরের প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও সম্প্রীতি পোষণ না করা পর্যন্ত তোমরা মুমিনও হতে পারবে না। কিভাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে সেই রহস্য কি তোমাদের বলব?! বেশি বেশি সালাম দাও! আগে-ভাগে সালাম দাও! (মুসলিম-২০৩)

আবূ জা'দ বলেন, ইব্‌নে মাসঊদ (রদিঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎকালে এক ব্যক্তি বলল, আস সালামু আলাইকুম হে আব্দুল্লাহ্! সালাম শুনে ইবনে মাসঊদ (রদিঃ) বলে উঠলেন, "নবীজী সত্যই বলেছেন। আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, "কিয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, মানুষ মসজিদে গমন করবে, কিন্তু (তাহিয়্যাতুল মসজিদের) দুই রাকাত নামায আদায় করবে না এবং পরিচিত ছাড়া কাউকে সালাম দিবে না।"

(সহীহ বিন খুযাইমা-১৩২৬/তাছহীহে আলবানী)

বুখারী-মুসলিমের বর্ণনায়, এক ব্যক্তি নবীজীকে "ইসলামের কোন কাজটি সবচেয়ে ভালো" জিজ্ঞেস করলে নবীজী বলতে লাগলেন, "অসহায়কে খাদ্যদান এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সলাম প্রদান।"

(বুখারী-৫৮৮২/মুসলিম-১৬৯)

২৩, ২৪, ২৫. ব্যাপক বাণিজ্য, স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায় স্ত্রীর অংশগ্রহণ, সারা বাজারে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর প্রভাব

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ব্যক্তি বিশেষে সালাম দেয়া হবে, বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যাবে এমনকি ব্যবসায় স্ত্রী-স্বামীকে সহযোগিতা করবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে (তাদের খোঁজখবর নেয়ার সময় থাকবে না), মিথ্যা সাক্ষ্য- মহামারীর আকার ধারণ করবে, সত্য সাক্ষ্য গুম করা হবে এবং (মৌখিক দাওয়াতের তুলনায়) লেখালেখি বেশি হতে থাকবে।" (মুসনাদে আহমদ-৩৮৭০)

আমর বিন তাগলিব (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, "কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে, ধন সম্পদের ব্যাপক ছড়াছড়ি, ব্যাপক বাণিজ্য, ব্যাপক মূর্খতা- একজন অপরজনের কাছে ক্রয় বিক্রয় কালে বলবে- অমুকের সাথে বুঝাপড়া না করে লেনদেন করব না। সারা গ্রাম তালাশ করেও লেখতে জানে- এমন কাউকে পাওয়া যাবে না।" (সুনানে নাসায়ী- ৪৪৬৮)

২৬. ব্যাপক হারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ কি- তোমাদের বলব? (এভাবে তিনবার বললেন,) সাহাবায়ে কেরাম বললেন, বলুন, হে আল্লাহর রসূল! রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, (এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার হেলান দিয়ে বসে বলতে লাগলেন-) এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।" (বুখারী-৫৬৩১/মুসলিম-২৭১)

অপর হাদিসে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান এবং মিথ্যা শপথ করে মানুষের অধিকার হরণ থেকে কঠোর সতর্ক করা হয়েছে। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মিথ্যা শপথ করে যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের মাল হরণ করল- রাগান্বিত অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।" অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, "যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না।" (সূরা আলে ইমরান-৭৭) (বুখারী-৭০০৭)

আবূ উমামা বাহেলী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মিথ্যা শপথ করে যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের সম্পদ হরণ করল, তার উপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে আবশ্যক করে দেবেন, জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন।" এক ব্যক্তি বলল, সামান্য হলেও? বললেন, কন্টক বৃক্ষের মূল্যহীন সামান্য ডাল হরণ করলেও..!!" (মুসলিম-৩৭০)

২৭. সত্য সাক্ষ্য গোপন

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপ-পূর্ণ হবে।" (সূরা বাকারা-২৮৩)

২৮. সুশিক্ষার অভাব, মূর্খতার সয়লাব

ঐশী এ প্রত্যাদেশ পালনার্থে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সবসময় শিখতেন এবং অপরকে শিক্ষা দিতেন।

অপরদিকে মূর্খতা থেকে তিনি মানুষকে সদা বারণ করতেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন, প্রত্যেক রুক্ষস্বভাবী, রাক্ষস, বাজারে হৈ হুল্লোড়ে অভ্যস্ত, দিনের বেলায় গাঁধা আর রাতে (আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে) মৃতের মত শয়নোম্মাদ এবং পার্থিব বিষয়ে জ্ঞানী কিন্তু আখেরাত বিষয়ে গন্ডমূর্খ।" (সহীহ ইবনে হিব্বান-৭২)

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে (ইসলামী) জ্ঞান উঠে যাবে এবং মূর্খতা ছেয়ে যাবে।"

(বুখারী-৬৬৫৪/মুসলিম-৬৯৫৯)

অন্যত্র বলেন, "এমন এক কাল আসবে, যখন মানুষ জানবে না- নামায কী! রোযা কী! সাদকা কী!" (তাবরানী)

২৯, ৩০, ৩১. ব্যয়কুণ্ঠতা ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি, ব্যাপক হারে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ, প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "কার্পণ্যতা অধিক হারে বেড়ে যাওয়া কেয়ামতের আলামত।" (তাবরানী 'আল-মু'জামুল আওসাত'-৭৪৮)

আনাস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "সবকিছু কঠোর হয়ে যাবে, মানুষের মধ্যে কার্পণ্যতা বেড়ে যাবে।" (ইবনে মাজা-৪০৩৯)

অন্যত্র নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "সময় দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে, (আখেরাতের জন্য) মানুষের আমল কমে যাবে, অন্তরে কার্পণ্যতা সৃষ্টি হবে এবং অধিক হারে সংঘাত (হত্যাযজ্ঞ) ঘটতে থাকবে।" (বুখারী-৫৬৯০/মুসলিম-৬৯৬৪)

অপর হাদিসে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি পাবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে এবং প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যহার করা হবে।" (মুসনাদে আহমদ-৬৫১৪)

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ঐ সত্তার শপথ-যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত

হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বস্তকে ঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে। মূর্খদের জনপ্রিয়তা ও মাতব্বরী বেড়ে যাবে।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৬৪৪)

৩২. অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম একে কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেছেন, "ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত.! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা বেড়ে যাবে..!"

৩৩. বিশ্বস্তকে ঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত জ্ঞান

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত.! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না বিশ্বস্তকে ঘাতক আর ঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে... ।"

৩৪. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি এবং মূর্খদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ঐ সত্তার শপথ-যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত.! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস ঘাতক এবং বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে। মূর্খদের জনপ্রিয়তা ও মাতব্বরী বেড়ে যাবে।" (তাবরানী ৩৭৬৭)

৩৫. সম্পদ উপার্জন হালাল-হারামের তোয়াক্কা বিলুপ্তি

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ সম্পদ উপার্জনে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করবে না।" (বুখারী-১৯৭৭)

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকল, সে তার দ্বীন ও ঈমানকে বাঁচিয়ে নিল। পক্ষান্তরে যে সন্দেহযুক্ত কাজকর্মে লিপ্ত হল, সে হারামে লিপ্ত হয়ে গেল।"

(বুখারী-৫২/মুসলিম-৭৪৭৮)

৩৬. যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জ্ঞান

"আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।" (সূরা হাশর-৭)

৩৭. আমানতকে খরচের বস্তু জ্ঞান

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকের নিকট পৌছে দাও।" (সূরা নিসা-৫৮)

৩৮. যাকাত প্রদানকে জরিমানা জ্ঞান

শেষ জমানায় ব্যয়কুণ্ঠতা বেড়ে যাওয়ায় বিত্তবানরা যাকাত আদায়কে এক প্রকার চাঁদা ও জরিমানা মনে করবে। মনের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে সে যাকাত আদায় করবে। সৎ নিয়তের অভাবে আল্লাহ এরকম ব্যক্তির যাকাত কখন-ই গ্রহণ করবেন না।

৩৯. আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, "যারা মানুষকে কল্যাণ (দ্বীনের জ্ঞান) শিক্ষা দেয়, তাদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, আসমানের ফেরেশতাকুল, গর্তের পিপীলিকা এবং সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকে।" (তিরমিযী-২৬৮৫)

৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫. মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ, পিতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বন্ধু বান্ধবকে কাছে আনয়ন, মসজিদে চিল্লাচিল্লি ও ব্যাপক হৈ হুল্লোড়, গোত্রীয় নেতৃত্বে পাপিষ্ঠদের আগমন, সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি-সমাজের নেতা, আক্রমণের ভয়ে সম্মান

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "নিম্নোক্ত নিদর্শনগুলোর প্রকাশ হতে দেখলে- অগ্নিবায়ূ, ভূ-কম্পন, ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি, পাথর-বর্ষণ এবং ছিড়ে যাওয়া তছবীহ-র দানার মত দ্রুত একের পর এক কেয়ামতের নিদর্শন বাস্তবায়নের অপেক্ষা কর–

১। রাষ্টীয় সম্পদকে নিজস্ব সম্পদ জ্ঞান

২। আমানতকে খরচের বস্তু জ্ঞান

৩। যাকাতকে জরিমানা জ্ঞান
৪। আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ
৫। মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ
৬। পিতা-কে দূরে ঠেলে বন্ধু বান্ধবকে কাছে আনয়ন
৭। মসজিদের ভেতর উচ্চস্বরে হৈ হুল্লোড়
৮। গোত্রীয় নেতৃত্বে পাপিষ্ঠদের আগমন
৯। সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিদের হাতে জাতির নেতৃত্ব
১০। অনিষ্ট হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে সম্মান
১১। হরেক রকম বাদ্য-যন্ত্র ও নর্তকীদের আত্মপ্রকাশ
১২। ব্যাপক হারে মদ্য-পান
১৩। পরবর্তী উম্মত কর্তৃক পূর্ববর্তী উম্মতকে গালমন্দ ও অভিশাপ দান। (তিরমিযী-২২১১)

৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯. মেয়েদের সাথে মেলামেশা, রেশমী কাপড় পরিধান, মদ্য এবং গান-বাজনা বৈধ জ্ঞান

আবু মালেক আশআরী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অবশ্যই উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা, রেশমী কাপড় পরিধান, মদ্য পান এবং গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে। আরেক দল উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে মেষপাল নিয়ে অবতরণ করবে, তাদের কাছে ফকির এসে সাহায্যের আবেদন করলে তারা বলবে, আগামীকাল এসো!, এসকল ব্যক্তিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন, সুউচ্চ পাহাড় (ধ্বসে) তাদের উপর আপতিত হবে। অপর দলকে আল্লাহ (কিয়ামত পর্যন্ত) শুকর-বানরে পরিণত করে দেবেন।" (বুখারী-৫২৬৮)

আবু মালেক আশআরী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের একদল- মদ্যপানে লিপ্ত হবে। (ব্যবসার সুবিধার্থে) মদের নামকে তারা পরিবর্তন করে দেবে। তাদের মাথার উপর গান-বাজনা এবং নর্তকীদের নৃত্যানুষ্ঠান শোভা পাবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেবেন। কতিপয়কে শুকর-বানরে পরিবর্তন করে দেবেন।" (ইবনে মাজা-৪০২০)

৫০. তীব্র সঙ্কটের ফলে মানুষের মৃত্যু কামনা

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তি- কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আফসোস করে বলতে থাকবে, "হায়! আমি যদি তার স্থানে হতাম!" (বুখারী-৬৬৯৮/মুসলিম-৭৪৮৫)

৫১. যখন মানুষ-সকালে মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ক্রমাগত ফেতনা আসার আগে-ই যা আমল করার- করে ফেলো।! মানুষ তখন সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় নিজের ঈমানকে সে বিক্রি করে দেবে।" (মুসলিম-৩২৮)

৫২. মসজিদ কারুকার্যকরণ প্রতিযোগিতা

আনাস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদ (কারুকার্যকরণ) নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে।" (আবূ দাউদ-৪৪৯/ নাসায়ী-৬৮৮/ ইবনে মাজা-৭৩৯)

ইবনে আব্বাস (রদিঃ) বলেন, "অচিরেই তোমরা মসজিদগুলোকে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মত কারুকার্য করে গড়ে তুলবে।" (আবু দাউদ-৪৪৮)

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, "প্রাথমিক যুগে ইহুদী- খ্রিষ্টানদের উপাসনালয়গুলো কারুকার্যমন্ডিত ছিল না, আসমানী কিতাব বিকৃত হওয়ার পর-ই তারা কারুকার্যকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে।" (ফাতহুল বারী-২/১৭৫)

খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, "ইহুদী খ্রিষ্টানরা যখন আসমানী কিতাব বিকৃত করে ফেলে, আল্লাহর দ্বীনকে বিনষ্ট করে ফেলে, তখন-ই তারা গির্জা সুসজ্জিতকরণে আত্মনিয়োগ করে।" (উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী-৭/৪১)

মসজিদ ডিজাইনের কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে

আবু দারদা (রদিঃ) বলেন, "যখন তোমরা মসজিদগুলোকে ডিজাইন করবে, কোরআনের আয়াতগুলোকে কারুকার্যমন্ডিত করবে- তখন তোমাদের ধ্বংস কাছিয়ে যাবে।" (ইবনে আবি দাউদ, তাহছীনে আলবানী-৫৮৫)

৫৩. ঘরবাড়ী ডিজাইন ও সুসজ্জিত-করণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তোমরা সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না, নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আনআম- ১৪১)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ সু-বিশাল বাড়ী নির্মাণ করবে। ডোরাকাটা মহামূল্যবাণ চাদর দিয়ে দেয়ালকে সুসজ্জিত করবে।" (বুখারী আল আদাবুল মুফরাদ-৭৭৭/তাছহীহে আলবানী-২৭৯)

অর্থাৎ চাদর যেমন সুন্দর ডিজাইনের বুনা হয়, দেয়াল-ও সে রকম কারুকার্যে বানানো হবে।

৫৪. অত্যধিক বজ্রপাত

আবু সাঈদ খুদরী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত ঘনিয়ে আসার পাশাপাশি বজ্রপাতের ঘটনাও বেড়ে যাবে। এমনকি মানুষ পাশের এলাকায় গিয়ে বলতে থাকবে- "গতরাতে তোমাদের এদিকে বজ্রপাতের আওয়াজ শুনতে পেলাম"। উত্তরে তারা বলবে- অমুক, অমুক এবং অমুক বজ্রপাতে মারা গেছে"। (মুসনাদে আহমদ- ১১৬৩৮)

৫৫. ব্যাপক লেখালেখি এবং কলামিষ্টদের ছড়াছড়ি

ইবনে মাসউদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অধিক হারে ঘটতে থাকবে–

১। ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান

২। ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য। এমনকি স্ত্রীও ব্যবসায় স্বামীকে সাহায্য করবে।

৩। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ

৪। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

৫। সত্য সাক্ষ্য গোপন

৬। কলম প্রকাশ।" (মুসনাদে আহমদ-৩৮৭০)

আনাস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে-

১। কুরআনের জ্ঞান উত্তোলন

২। (ইসলামী শিক্ষায়) ব্যাপক হারে মূর্খতা প্রকাশ

৩। (যিনা) ব্যভিচার অধিক ও ব্যাপক

৪। মদ্যপান

৫। পুরুষ হ্রাস এবং মহিলা বৃদ্ধি। এক পর্যায়ে- পঞ্চাশজন নারীর দায়ভার একজন পুরুষ গ্রহণ করবে।" (মুসলিম- ৬৯৫৭)

৫৬. বাক-জাদুতে সম্পদ উপার্জন এবং চাপাবাজি প্রতিযোগিতা

উমর বিন সাঈদ বিন আস (রদিঃ) একদা পিতা বরাবর খুবই পান্ডিত্য ও সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় একটি আবেদন পেশ করলেন। আবেদন পাঠ শেষ হলে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? ছেলে বলল, জ্বি হ্যাঁ...! পিতা বললেন, (ওহে বৎস্য! ভেবো না যে, তোমাকে আমি অবহেলা করছি অথবা তোমার আবেদন পূরণে আমি অসম্মত। তবে শুনে রাখ-) নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে আমি বলতে শুনেছি, "অচিরেই এমন জাতির আবির্ভাব হবে, যারা গরু-গাভীর মত- মূখ ব্যবহার করে উপার্জন করবে।" (মুসনাদে আহমদ-১৫১৭)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে-

১। অসৎ ব্যক্তিদের মর্যাদা দান

২। সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের অসম্মান

৩। অশ্লীল কথাবার্তা ব্যাপক আকার ধারণ

৪। (দ্বীন ছাড়া) সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন

৫। সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক অনাচার প্রকাশ

ব্যাপক অনাচার কী জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, আল্লাহর কালাম ছেড়ে যা কিছুই লেখা হবে, সবই অন্যায়।" (তাবরানী)

৫৭. কুরআন অবহেলা এবং অনর্থক গ্রন্থের ছড়াছড়ি

উপরোক্ত হাদিসেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়..."সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক অনাচার প্রকাশ পাবে। "ব্যাপক অনাচার" কী? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, আল্লাহর কালাম ছেড়ে যা কিছুই লেখা হবে, সবই অন্যায়।" (তাবরানী)

৫৮. কুরআনের পাঠক বেড়ে যাবে জ্ঞানী (ফক্বীহ) দের সংখ্যা কমে যাবে

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অচিরেই এমন এক জমানা আসবে, যখন কুরআনের পাঠক বেড়ে যাবে, দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন লোক কমে যাবে, ওহীর জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে এবং সংঘাত বেড়ে যাবে। "সংঘাত কী?" জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, "পরস্পর হত্যাযজ্ঞ"। অতঃপর এমন এক জমানা আসবে, যখন কুরআন পাঠ করা হবে, কিন্তু কুরআনের আয়াত তাদের কণ্ঠাস্থি অতিক্রম করবে না (কুরআনের বিধান বাস্তবায়িত হবে না)। অতঃপর এমন এক জমানা আসবে, যখন কাফের, মুনাফেক, মুশরেক ব্যক্তি ইসলাম নিয়ে মুমিনের সাথে তর্কযুদ্ধ করবে।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৪১২)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে জ্ঞানকে আল্লাহ আকস্মিক উঠিয়ে নেবেন না; বরং উলামাদেরকে উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন বিশুদ্ধ আলেম বলে কেউ থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদের শরণাপন্ন হয়ে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। আলেম নামধারী মূর্খরা ভুল ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদের-ও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।" (বুখারী-১০০/মুসলিম-৬৯৭১)

৫৯. তুচ্ছ ও স্বল্পজ্ঞানীদের নিকট এলেম অন্বেষণ

আবু উমাইয়া জুমাহী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "স্বল্পজ্ঞানীদের কাছে জ্ঞান অন্বেষণে যাওয়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।" ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-কে স্বল্পজ্ঞানী'র পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "যারা ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা করে।" (আয-যুহদ.লি-ইবনিল মুবারক-৬১)

৬০. আকস্মিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি

আনাস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে ব্যাপক হারে আকস্মিক মৃত্যু অন্যতম।" (তাবরানী, মু'জামুল আওছাত-১৭৩)

৬১. নির্বোধ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা-কা'ব বিন উজরা (রদিঃ)-কে উদ্দেশ্য করে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলতে লাগলেন, "নির্বোধ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহ পাক তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন!" নির্বোধের নেতৃত্ব কী? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, "আমার পর এমন সব নেতা-নেত্রীদের আগমন হবে, যারা আমার আদর্শকে অবহেলা করবে। প্রচুর মিথ্যা কথা বলবে। সুতরাং যারা-ই মিথ্যুকদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, অপরাধ-দুর্নীতিতে তাদেরকে সহায়তা করবে, অবশ্যই তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হাউজে কাউসারে- তারা আমার ধারে-কাছেও আসতে পারবে না। পক্ষান্তরে যারা মিথ্যুকদেরকে সত্যায়ন করেনি, অপরাধ-দুর্নীতিতে সহায়তা করেনি, তারাই আমার উম্মত। আমি তাদের পক্ষে থাকব। হাউজে কাউসারে তারা আমার কাছে আসবে। ওহে কা'ব বিন উজরা...! (জেনে রেখো!) রোযা হচ্ছে ঢাল, সাদকা- পাপকে ধুয়ে দেয় এবং নামায হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। ওহে কাব বিন উজরা..! (জেনে রেখো!) অবৈধ উপার্জনে অর্জিত খাদ্যে যে মাংস শরীরে বেড়ে উঠল, তা কখনো-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং জাহান্নামের আগুনই তার জন্য অধিক মানানসই। ওহে কাব.! মানুষ প্রতিদিন (কর্ম শেষে) প্রত্যাগমন করে, কেউ নিজেকে বিক্রি করে দিয়ে আসে, কেউ (নিজেকে জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে আসে।"

(মুসনাদে আহমদ-১৪৪৮১)

ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন, "কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে প্রকৃত জ্ঞান হয়ে যাবে মূর্খতা, আর মূর্খতা হয়ে যাবে প্রকৃত জ্ঞান।" এভাবেই দৃশ্যপট পাল্টে যাবে।"

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, উৎকৃষ্টদের অবহেলা করা হবে এবং নিকৃষ্টদের মর্যাদা দেয়া হবে।"

(মুস্তাদরাকে হাকিম)

৬২. দ্রুত সময় পার

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "(কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে) দ্রুত সময় পার হয়ে যাবে। (দ্বীনের) জ্ঞান কমে যাবে। পর্যায়ক্রমে ফেতনা প্রকাশ হতে থাকবে।

ব্যয়কুণ্ঠতা প্রকাশ পাবে। অধিক হারে সংঘাতের ঘটনা ঘটবে। সংঘাত কী? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বলেন, হত্যাযজ্ঞ...হত্যাযজ্ঞ... ।" (বুখারী-৬৬৫২)
আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সময় কাছাকাছি হয়ে যাবে। ফলে বৎসরকে মাসের মত মনে হবে। মাসকে সপ্তাহের মত মনে হবে। সপ্তাহকে এক দিনের মত মনে হবে। দিনকে এক ঘণ্টার মত মনে হবে। এক ঘণ্টাকে বাতাসে উড়ে যাওয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত মনে হবে।" (মুসনাদে আহমদ-১০৯৫৬/তিরমিযী-২৩৩২)

৬৩. জনকল্যাণ বিষয়ে নগণ্য ব্যক্তিদের বাক্যালাপ

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "(কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে) প্রতারণার যুগ আসবে, মিথ্যুককে তখন সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী প্রচার করা হবে। ঘাতককে বিশ্বস্ত আর বিশ্বস্তকে ঘাতক মনে করা হবে। জনগণের বিষয়ে তখন নির্বোধ গন্ডমূর্খরা কথা বলতে থাকবে।" (তাবরানী-১২৩)

৬৪. পৃথিবীর সবচে' সুখী ব্যক্তি "লুকা বিন লুকা"

আনাস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হবে "লুকা বিন লুকা"। (তাবরানী-৭১১)
আরবীতে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে 'লুকা' বলা হয়। নির্বোধ ও গন্ডমুর্খ অর্থ বুঝানোর জন্য এর ব্যবহার বেশি হয়। এ কারণেই দুশ্চরিত্রা, খারাপ ও নষ্টা মহিলার ক্ষেত্রে-ও 'লুকা'-এর প্রয়োগ ঘটে।

৬৫, ৬৬, ৬৭. মসজিদকে যাতায়াতের পথ হিসেবে ব্যবহার, মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস, অশ্বের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস

খারেজা বিন সাল্‌ত বারজামী বলেন, "নামাযের উদ্দেশ্যে আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের সাথে ঘর থেকে বের হলাম। ইমাম তখন রুকুতে ছিলেন, আমরা রুকু করলাম। অতঃপর গিয়ে মুসল্লীদের সাথে কাতারে শরীক হলাম। তখন এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ'র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় "আস সালামু আলাইকুম হে আবু আব্দুর রহমান" বলল। উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহু আকবার! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন!" নামায শেষে আমরা

বললাম, "ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদানকে কেন্দ্র করেই হয় আপনি তা বলেছিলেন!! বললেন- হ্যাঁ...! আমি নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে বলতে শুনেছি "কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে-

১। মসজিদকে পরপারের পথ হিসেবে ব্যবহার
২। ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান
৩। ব্যবসায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর অংশগ্রহণ
৪। মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস
৫। এবং অশ্বের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস

একবার হ্রাস পেলে কিয়ামত অবধি আর মূল্য-বৃদ্ধি হবে না।"

(মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৩৭৯/তাবরানী-৯৪৮৭)

৬৮. বাজার ও দোকানপাট কাছাকাছি হয়ে যাবে

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফেতনাসমূহ প্রকাশ পায়, মিথ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বাজারসমূহ নিকটবর্তী হয়ে যায়।" (মুসনাদে আহমদ-১০৭৩৫)

৬৯. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধর্মী রাষ্ট্রের একক অবস্থান

ছাউবান (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "প্লেট সামনে রেখে যেমন একে অপরকে খাদ্যের জন্য ডাকাডাকি করে, ঠিক তেমনি সকল বিধর্মী জাতি মুসলমানদের নিঃশেষ করতে একে অপরকে ডাকাডাকি করবে। "সেদিন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব হে আল্লাহ্র রাসূল?" জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, না.! সংখ্যায় তোমরা অনেক থাকবে। তবে স্রোতের আবর্জনার মত। শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের আতঙ্ক উঠিয়ে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে এক প্রকার লাঞ্ছনা গেঁথে দেবেন। লাঞ্ছনা কী? জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি বিতৃষ্ণা।" (আবু দাউদ-৪২৯৯/মুসনাদে আহমদ-২২৪৫০)

৭০. নামাযের ইমামতি নিয়ে মুসল্লীদের ধাক্কাধাক্কি

ছালামা বিনতে হুর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম বলেন, "কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে, নামাযের সময় মুসল্লীরা ইমাম নির্ধারণে ধাক্কাধাক্কি করবে। বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ জানে-এমন কাউকে পাওয়া যাবে না।" (আবু দাউদ-৫৮১/মুসনাদে আহমদ-২৭১৮২)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) বলেন, "এমন এক জমানা আসবে, যখন মানুষ মসজিদে সমবেত হয়ে নামায আদায় করবে। তাদের মধ্যে একজন মুমিনও পাওয়া যাবে না।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৩৬৫)

৭১. মুমিনের সত্য-স্বপ্ন

আয়েশা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আমার মৃত্যুর পর সুসংবাদ ছাড়া নবুয়তের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। সুসংবাদ কী? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- মুমিনের সত্য- স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে দেখানো হবে।" (মুসনাদে আহমদ-২৩৮৪৬)
নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত যখন সন্নিকটে এসে যাবে, মুসলমানের স্বপ্ন তখন খুব কমই মিথ্যা হবে। কথায় যে বেশি সত্যবাদী, স্বপ্নেও সে অধিক সত্যবাদী বলে বিবেচিত হবে। মুসলমানের স্বপ্ন নবুয়তের পয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

স্বপ্ন তিন প্রকার–

১। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ বাহক সু-স্বপ্ন
২। অভিশপ্ত শয়তান কর্তৃক দুঃস্বপ্ন
৩। ব্যক্তিগত কর্ম অনুযায়ী স্বপ্ন

তোমাদের কেউ যদি স্বপ্নে খারাপ ও ভয়ঙ্কর কিছু দেখে, সাথে সাথে উঠে যেন সে বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। দুঃস্বপ্নের বিবরণ কাউকে শুনানো থেকে বিরত থেকো! স্বপ্নে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় বন্দি থাকতে দেখা ভাল লক্ষণ। কিন্তু উভয় হাত ঘাড়ের পেছনে বাঁধা অবস্থায় দেখা খারাপ লক্ষণ। শিকল পায়ে বন্দি থাকার ব্যাখ্যা হবে, দ্বীনের উপর অবিচল থাকা।" (মুসনাদে আহমদ-১০৫৯৮, মুসলিম-৬০৪২)
হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন, "শেষ জামানায় মুমিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না" এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, স্বপ্নগুলো সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তবসম্মত হবে। মিথ্যা বা সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। বাস্তবসম্মত হওয়ায় মুমিনের কাছে স্বপ্নটি সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়বে। শেষ জমানায় মুমিন অপরিচিত (গরিব) থাকবে, যেমনটি হাদিসে এসেছে, "অপরিচিত অবস্থার মধ্য দিয়ে ইসলামের সূচনা। অচিরেই ইসলাম আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে।" সত্য-স্বপ্নই হবে তখন মুমিনের একমাত্র সম্বল। সত্য-স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাকে সুসংবাদ দেবেন। দ্বীনের উপর দৃঢ়-অবিচল থাকতে সাহায্য করবেন।" (ফাতহুল বারী ১২/৪০৬)

৭২. মিথ্যার ব্যাপক প্রচার প্রসার

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "শেষ জমানায় প্রচুর মিথ্যুক দাজ্জালদের আবির্ভাব ঘটবে। কখনোই তোমাদের কানে পৌছেনি, এমন কথা তারা বর্ণনা করবে। তাদের থেকে তোমারা বেঁচে থেকো! অন্যথায় পথভ্রষ্ট করে তারা তোমাদেরকে ফেতনায় নিক্ষেপ করে দেবে।" (মুসলিম-১৬)

জাবের বিন ছামুরা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে কতিপয় মিথ্যুকদের আগমন ঘটবে, তাদের থেকে তোমরা নিরাপদ দূরত্বে থেকো!" (মুসলিম-৪৮১৫)

৭৩. পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ

হুযায়ফা (রদিঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর কাছে একবার "কিয়ামত কখন?" জিজ্ঞেস করা হলে বলতে লাগলেন, "কিয়ামতের প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্-ই ভাল জানেন। মূল-সময়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ এর প্রকাশ ঘটাতে পারবে না। তবে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন তোমাদের বলে যাচ্ছি, ফেতনা এবং সংঘাত ব্যাপক হারে ঘটতে থাকবে। সংঘাতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, হত্যাযজ্ঞ এবং পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে যাবে। ফলে কেউ কাউকে চিনবে না।"

(মুসনাদে আহমদ-২৩৩৫৪)

৭৪. অধিক হারে ভূ-কম্পন

আবু মুছা আশআরী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আমার উম্মত অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আখেরাতে তাদের কোন শাস্তি নেই। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, অধিক ভূ-কম্পন ও ফেতনাসমূহের মাধ্যমে শাস্তির পালা তাদের দুনিয়াতেই শেষ।"

(মুসনাদে আহমদ-১৯৭৬৭/মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৩৭২)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না (দ্বীনের) জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হয় এবং অধিক হারে ভূ-কম্পন সৃষ্টি হয়।" (বুখারী-৯৮৯)

আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ওহে ইবনে হাওয়ালা! যখন জেরুজালেমে

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে- দেখতে পাবে, (মনে রেখো) তখন অধিক ভূ-কম্পন, আসমানী বিপদাপদ এবং কেয়ামতের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী প্রকাশের সময় ঘনিয়ে গেছে। (সাহাবীর মাথার উপর হাত রেখে নবীজী বলেন,) কেয়ামত তখন তোমার মাথা থেকে আমার হাত অপেক্ষা মানুষের অধিক নিকটে।" (আবু দাউদ-২৫৩৭)

৭৫, ৭৬. পুরুষ হ্রাস, মহিলা বৃদ্ধি

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, "হাদিসের বাহ্যিক অর্থে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, অন্য কোন কারণে নয়; কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে এমনিতেই আল্লাহ পুত্র-সন্তান জন্মের হার কমিয়ে কন্যা-সন্তান বাড়িয়ে দিবেন।" (ফাতহুল বারী-১/১৩৩)

আনাস বিন মালেক (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে–

১। (দ্বীনের) জ্ঞান উত্তোলন

২। (দ্বীনের ব্যাপারে) ব্যাপক মূর্খতা প্রকাশ

৩। মদ্য-পান

৪। (যিনা) ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ

৫। পুরুষ হ্রাস

৬। এবং মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি। এক পর্যায়ে পঞ্চাশ জন মহিলার দায়ভার একজন পুরুষ গ্রহণ করবে।" (মুসলিম-৬৯৫৭)

৭৭. ব্যাপক ও খোলাখুলি অশ্লীলতা

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে–

১। ভূ-পৃষ্ঠে এমন কেউ থাকবে না, যার প্রতি আল্লাহর কোন প্রয়োজন আছে (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে যার সামান্য মূল্য আছে)

২। রাস্তাঘাটে খোলামেলা যৌনাচার চোখে পড়বে, বাঁধা দেয়ার কেউ থাকবে না। সে কালের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যে সাহস করে বলবে, রাস্তা থেকে সরে গিয়ে একটু আড়ালে যদি এই কাজ করতে!! সে কালে সে-ই এ কালে তোমাদের আবু বকর-উমর সদৃশ।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৫৮১৬)

৭৮. কুরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ

একদা প্রখ্যাত সাহাবী ইমরান বিন হুছাইন (রদিঃ) মানুষের সামনে কুরআন পাঠে লিপ্ত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কুরআন পাঠ শেষে ব্যক্তিটি লোকদের কাছে কিছু মাল চাইলে তিনি- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ূন- বলে উঠলেন। বলতে লাগলেন, আমি নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল, এর বিনিময় সে যেন একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে। কারণ, অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন পড়ে মানুষের কাছে বিনিময় আশা করবে।" (মুসনাদে আহমদ-১৯৮৯৮)

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রদিঃ) বলেন, একদা আমরা কুরআন পাঠে লিপ্ত ছিলাম, আমাদের মধ্যে আরব-অনারবের সংমিশ্রণ ছিল। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "শ্রেষ্ঠ কাজ! পড়তে থাকো! (আর মনে রেখো!) অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পড়ার চেষ্টা করবে। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই তারা এর বিনিময় আশা করবে।" (আবু দাউদ- ৮৩০)

৭৯. দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা বৃদ্ধি

ইমরান বিন হুছাইন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ। এরপর আমার সাহাবীদের যুগ। এরপর তৎপরবর্তীদের যুগ। এরপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে, যারা বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য দিবে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তাদের কাছে আমানত রাখা হবে না। মানত করেও পূরণ করবে না। তাদের দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা প্রকাশ পাবে।" (বুখারী-৩৪৫০/মুসলিম-৬৬৩৮)

৮০, ৮১. বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য প্রদান, মানত করে অপূরণ

উপরোক্ত হাদিসেই এর বিবরণ গত হয়েছে... এরপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে, যারা বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য দিবে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তাদের কাছে আমনত রাখা হবে না। মানত করেও পূরণ করবে না। তাদের দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা প্রকাশ পাবে।" দ্বীন নিয়ে অবহেলা, দুর্বল ঈমান এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে হ্রাস পাওয়ায় এ জাতীয় ঘটনা বহুল পরিমাণে ঘটতে থাকবে।

৮২. সবল দুর্বলকে খেয়ে ফেলবে

আয়েশা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, "হে আয়েশা! তোমার গোত্র সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে!" বলতে বলতে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম একদা আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। বসার পর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার প্রাণ কুরবান- ঘরে ঢুকেই আপনি এমন হৃদয়বিদারক কথা বললেন? নবীজী বললেন, হ্যাঁ! আমি বললাম, এটা কেন হবে? বললেন, কারণ, মৃত্যু তাদেরকে চারদিক থেকে গ্রাস করে ফেলবে। সবাই তাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করবে। বললাম, সে সময় মানুষের অবস্থা কেমন হবে? বললেন, ঘাসফড়িংয়ের ন্যায় সবলরা দুর্বলদের খেয়ে ফেলবে। কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।" (মুসনাদে আহমদ-২৪৬৪০)

৮৩. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে অবহেলা

আবু উমামা সাহেলী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অবশ্যই ইসলামের স্তম্ভগুলো একে একে ভেঙ্গে পড়বে। একটি ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ অপর স্তম্ভকে ধরে ফেলবে। সর্বপ্রথম ভাঙবে- কুরআনের শাসন। সর্বশেষে- নামায।"
(মুসনাদে আহমদ-২২২১৪/তাবরানী-৭৪৮৬)

৮৪. রোমান (খৃষ্টান) আধিক্য এবং আরব হ্রাস

মুস্তাওরাদ ফাহরী থেকে বর্ণিত, একদা তিনি আমর ইবনুল আস (রদিঃ)-এর সামনে বলতে লাগলেন, কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে রোমক সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। আমর ইবনুল আস বললেন, ভেবে চিন্তে কথা বল! মুস্তাওরাদ বললেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে আমি যেমন শুনেছি, তেমনই বলছি। তখন আমর বলতে লাগলেন, তবে এটাও শুনে রাখ! রোমকদের মধ্যে চারটি ভাল গুণও রয়েছে–

১। পতনের পর দ্রুত উঠে আসে
২। দরিদ্র, মিসকীন এবং দুর্বলদের সহায়তায় তারা আগেভাগে এগিয়ে আসে
৩। ফেতনার সময় তারা দৃঢ় অবিচল থাকে
৪। রাজা-বাদশাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।
শেষোক্তটি সর্বোৎকৃষ্ট।" (মুসলিম-৭৪৬১)

উম্মে শুরাইক (রদিঃ) নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, "দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার লক্ষে মানুষ দূরের পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মে শুরাইক বললেন, আরব-জাতি সেদিন কোথায় থাকবে হে আল্লাহর রাসূল? উত্তরে বললেন, তারা তো সেদিন যৎসামান্য..!!" (মুসলিম)

৮৫. হারাম কাজ কর, নয়ত বিদায় হও

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষকে হারাম কিংবা বিদায়- কোন একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করা হবে। তোমরা যারা সেদিন বেঁচে থাকো, বিদায়কে হারামের উপর প্রাধান্য দিয়ো!" (মুসনাদে আহমদ-৭৭৩০)

৮৬. অত্যাধুনিক যানবাহন

সহীহ ইবনে হিব্বান ইবনে উমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "আমার শেষ উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা প্রদীপের মত কিছু যানবাহনে উঠে ভ্রমণ করবে। এগুলো নিয়ে তারা মসজিদের সামনে অবতীর্ণ হবে। তাদের মহিলারা বস্ত্রবাহী নগ্নদেহ বিশিষ্ট হবে।"

৮৭. ধন সম্পদের প্রাচুর্য

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম প্রায়ই সাহাবাদেরকে অভাব-অনটন দূর হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী শুনাতেন। বলতেন, "কিয়ামতের সন্নিকটে ধন সম্পদের প্রাচুর্য ঘটবে, এক পর্যায়ে যাকাত গ্রহণের লোক পাওয়া যাবে না। কাউকে যাকাত নিতে বললে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে।"

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে ধন সম্পদের প্রাচুর্য ঘটে, তখন সাদকা দেয়ার উদ্দেশ্যে কেউ কাউকে আহবান করলে সে বলবে যে, আমার কোন টাকার দরকার নেই।"

(বুখারী-১৩৪৬/মুসলিম-২৩৮৭)

আবু মুছা আশআরী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "এমন এক জমানা আসবে, যখন সাদকার স্বর্ণ নিয়ে মানুষ ঘুরাঘুরি করবে, কোন গ্রাহক পাবে না।" (বুখারী-১৩৪৮/মুসলিম-২৩৮৫)

সাঈদ আবু নাযরা (রদিঃ) বলেন, আমরা জাবের (রদিঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন যে, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "আমার শেষ উম্মতের মাঝে একজন খলীফা হবে, নিঃসংকোচ দু-হাত ভরে সে মানুষের মাঝে সম্পদ বিলি করবে।" বললাম, খলীফা উমর বিন আব্দুল আজীজ কি সেই ব্যক্তি? জাবের (রদিঃ) বললেন, না!" (মুসলিম-৭৪৯৯)

৮৮. ভূ-পৃষ্ঠের সকল রত্ন-ভাণ্ডার উন্মোচন

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ভূ-পৃষ্ঠ সুবিশাল (রাজকীয় প্রাসাদের) স্তম্ভ-সদৃশ গচ্ছিত স্বর্ণ-রূপার সকল রত্ন-ভাণ্ডার উন্মোচন করে দেবে। খুনি বলবে, একে পাওয়ার জন্যই আমি খুন করেছি। সম্পর্কচ্ছেদকারী বলবে, একে পাওয়ার জন্যই আমি সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। চোর বলবে, এর জন্যই আমার হাত কাটা গেছে। এভাবেই পরস্পর ঝগড়া করতে থাকবে। কেউ কিছু নিতে পরবে না।" (মুসলিম-২৩৮৮)

৮৯, ৯০, ৯১. ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি

ইমরান বিন হুছাইন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি ঘটবে। এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, এরকম শাস্তি কখন আসবে? নবীজী বললেন, যখন গান-বাদ্য এবং অশ্লীল নর্তকীদের আবির্ভাব হবে।" (তিরমিযী-২২১২)

আয়েশা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "শেষ জমানার উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি আবর্তিত হবে। বললাম, সৎ মানুষ থাকতেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? নবীজী বললেন, অপরাধ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাই হবে।" (তিরমিযী-২১৮৫)

নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রদিঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল, অমুক (শামের একজন ব্যক্তি) আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উমর বললেন, শুনেছি, সে নতুন কোন কুসংস্কার আবিষ্কার করেছে। যদি তাই হয়, তবে তাকে গিয়ে আমার সালাম বলবে না। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াছাল্লাম-কে আমি বলতে শুনেছি- "কুসংস্কারী যিন্দীক এবং তকদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর ভূমিধ্বস এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি আবর্তিত হবে"। (মুসনাদে আহমদ-৬২০৮)

অপর হাদিসে, কাবা শরীফে আশ্রিত (ইমাম মাহদী)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল নামধারী মুসলিম বাহিনীকে-ও পুরোপুরি মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে।

বুকাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, "বিশাল কোন বাহিনী আশপাশে কোথাও ধ্বসে গেছে বলে যখন সংবাদ পাবে, (মনে রেখো!) তখন কেয়ামত সন্নিকটে এসে গেছে।" (মুসনাদে আহমদ- ২৭১৭৩)

৯২. সকল জনপদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়-এমন বৃষ্টি

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আকাশ থেকে এমন বৃষ্টি বর্ষিত হয়, যা থেকে চাদরে নির্মিত ঘর (তাঁবু) নিস্তার পেলেও পাথর নির্মিত সুবিশাল ঘরবাড়ি নিস্তার পাবে না।" (মুসনাদে আহমদ-৭৫৫৪)

৯৩. ফসলহীন অতিবৃষ্টি

আনাস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে আকাশ থেকে অবিরাম বর্ষণ হবে, কিন্তু তা থেকে সামান্য ফসলও অঙ্কুরিত হবে না।" (মুসনাদে আহমদ-১২৪৫২)

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্ভিক্ষ নয়; বরং অবিরাম বর্ষণ সত্ত্বেও জমিনে ফসল না ফলানো দুর্ভিক্ষ।"
(মুসনাদে আহমদ-৮৪৯২)

৯৪. পুরো আরব বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে-এমন ফেতনা

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "এমন ফেতনা সৃষ্টি হবে, যা পুরো আরব বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে। নিহত সকলেই জাহান্নামে যাবে। তরবারীর তুলনায় মুখের কথা তখন বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হবে।" (মুসনাদে আহমদ-৬৯৮০/আবু দাউদ-৪২৬৭/তিরমিযী-২১৭৮)

৯৫, ৯৬, ৯৭. ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাথর ও বৃক্ষকুল মুসলমানদের সাহায্যে কথা বলবে

ইবনে উমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ইহুদীদের সাথে তোমাদের লড়াই হবে। তাদেরকে তোমরা ছত্রভঙ্গ করে দিলে পাথর ও বৃক্ষকুল তোমাদের ডেকে বলতে থাকবে, ওহে মুসলিম! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে, এসো! একে হত্যা কর!" (বুখারী-৩৩৯৮/মুসলিম-৭৫২২)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের প্রচন্ড যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে ইহুদীদেরকে হত্যা করা হবে। কোন ইহুদী পালিয়ে- গাছ বা পাথরের পেছনে আত্মগোপন করলে সেই গাছ বা পাথর মুসলমানকে ডেকে বলতে থাকবে, ওহে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে, এদিকে এসো! একে হত্যা কর! তবে গারকাদ বৃক্ষ একথা বলবে না। কারণ, তা ইহুদীদের বৃক্ষ।" (মুসলিম-৭৫২৩)

নাহিক বিন ছুরাইম (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মুশরেকদের সাথে তোমরা অবশ্যই যুদ্ধ করবে। তোমাদের অবশিষ্ট বাহিনী সেদিন জর্ডান নদীর তীরে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা পূর্বদিকে আর দাজ্জালবাহিনী পশ্চিমদিকে থাকবে।" বর্ণনাকারী নাহিক বলেন, প্রথম যেদিন রাসূলের মুখ থেকে হাদিসটি শুনেছিলাম, সেদিন-জর্ডান কোথায় জানতাম না।

উপরোক্ত হাদিসে নদী বলতে জর্ডান এবং অধিকৃত ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী উপসাগর উদ্দেশ্য।

৯৮. ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের খনি প্রকাশ

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের খনি প্রকাশ হবে। স্বর্ণ দখলের লোভে সবাই সেখানে যুদ্ধ করতে থাকবে। ৯৯% যোদ্ধাই সেখানে নিহত হয়ে যাবে। বেঁচে থাকা প্রত্যেকেই-আমি-ই শুধু বেঁচে আছি মনে করবে।" (মুসলিম-৭৪৫৪)

অপর বর্ণনায়, "তোমাদের মধ্যে যারা তখন বেঁচে থাকে, কেউ যেন ওখান থেকে কিছু গ্রহণ না করে।" (বুখারী-৬৭০২/মুসলিম-৭৪৫৬)

উবাই বিন কা'ব (রদিঃ) বলেন, দুনিয়ার পেছনে মানুষ সবসময় ছুটাছুটি করবে। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে আমি বলতে শুনেছি, "অচিরেই ফোরাত নদীতে স্বর্ণের ভান্ডার প্রকাশ পাবে, শুনা মাত্রই সবাই সেখানে চলে যাবে। স্থানীয় লোকেরা বলবে, ব্যবস্থা না নিলে সবটুকু স্বর্ণ-ই মানুষ দখল করে নিয়ে যাবে। ফলে তারাও সেখানে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ৯৯% যোদ্ধা-ই সেখানে নিহত হয়ে যাবে।" (মুসলিম- ৭৪৫৮)

৯৯. আরব উপদ্বীপ সুউচ্চ বাগিচা এবং নদীনালায় পূর্ণ হয়ে উঠবে

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, -যতক্ষণ না আরবের ভূমি বৃক্ষলতা এবং নদীতে ভরে উঠবে। যতক্ষণ না সুদূর ইরাক থেকে মক্কা নগরী পর্যন্ত মানুষ ভ্রমণ করবে, পথিমধ্যে পথ হারানো ব্যতীত কোন ভয় থাকবে না। যতক্ষণ না সংঘাত বেড়ে যাবে। সংঘাতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, হত্যাযজ্ঞ।" (মুসনাদে আহমদ-৮৮১৯)
একই বর্ণনাকারীর অপর হাদিসে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ধন-সম্পদ ছেয়ে যাবে। যাকাত দিতে গেলে গ্রহিতা পাওয়া দুস্কর হবে।-যতক্ষণ না আরব্য ভূমি বৃক্ষলতা ও নদীতে ভরে উঠবে।" (মুসলিম-২৩৮৬)
মুয়ায বিন জাবাল (রদিঃ) বলেন, তাবুক যুদ্ধের বছর আমরা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সাথে বের হলাম। (ভ্রমণকালে) নবীজী দুই নামাযকে একত্রে পড়তেন। জোহর-আসর এবং মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিতেন। যথারীতি বের হয়ে নবীজী জোহরের নামায কিছুক্ষণ দেরী করে জোহর-আসর একত্রে পড়ে নিলেন। মাগরিবের সময় হলে মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিলেন। অতঃপর বললেন, আগামীকাল ইনশাল্লাহ তোমরা তাবুকের (ঐতিহাসিক) ঝর্ণার কাছে পৌঁছে যাবে। প্রভাত-রবি উদ্ভাসিত হওয়ার আগে সেখানে পৌঁছতে পারবে না। আমি না পৌঁছা পর্যন্ত ঐ ঝর্ণার পানি তোমরা পান করো না! অতঃপর যথসময়ে আমরা ঝর্ণার কাছে এসে পৌঁছলাম। আমাদের আগেই দু-জন এসে পৌঁছেছিল। ঝর্ণাটি জুতার ফিতার ন্যায় সরু ছিল। খুবই স্বল্প পানি সেখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। নবীজী এসে "তোমরা কেউ পানি স্পর্শ করেছো?" জিজ্ঞেস করলে ঐ দু'জন বলল, জ্বি হ্যাঁ..!! নবীজী তখন রাগত-স্বরে তাদেরকে কিছু কটু

কথা বললেন। অতঃপর সবাই ঝর্ণা থেকে অঞ্জলি ভরে একটু একটু করে পানি এনে এক-পাত্রে জমা করলেন। নবীজী পাত্রের পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পানিকে পুনরায় ঝর্ণার প্রবাহ-পথে রেখে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল স্রোতের মত পানি আসতে লাগল। আমরা সকলেই সেখান থেকে পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। অতঃপর নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন, ওহে মুয়ায! আয়ু থাকলে ভবিষ্যতে এই স্থানকে তুমি বাগ-বাগিচায় পূর্ণ দেখতে পাবে।" (মুসলিম- ৬০৮৬)

১০০, ১০১, ১০২. আহলাছ, সচ্ছলতা এবং অন্ধকার ফেতনা

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রদিঃ) বলেন, "আমরা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দরবারে বসা ছিলাম। নবীজী অধিক হারে ফেতনাসমূহের বিবরণ শুনাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে আহলাছের ফেতনার কথা বললেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আহলাছের ফেতনা কী? নবীজী বললেন, পলায়ন আর যুদ্ধ-বিগ্রহের ফেতনা। অতঃপর সচ্ছলতার ফেতনা, যার ধূম্র (ধোঁয়া) আমার পরিবারস্থ দাবীকারী ব্যক্তির পদনিচ থেকে সৃষ্টি হবে। মনে মনে ভাববে, সে আমার খুব কাছের। অবশ্যই নয়। শুধু খোদাভীরুগণই আমার বন্ধু। অতঃপর পাঁজরের হাড় যেমন নিতম্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তেমনি সবাই একজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে (নেতা হিসেবে মেনে নেবে)। এরপর অন্ধকার ফেতনা। ফেতনাটি প্রতিটি মুসলমানের গালে চপেটাঘাত করবে। যখনি বলা হবে, শেষ, তখনি আরো বেড়ে যাবে। সে কালে সকালে ব্যক্তি মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে- (১) ঈমানের দল, যাতে কোন কপটতা থাকবে না। (২) নেফাকের দল, যেখানে কোন ঈমান থাকবে না। এরকম ঘটতে দেখলে ঐ দিন বা পরের দিন দাজ্জাল প্রকাশের অপেক্ষা কর।" (আবু দাউদ-৪২৪৪)

১০৩. একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! অচিরেই ঈসা বিন মারইয়াম-ন্যায়বান শাসকরূপে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। ক্রুস ভেঙ্গে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযরা

(টেক্স)-র বিধান রহিত করবেন। তাঁর জমানায় চারিদিকে ধন-সম্পদের জয়-জয়কার হবে। একটি মাত্র সেজদা তখন সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে।" অতঃপর আবু হুরায়রা নিম্নোক্ত আয়াতটুকু পাঠ করলেন- "আর আহলে-কিতাব (খৃষ্টান) দের মধ্যে যত শ্রেণি রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে।"

(সূরা নিসা-১৫৯) (বুখারী-৩২৬৪/মুসলিম-৪০৭)

১০৪. চন্দ্র-স্ফীতি

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "চন্দ্র-স্ফীতি কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন। এক দিনের চাঁদ দেখে মানুষ "এতো দুই দিনের চাঁদ মনে হচ্ছে..!" বলতে থাকবে।" (তাবরানী-৮৭৭)

১০৫. সকল মুসলমান শামে চলে যাবে

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "শামবাসী যখন বিনাশের সম্মুখীন হবে, তখন উম্মতের জন্য কোন কল্যাণ বাকী থাকবে না। আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদায় বিজয়ী থাকবে, কিয়ামত অবধি বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।" (তিরমিযী-২১৯২)

আবু দারদা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "বিশ্বযুদ্ধকালে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠাংশ শামের দামেস্ক শহরের আল-গুতা প্রান্তরে থাকবে।" (মুসনাদে আহমদ-২১৭৭৩)

বাহয বিন হাকীম, তার পিতা-পিতামহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন দিকে হিজরতের আদেশ দিবেন? নবীজী বললেন, ওই দিকে!! (হাত দিয়ে শামের দিকে ইশারা করলেন)"

(তিরমিযী-২১৯২)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, "এমন এক কাল আসবে, যখন সকল মুমিন-মুসলমান শামে গিয়ে মিলিত হবে।"

(ইবনে আবি শাইবা-১৯৪৪৫)

১০৬, ১০৭. মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে বৃহৎ যুদ্ধ, কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়

মুয়ায বিন জাবাল (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "জেরুজালেম স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদীনা বিনাশের নিদর্শন। মদীনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়। কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।" (আবু দাউদ-৪২৯৬)

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "তোমরা রোমক (খৃষ্টানদের) সাথে এক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করবে। অতঃপর তোমরা এবং খৃষ্ট সম্প্রদায় মিলে পেছনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে। সেখানে বিজয়ী হয়ে তোমরা প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী হবে। গণিমত বণ্টন শেষে প্রত্যাবর্তনকালে উঁচু টিলাবিশিষ্ট উপত্যকায় এসে পৌঁছলে-খৃষ্টানদের একজন তখন ক্রুস উঁচু করে "ক্রুসের বিজয় হয়েছে" বলতে থাকবে। এক মুসলমান তখন রাগান্বিত হয়ে ক্রুসকে ভেঙ্গে দেবে। খৃষ্ট সম্প্রদায় তখন চুক্তি ভঙ্গ করে মহাযুদ্ধের জন্য সমবেত হয়ে যাবে।"

অপর বর্ণনায়, "মুসলমান-ও তখন অস্ত্র বের করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। মুসলমানদের ঐ দলটিকে আল্লাহ শাহাদতের সুমহান মর্যাদায় ভূষিত করবেন।" (আবু দাউদ-৪২৯৪)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না রোমক (খৃষ্ট) সম্প্রদায় আমাক (মতান্তরে দাবেক) প্রান্তরে (শামের প্রসিদ্ধ হালব শহরের সন্নিকটে একটি স্থান, সেখানে-ই মহাযুদ্ধটি সংঘঠিত হবে) এসে একত্রিত হবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দামেস্ক শহর থেকে একদল শ্রেষ্ঠ মুসলমান বের হবে। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে রোমক সম্প্রদায় বলবে, তোমরা সরে যাও! ধর্মত্যাগীদেরকে আমরা হত্যা করতে এসেছি (বুঝা গেল, এর পূর্বে মুসলিম-খৃষ্ট আরো কতিপয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলমান সেখানে বিজয়ী হয়ে কিছু খৃষ্টানকে বন্দি করে নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে বন্দি খৃষ্টানরা মুসলমান হয়ে মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে) মুসলমানগণ তখন বলবে, (দ্বীনী) ভাইদেরকে আমরা কস্মিনকালেও তোমাদের হাতে তুলে দেব না। ফলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ (মুসলমান) পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে, এদের তওবা আল্লাহ

কখনো কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে আল্লাহ মহাবিজয় দান করবেন, কখনোই ফেতনা তাদের গ্রাস করতে পারবে না। সামনে এগিয়ে তারা কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় করবে। তরবারীগুলো বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে, হঠাৎ শয়তান তাদের মাঝে ঘোষণা করবে, "দাজ্জাল তোমাদের পরিবারগুলোকে ধাওয়া করেছে"। ঘোষণাটি মিথ্যে হলেও মুসলমানগণ-সকল যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হবে। তারা যখন শামে ফিরে আসবে, তখন ঠিক-ই দাজ্জাল বের হয়ে আসবে।"

অপর বর্ণনায়, "দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলমান সারিবদ্ধ হতে থাকবে। হঠাৎ ফজরের নামাযের ইকামত-কালে ঈসা বিন মারিয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবেন।" (মুসলিম-৭৪৬০)

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ত্যাজ্য ও যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টনের সুযোগ থাকবে না। অতঃপর শামের দিকে হাতে ইশারা করে বলতে লাগলেন, "ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে শত্রুসেনা সমবেত হবে। মুসলমান-ও তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে।" ইবনে মাসঊদ শত্রুসেনা বলতে রোমক উদ্দেশ্য করেছেন। প্রচন্ড যুদ্ধ বেধে যাবে। কেউ-ই ফিরে যেতে প্রস্তুত নয়। মুসলমান আত্মঘাতী বাহিনী পাঠাবে, শর্ত করবে, বিজয় না নিয়ে ফিরে আসা যাবে না। রাত অবধি যুদ্ধ করতে করতে বাহিনী শেষ হয়ে যাবে। কোন পক্ষেরই বিজয় হবে না। দ্বিতীয় দিন মুসলমান আরেকদল আত্মঘাতী বাহিনী পাঠাবে। তারাও সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এবার-ও কোন পক্ষের বিজয় হবে না। তৃতীয় দিন-ও এরকম হবে। চতুর্থ দিন সকল মুসলিম বাহিনী আল্লাহর নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমুল যুদ্ধ হবে, ইতিপূর্বে কখনো এমন যুদ্ধ ঘটেনি। শত্রুবাহিনীকে আল্লাহ পরাজিত করবেন। নিহতের সংখ্যা এত অধিক হবে যে, উড়ন্ত পাখি-লাশের দীর্ঘ স্তুপ অতিক্রম করতে গিয়ে নিজেই লাশ হয়ে পড়ে যাবে। একশ সন্তানের জনক মাত্র একজনকে ফিরে পাবে, নিরানব্বই জন-ই সেখানে মারা যাবে। এহেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ কিংবা ত্যাজ্য-সম্পদ নিয়ে আনন্দ উল্লাসের সুযোগ থাকবে না। মুসলিম বাহিনী ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামে থাকবে, হঠাৎ মহা-বিপদের ধ্বনি ভেসে আসবে, "দাজ্জাল তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ধাওয়া করছে।" শুনা মাত্র-ই

সকল সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে মুসলিম বাহিনী স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবে। পরিস্থিতি যাচাই করতে দশজন অশ্বারোহীকে তারা অগ্রে প্রেরণ করবে। নবীজী বলেন, “আমি ঐ দশজনকে তাদের নাম, পিতার নাম এমনকি অশ্বের ধরনসহ চিনি। তারা-ই সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী।” (মুসনাদে আহমদ-৪১৪৬/মুসলিম-৭৪৬৩)

আবু দারদা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী শামের প্রসিদ্ধ শহর দামেস্কের আল-গুতা প্রান্তরে অবস্থান করবে।”

কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হবে না। ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়েই তারা শহরের প্রধান স্থাপনাগুলো ভেঙ্গে দেবে। আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “একপ্রান্ত জলে, অপর প্রান্ত স্থলে- এমন শহরের কথা তোমরা শুনেছ? সবাই বলল, হ্যাঁ..! নবীজী বললেন, কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে বনী ইসহাকের সত্তর হাজার মুসলমান সেখানে যুদ্ধ করবে। তীর-তরবারী ব্যবহার করবে না; বরং-“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার-” ধ্বনির সাথে সাথে শহরের এক প্রান্ত ধ্বসে পড়বে (ছাউর বিন ইয়াযিদ বলেন, ঠিক স্মরণে নেই আমার, সম্ভবত স্থলভাগের শহরটি প্রথমে ধ্বসে পড়বে)। দ্বিতীয়বার-“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার-” ধ্বনি দিলে অপর প্রান্ত ধ্বসে পড়বে। তৃতীয়বার-“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার-” উচ্চারণ করলে শহরের প্রধান ফটক উন্মোক্ত হয়ে যাবে। মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনে ব্যস্ত থাকবে, এমন সময় বিপদের ধ্বনি ভেসে আসবে- “দাজ্জাল বের হয়ে গেছে”। সংবাদ শুনা মাত্রই তারা সবকিছু মাটিতে ফেলে রেখে চলে আসবে।”

(মুসলিম-৭৫১৭)

১০৮, ১০৯. ত্যাজ্য ও যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টনের সুযোগ থাকবে না

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ত্যাজ্য ও যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টনের সুযোগ থাকবে না।” কথাটি বলার সময় তিনি শামের দিকে হাতে ইশারা করেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ পূর্বোক্ত হাদিসে গত হয়েছে।

১১০. তীর-তলোয়ার এবং অশ্বের যুগ পুনঃ প্রত্যাবর্তন

পূর্বোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "মুসলিম বাহিনী ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামে থাকবে, হঠাৎ মহা বিপদের ধ্বনি ভেসে আসবে, "দাজ্জাল তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ধাওয়া করছে।" শুনা মাত্রই সকল সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে মুসলিম বাহিনী স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করবে। পরিস্থিতি যাচাই করতে দশজন অশ্বারোহীকে তারা অগ্রে প্রেরণ করবে। নবীজী বলেন, "আমি ঐ দশজনকে তাদের নাম, পিতার নাম এমনকি অশ্বের ধরনসহ চিনি। তারা-ই সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী।" (মুসলিম-৭৪৬৩)

১১১, ১১২. জনবসতিতে জেরুজালেম আবাদ, বসতি শূন্য হয়ে মদীনার বিনাশ

মুয়ায বিন জাবাল (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "জেরুজালেমে স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদীনা বিনাশের নিদর্শন। মদীনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিপোল বিজয়। কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।" অতঃপর নবীজী সাহাবীর ঘাড়ে হাত মেরে বললেন, তুমি এখানে বসে আছ যেমন সত্য, এগুলোর বাস্তবায়ন তেমনই সত্য।" (আবু দাউদ-৪২৯৬) বিনাশ বলতে এখানে- মদীনায় বসতি ও পর্যটক শূন্যতা উদ্দেশ্য।

অপর বর্ণনায় নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "বিশ্বযুদ্ধ, কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জাল প্রকাশ। তিনটি ঘটনা সাত মাস অন্তরন্তর ঘটে যাবে।" (তিরমিযী)

হাদিসে এসেছে, "সর্বোত্তম নগরী হওয়া সত্তেও মানুষ মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। এমনকি মদীনার মসজিদে কুকুর-শিয়াল ঢুকে পেশাব করবে, পরিষ্কার করার কেউ থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তাহলে মদীনার ফসল-ফলাদী কে ভোগ করবে হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী বললেন, পশু পাখি।" (মুআত্তা মালিক (রহঃ)

আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা (রদিঃ) এর হাদিসে এসেছে- তিনি বলেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদেরকে পদব্রজে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আনতে পাঠালেন। আমরা কিছু না পেয়ে খালি হাতে ফিরে এলাম। নবীজী আমাদের চেহারায় কষ্টের ছাপ দেখে দাড়িয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! এদের সার্বিক দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করবেন না! আমি অপারগ।

এদের নিজের উপর-ও করবেন না! তারা-ও অপারগ। সর্বসাধারণের উপর-ও ন্যস্ত করবেন না! আত্মসাৎ করে ফেলবে! অতঃপর নবীজী আমার মাথার উপর হাত রেখে বলতে লাগলেন, ওহে ইবনে হাওয়ালা! জেরুজালেমে যখন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবে, (মনে রেখো!) তখন ভূ-কম্পন, বিপদাপদ এবং বৃহৎ নিদর্শনগুলো কাছিয়ে গেছে। কেয়ামত তখন তোমার মাথা থেকে আমার হাত অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী।" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

১১৩. মদীনা থেকে সকল মুনাফিক নির্বাসন

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন মদীনার লোক নিকটাত্মীয়কে ডেকে বলতে থাকবে, চল! উন্নত শহরে চলে যাই! আধুনিক নগরিতে গিয়ে বসবাস করি!- অথচ মদীনা-ই তাদের জন্য সর্বোত্তম স্থান ছিল। আল্লাহর শপথ করে বলছি, মদীনা-বিরাগী হয়ে যখন-ই এখান থেকে কেউ চলে যাবে, আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম মানুষ দিয়ে মদীনা আবাদ করে দেবেন। মদীনা একটি পবিত্র ভূমি, কপট বিশ্বাসীদের এখানে কোন স্থান নেই। কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মদীনা সকল অনিষ্টকে বের করে দেবে, ঠিক যেমন কামারের হাপর লোহার আবর্জনাকে বের করে দেয়।" (মুসলিম-৩৪১৮)

১১৪. পর্বতমালা স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে

ছামুরা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পর্বতমালার স্থানচ্যুতি ঘটে। অদেখা বড় বিপদাপদ তখন তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে।"

(তাবরানী-৬৮৫৭)

১১৫. 'ক্বাহতান' গোত্র থেকে এক মান্যবর ব্যক্তির আবির্ভাব

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ক্বাহতান গোত্র থেকে একজন নেতার আবির্ভাব হবে। লাঠি দিয়ে সকল মানুষকে সে চালিয়ে নেবে।" (বুখারী-৬৭০০/মুসলিম-৭৪৯২)

১১৬. "জাহজাহ" নামক ব্যক্তির আবির্ভাব

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "দিন-রাত শেষ হবে না, যতক্ষণ না "জাহজাহ" নামক এক কৃতদাস নেতৃত্বে আসবে।" (মুসলিম-৭৪৯৩)

১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০. চতুষ্পদ জন্তু, জড়বস্তু, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে, বাড়ীতে কি হচ্ছে- উরুর মাংস মানুষকে এর সংবাদ দেবে

আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না চতুষ্পদ জন্তু, চাবুকের অগ্রভাগ এবং জুতার ফিতা-মানুষের সাথে কথা বলবে। বাড়ীতে পরিবার কি করছে, উরুর মাংস মানুষকে এর সংবাদ দেবে।" (তিরমিযী-২১৮১)

আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার পাশে জনৈক বেদুঈন মেষপাল চরাচ্ছিল। হঠাৎ এক শিয়াল মেষপালের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে একটি ছাগল ছানা ধরে ফেলে। বেদুঈন দৌড়ে বহু চেষ্টা করে ছানাটি শেয়ালের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। বেদুইন গোস্বায় শেয়ালকে অনেক গালমন্দ করতে থাকে। কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করে শেয়াল এক স্থানে লেজ বিছিয়ে বসে বলতে থাকে, আল্লাহর দেয়া রিযিক তুমি আমার মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছ? বেদুইন বলল, কি আশ্বর্য! শেয়াল কথা বলছে!! শেয়াল বলল, এর চেয়েও আশ্চর্যের সংবাদ আছে আমার কাছে! বেদুঈন জিজ্ঞেস করল, কী সেটা? শেয়াল বলল, দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল আছেন। তিনি পূর্বাপর সকল সুসংবাদ মানুষের কাছে বর্ণনা করছেন। শেয়ালের কথা শুনে বেদুইন দ্রুত মেষপাল নিয়ে মদীনায় চলে আসল। নবীজীর ঘরের দরজায় স্বজোরে আঘাত করতে লাগল। নবীজী তখন নামাযে ছিলেন। নামায শেষে নবীজী ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রাখাল বেদুঈন কোথায়? বেদুঈন দাঁড়িয়ে গেলে- নবীজী তাকে বললেন, যা শুনেছ, যা দেখেছ, সবার কাছে বর্ণনা কর! বেদুইন শেয়ালের কাহিনী সবাইকে শুনালে নবীজী বললেন, সে সত্যই বলেছে- কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে কতিপয় নিদর্শন প্রকাশ পাবে। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না,

যতক্ষণ না মানুষ ঘর থেকে বের হবে, "জুতার ফিতা, চাবুক বা লাঠি তাকে সংবাদ দেবে যে, ঘরে তার অনুপস্থিতিতে পরিবার কী করছে!" (মুসনাদে আহমদ-১১৮৫৯)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "জনৈক ব্যক্তি ষাঁড়ের কাঁধে মাল বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। ষাঁড় লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার সৃষ্টি কৃষি কাজের জন্য, মাল বোঝাইয়ের জন্য নয়! তা দেখে লোকেরা বলতে লাগল, বাহ্! ভারী আশ্চর্য তো!! ষাঁড় কথা বলছে দেখছি!! নবীজী বললেন, আমি, আবু বকর এবং উমর তা বিশ্বাস করি।" (মুসলিম-৬৩৩৪)

আল্লাহ পাক বলেন, "তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।" (সূরা ফাতির-১)

১২১, ১২২. ইসলাম ও মুসলমান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কাগজের পাতা এবং মানুষের অন্তর থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে

হুযাইফা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, অধিক পুরাতন হওয়ার ফলে কাপড়ের রঙ যেমন মিটে যায়, তেমনি ইসলাম-ও এক সময় মিটে যাবে। নামায কী, রোযা কী, হজ্ব কী, সাদকা কী..!! কেউ জানবে না। এক রাত্রিতে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। কোন আয়াত পৃথিবীতে থাকবে না। বয়োবৃদ্ধ মুষ্টিমের কিছু মুসলমান বাকী থাকবে। বলবে, বাপ-দাদাকে আমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলতে শুনেছি, তাই আমরাও বলছি।"

হুযায়ফা (রদিঃ) এর হাদিস শুনে আশপাশের সবার মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, হে হুযায়ফা! নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত জানে না, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দিয়ে কি হবে? হুযায়ফা তার কথা এড়িয়ে গেলেন। কয়েকবার জিজ্ঞেস করা হল। প্রতিবারই এড়িয়ে গেলেন। তৃতীয়বার বললেন, ওহে! পারলে ওদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!!"

(মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৪৬০/ইবনে মাজা-৪০৪৯)

১২৩. পরবর্তী লোকজন পূর্ববর্তীদেরকে গালমন্দ করবে

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার পরবর্তী উম্মত পূর্বপুরুষদেরকে গালমন্দ করবে, অভিশাপ দেবে।"

১২৪. আল্লাহর ঘরের দিকে মানুষের হজ্ব ত্যাগ

আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, " কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না কাবা ঘরের দিকে মানুষের হজ্ব বন্ধ হয়ে যায়।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৩৯৭)

আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ইয়াজূজ-মাজূজ ধ্বংস পরবর্তী সময়ে-ও কা'বা ঘরে মানুষ হজ্ব করতে আসবে।" (বুখারী-১৫১৬)

১২৫. কতিপয় আরব গোত্র-মূর্তি পূজায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দাউছ গোত্রীয় মহিলাদের নিতম্বগুলো "যিলখালাসা"র আশপাশে আন্দোলিত হতে থাকবে।" (বুখারী-৬৬৯৯/মুসলিম-৭৪৮২)

১২৬. কুরায়েশ বংশের বিলুপ্তি

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "সবচেয়ে দ্রুত নিঃশেষ হবে কুরায়েশ বংশ। এক পর্যায়ে মানুষ প্রাচীন পাদুকা দেখে বলতে থাকবে, এটা হয়ত কুরায়েশী পাদুকা!" (মুসনাদে আহমদ-৮৪১৮)

১২৭. জনৈক হাবশীর হাতে কা'বা ঘর ধ্বংস

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "হাবশীদেরকে আগেভাগে কিছু করতে যেয়ো না। কারণ, (যিস সুওয়াইকাতাইন) হাবশী ব্যক্তি-ই কা'বা ঘর ধ্বংস করে রত্ন-ভান্ডার নিয়ে যাবে।" (আবু দাউদ-৪৩১১)

ইবনে আব্বাস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মনে হচ্ছে- আমি যেন সেই কালো কুৎসিত-টাকে দেখতে পাচ্ছি- সে কা'বা ঘরকে খন্ড খন্ড করে ভেঙ্গে দিচ্ছে।" (বুখারী-১৫১৮)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "হাবশী (যিস সুওয়াইকাতাইন) কা'বার বিনাশ ঘটাবে। চাদর সরিয়ে সকল রত্ন-ভান্ডার লুট করবে। মনে হচ্ছে, আমি যেন সেই কেশহীন শীর্ণ কুৎসিত-টাকে দেখতে পাচ্ছি, সে কুঠার বেলচা দিয়ে পাথর ভেঙ্গে দিচ্ছে।" (মুসনাদে আহমদ-৭০৫৩)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “কা’বার রুকন ও মাক্বামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এক ব্যক্তির (ইমাম মাহদী) বায়আত নেয়া হবে। স্থানীয় লোকেরাই কা’বা ঘরের সম্মান নষ্ট করে নিরাপত্তাহীন করে তুলবে। এমনটি হয়ে গেলে আরবদের ধ্বংস কাছিয়ে যাবে। অতঃপর হাবশীরা এসে কা’বা ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে পরবর্তীতে আর কেউ তা নির্মাণ করতে পারবে না। হাবশীরা-ই কা’বা-র রত্ন-ভান্ডার লুট করবে।” (মুসনাদে আহমদ-৭৮৯৭)

১২৮. মুমিনের রূহ কব্জা করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবাতাস প্রেরণ

নাওয়াছ বিন ছামআন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দাজ্জাল ও তৎপরবর্তী নিদর্শনাবলী আলোচনার পর বলতে লাগলেন, “... অতঃপর আল্লাহ এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন। বাহুমূলের নিচে স্পর্শিত হয়ে সকল মুমিনের রূহ কব্জা করে নেবে। অতঃপর পৃথিবীতে শুধু সর্বনিকৃষ্ট ও পথে ঘাটে ব্যভিচারে অভ্যস্ত লোকেরা বেঁচে থাকবে। তাদের উপর-ই মহাপ্রলয় আবর্তিত হবে।” (বুখারী-মুসলিম-৭৫৬০)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “...অতঃপর শামের দিক থেকে আল্লাহ এক প্রকার শীতল হাওয়া প্রেরণ করবেন, অণু পরিমান ঈমানবাহী ব্যক্তির প্রাণকেও সে কব্জা করে নেবে। তোমাদের কেহ যদি সেদিন পাহাড়ের গহীন গুহায় অবস্থান করে, তবে শীতল হাওয়া সেখানেও তোমাদের খুজে বের করে রূহ কব্জা করে নেবে।” (মুসলিম-৭৫৬৮)

১২৯. মক্কা নগরীর বিল্ডিংগুলো পাহাড়-সম উঁচু করে নির্মাণ

ইবনে আবী শাইবা’র বর্ণনায় ইয়া’লা বিন আতা-আপন পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ)-এর বাহনের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন, ঐ সময় তোমাদের কী হবে, যখন তোমরা কাবা ঘর ধ্বংস করে দেবে, একটি প্রস্তর খন্ড-ও অবশিষ্ট রাখবে না!! তারা বলল, সেদিন কি আমরা ইসলাম ধর্মে থাকব? বললেন, হ্যাঁ.. তোমরা মুসলমান থাকবে। অতঃপর আরো সুন্দর করে নির্মাণ করা হবে। যখন দেখতে পাবে, মক্কা নগরীতে মাটি চিরে পার্শ্বকূপ (নলকূপ/পানি

চলাচলের আধুনিক পাপ লাইন ব্যবস্থা) নির্মিত হচ্ছে এবং ভবনগুলো পাহাড়সম উঁচু হয়ে গেছে, (মনে রেখো!) তখন মহা বিপদাপদ কাছিয়ে গেছে।” (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৩৭২৩২)

১৩০. কা'বা ঘরের দিকে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে যাবে

উবাইদুল্লাহ কিবতীয়্যা বলেন, হারেস, আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ান এবং আমি- তিনজন মিলে উম্মুল মুমেনীন উম্মে ছালামা (রদিঃ)-এর কাছে গেলাম। উভয়ে তাঁকে ধ্বসিত বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। ঐ সময় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং খলীফা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রদিঃ) এর মধ্যে প্রচন্ড সংঘাত চলছিল। হাজ্জাজের আগ্রাসণ ঠেকাতে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তখন কাবা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উম্মে ছালামা (রদিঃ) বলতে লাগলেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, “একজন আশ্রিত-কা'বা ঘরে আশ্রয় নেবে। তাকে হত্যার জন্যে বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। “বায়দা” প্রান্তরে পৌঁছা মাত্রই সম্পূর্ণ বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যাদেরকে জোরপূর্বক বাহিনীতে যুক্ত করা হয়েছে, তাদের কী দশা হবে? নবীজী বললেন, সবাইকে-ই ধ্বসে দেয়া হবে। হাশরে-নিয়ত অনুযায়ী সবার পুনরুত্থান হবে।” (মুসলিম-৭৪২১)

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রদিঃ) বলেন, একদা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিদ্রাবস্থায় কেমন যেন করছিলেন। (জাগ্রত হওয়ার পর) জিজ্ঞেস করলাম, এমন করছিলেন কেন হে আল্লাহর রাসূল? বললেন, “খুব-ই আশ্চর্যের বিষয়- আমার উম্মতের কিছু লোক কাবা ঘরে আশ্রিত কুরায়শী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্র সবাইকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। আমরা বললাম, পথে তো অনেক মানুষের সমাগম থাকে!! নবীজী বললেন, হ্যাঁ..! দর্শক, অপারগ এবং পথিক সকলকেই একত্রে ধ্বসে দেয়া হবে। তবে অন্তরিচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহ তাদের পুনরুত্থান করবেন।” (মুসলিম-৭৪২৬)

১৩১. ইমাম মাহদীর আবির্ভাব

শেষ জমানায় ফেতনার আধিক্য ঘটবে, অন্যায়-অত্যাচার মানুষের স্বভাবে পরিণত হবে, দুর্বল সবলকে গ্রাস করে নেবে, সমাজে অনিষ্ট ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব থাকবে। এতদসত্তেও মুমিনগণ প্রভাতের নতুন রবির আশায় বুক

বেঁধে থাকবেন, যা জুলুম-অত্যাচারের সকল আঁধারকে ভেদ করে প্রতিটি মুসলিমের ঘরে গিয়ে পৌঁছবে। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (ইমাম মাহদী)-র মাধ্যমে আল্লাহ পাক মুসলমানদের ঐক্যতাকে পুনরায় ফিরিয়ে দেবেন। আবারো মুসলমান এক কালেমার পতাকা তলে জড়ো হয়ে বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হবে। বিশ্বজুড়ে ইসলামের জয়গান বেজে উঠবে।

হাদীস দ্বারা প্রমাণ

ইবনে মাসঊদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “পৃথিবীর জীবন সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে-ই দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করে ছাড়বেন, তার নাম আমার নাম এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নাম সদৃশ হবে।” (তিরমিযী-২২৩০/আবু দাউদ-৪২৮৪)

আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “মাহদী আমার বংশধর। উজ্জল ললাট ও নত নাসিকা বিশিষ্ট। ন্যায় নিষ্ঠায় পৃথিবী ভরে দেবে, ঠিক যেমন ইতিপূর্বে অত্যাচার-অবিচারে ভরে গিয়েছিল। সাত বৎসর রাজত্ব করবে।” (আবু দাউদ-৪২৮৭)

ছয় মাস শাসনকার্য পরিচালনার পর পার্থিব কোন উদ্দেশ্য ছাড়া-ই হাসান (রদিঃ) সম্পূর্ণ খিলাফত মুআবিয়া (রদিঃ)-কে দিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে এক শাসকের অধীনে মুসলমান একতাবদ্ধ হয়ে যায়। মুমিনদের পারস্পরিক রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। হাদিসে আছে, “আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি কোন কিছু ত্যাগ করল, আল্লাহ তাকে এবং তার বংশধরকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন।” (আল মানারুল মুনীফ-১৫১)

ছাওবান (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “তোমাদের রত্ন-ভান্ডারের কাছে তিনজন খলীফা-সন্তান যুদ্ধ করতে থাকবে। কেউ-ই দখলে সফল হবে না। প্রাচ্য থেকে তখন একদল কালো ঝান্ডাবাহী লোকের আবির্ভাব হবে। তারা এসে তোমাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করবে।” ছাওবান বলেন, অতঃপর নবীজী কি যেন বললেন, আমার ঠিক স্মরণ নেই। এরপর নবীজী বললেন, “যখন তোমরা তা দেখতে পাবে, তখন তাঁর কাছে এসে বায়আত হয়ে যেয়ো! যদিও তা করতে তোমাদের হামাগুড়ি দিয়ে বরফের পাহাড় পাড়ি দিতে হয়..!!” (ইবনে মাজা-৪০৮৪)

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, “মাহদীকে প্রাচ্যের নিষ্ঠাবান একটি দলের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হবে। তারা মাহদীকে সহায়তা করবে এবং মাহদীর

রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের পতাকা-ও কালো বর্ণের হবে। এটা গাম্ভীর্যের প্রতীক। কারণ, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর পতাকা-ও কালো ছিল। নাম ছিল-উকাব। (আন-নিহায়া-২৭)

আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আমার শেষ উম্মতের মাঝে মাহদী প্রকাশ পাবে। আল্লাহ তাদের উপর কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করবেন। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গচ্ছিত সকল খনিজ সম্পদ উন্মোচিত হবে। ধন সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। গবাদিপশু বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের হারানো মর্যাদা ফিরে আসবে। সাত বা আট বছর সে রাজত্ব করবে।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৬৭৩)

অপর বর্ণনায়, "তার মৃত্যুর পর আর কোন কল্যাণ থাকবে না"

(মুসনাদে আহমদ-১১৩৪৪)

১। আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আমার শেষ উম্মতের মাঝে মাহদী প্রকাশ পাবে। আল্লাহ তাদের উপর কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করবেন। ভূ-পৃষ্ঠ গচ্ছিত সকল খনিজ সম্পদ উন্মোচন করে দেবে। ধন সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। গবাদিপশু বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের হারানো মর্যাদা ফিরে আসবে। সাত বা আট বছর তাঁর রাজত্ব হবে।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৪/৫৫৭-৫৫৮)

২। আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদেরকে মাহদী'র সুসংবাদ দিচ্ছি। ভূ-কম্পন ও মানুষের বিভেদকালে তার আগমন ঘটবে। ন্যায়-নিষ্ঠায় পৃথিবী ভরে দেবে, ঠিক যেমন অন্যায়-অবিচারে ভরে গিয়েছিল। আসমান-জমিনের অধিবাসীগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। ধন সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। "সুসম কী?" জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, "সমানভাবে"। আল্লাহ ন্যায়ের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে পূর্ণ করে দেবেন। এমনকি একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, "কারো কি সম্পদের প্রয়োজন আছে?" একজন দাঁড়িয়ে বলবে, দায়িত্বশীলকে বলো, মাহদী আমাকে সম্পদ দিতে বলেছে! দায়িত্বশীল বলবে, যা পার উঠাও! আঁচল ভরে স্বর্ণ-রৌপ্য উঠানোর সময় লজ্জিত হয়ে বলবে, আমি নিজেকে সবার চেয়ে শক্তিশালী মনে করতাম, কিন্তু আজ এগুলো বহন করতে অপারগ হয়ে গেছি। এ কথা বলে সবকিছু আবার দায়িত্বশীলকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে দায়িত্বশীল বলবে, এখানে প্রদত্ত মাল ফেরৎ নেয়া হয় না। এভাবেই মাহদীর রাজত্ব

সাত, আট বা নয় বছর পর্যন্ত থাকবে। মাহদীর পর জীবনে আর কোন কল্যাণ থাকবে না।" (আল মুসনাদ-৩/৩৭)

৩। আলী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মাহদী আমার বংশধর। এক রাত্রিতে আল্লাহ পাক তাকে নেতৃত্বের যোগ্য বানিয়ে দেবেন।" (আল মুসনাদ-২/৫৮)

৪। উম্মে সালামা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মাহদী আমার বংশে ফাতেমার সন্তানদের মধ্যে হবে।" (আবু দাউদ-১১/৩৭৩)

৫। জাবের (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মরিয়ম-তনয় ঈসা আসমান হতে অবতরণ করবেন। মুসলমানদের সেনা-প্রধান মাহদী তাকে স্বাগত জানিয়ে বলবে, আসুন! নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা বলবেন, না! (বরং তুমি-ই ইমামতি করো!) তোমাদের একজন অপরজনের নেতা। এই উম্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক মহা সম্মান।" (ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এর 'আল মানারুল মুনীফ' ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেন- হারেস বিন আবু উসামা স্বীয় মুসনাদে সবল সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

৬। আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মরিয়ম-তনয় ঈসা- যার পেছনে নামায আদায় করবেন, সে আমার উম্মতের-ই একজন সদস্য।" (আবু নুআইম 'কিতাবুল মাহদী'তে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

অর্থাৎ মাহদী নামাযের ইমামতি করবেন। মুসল্লীদের কাতারে ঈসা (আঃ) শামিল থাকবেন।

৭। ইবনে মাসউদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "পৃথিবীর জীবন সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম আমার নাম এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নাম সদৃশ হবে।" (তিরমিযী-২২৩০/আবু দাউদ-৪২৮৪)

৮। যির বিন আব্দুল্লাহ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার সম-নামী এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি মুসলমানদের নেতা হবে।" (মুসনাদে আহমদ-১/৩৭৬)

৯। আলী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "পৃথিবীর জীবন সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। ন্যায়-নিষ্ঠায় সে বিশ্বকে ভরে দেবে, ঠিক যেমন অন্যায়-অবিচারে ভরে গিয়েছিল।" (আবু দাউদ- ৪/১০৭)

আরো যে সকল হাদিস মাহদীর প্রতি পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে

১০। জাবের (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অচিরেই ইরাকবাসীর কাছে খাদ্যদ্রব্য ও রৌপ্যমুদ্রা সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে। আমরা বললাম, কাদের পক্ষ থেকে এরকম করা হবে? উত্তরে বললেন, অনারব।" অতঃপর বললেন, "অচিরেই শামবাসীর কাছে খাদ্যদ্রব্য ও স্বর্ণমুদ্রা সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে। কাদের পক্ষ থেকে করা হবে, প্রশ্নের উত্তরে বললেন, রোমক (খৃষ্টান)।" কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "আমার শেষ উম্মতের মাঝে একজন খলীফার আবির্ভাব ঘটবে, বে-হিসাব মানুষের মাঝে সে সম্পদ বিলি করবে।"

বর্ণনাকারী-আবু নাযরা ও আবুল আ'লাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আপনারা কি উমর বিন আব্দুল আজীজ (রহঃ)-কে সেই খলীফা মনে করেন? তারা বললেন, না!!" (মুসলিম)

১১। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রদিঃ) বলেন, একদা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিদ্রাবস্থায় কেমন যেন করছিলেন। (জাগ্রত হওয়ার পর) জিজ্ঞেস করলাম, এমন করছিলেন কেন হে আল্লাহর রাসূল? বললেন, "খুব-ই আশ্চর্যের বিষয়- আমার উম্মতের কিছু লোক কা'বা ঘরে আশ্রিত কুরায়শী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্র সবাইকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। আমরা বললাম- পথে তো অনেক মানুষের সমাগম থাকে!! নবীজী বললেন, হ্যাঁ..! দর্শক, অপারগ এবং পথিক সকলকেই একত্রে ধ্বসে দেয়া হবে। তবে অন্তরিচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহ পাক তাদের পুনরুত্থান করবেন।" (মুসলিম-৭৪২৬)

১২। আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কা'বার রুকন ও মাক্বামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এক ব্যক্তির (ইমাম মাহদী) বায়আত নেয়া হবে। স্থানীয় লোকেরা-ই কা'বা ঘরের সম্মান নষ্ট করে নিরাপত্তাহীন করে তুলবে। আরবদের বিনাশ তখন

কাছিয়ে যাবে। অতঃপর হাবশীরা এসে কা'বা ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে পরবর্তীতে আর কেউ তা নির্মাণ করতে পারবে না। হাবশীরা-ই কা'বার রত্ন-ভান্ডার লুট করবে।" (মুসনাদে আহমদ-৭৮৯৭)

১৩। আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কেমন হবে- যখন তোমাদের মাঝে মরিয়ম-তনয় ঈসা অবতরণ করে তোমাদের-ই একজনের পেছনে ফজরের নামায আদায় করবেন..?!!" (মুসলিম-৪০৯)

১৪। জাবের (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের একদল মুজাহিদ কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুদের উপর বিজয়ী থাকবে। এক পর্যায়ে মরিয়ম-তনয় ঈসা আসমান হতে অবতরণ করলে তাদের সেনাপতি বলবে, আসুন! নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা বলবেন, না! তোমাদের একজন অপরজনের নেতা (তুমি-ই ইমামতি করো!) আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য এ এক বিরাট সম্মান!!" (মুসলিম-৪১২/মুসনাদে আহমদ-১৫১৬৭)

১৫। উম্মুল মুমেনীন হাফসা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কা'বা ঘরে আশ্রিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনীর আগমন হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্র বাহিনীর মধ্যভাগ ধ্বসে দেয়া হবে। সম্মুখ ভাগ পেছন ভাগের সেনাদেরকে ডাকাডাকি করতে থাকবে। পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বাহিনীকে ধ্বসে দেয়া হবে। ফলে সংবাদ বাহক (একজন) ছাড়া আর কেউ নিস্তার পাবে না।" (মুসলিম-৭৪২৩)

১৬। উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র বিরোধ সৃষ্টি হবে। মদীনার একজন লোক তখন পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে। মক্কার লোকেরা তাকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্তেও রুকন এবং মাক্কামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে বায়আত গ্রহণ করবে। বায়আতের খবর শুনে শামের দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি বায়দা প্রান্তরে তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। বাহিনী ধ্বসের সংবাদ শুনে শাম ও ইরাকের শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ মক্কায় এসে রুকন ও মাক্কামে ইবরাহীমের মাঝামাঝিতে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। অতঃপর বনু কালব সম্বন্ধিয় এক কুরায়শীর আবির্ভাব হবে। শামের দিক থেকে সে বাহিনী প্রেরণ করবে। মক্কার নবউত্থিত মুসলিম বাহিনী তাদের উপর বিজয়ী হয়ে প্রচুর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ অর্জন করবে।

সেদিন বনু কালবের সর্বনাশ ঘটবে। যে বনু কালব থেকে অর্জিত সম্পদ প্রত্যক্ষ করেনি, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত। অতঃপর মানুষের মাঝে তিনি সম্পদ বণ্টন করবেন। নববী আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাবেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইসলাম সেদিন ভূ-পৃষ্ঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। সাত বৎসর এভাবে রাজত্ব করে তিনি ইন্তেকাল করবেন, মুসলমানগণ তার জানাযায় শরীক হবে।" (আবু দাউদ-৪২৮৮) অপর বর্ণনায়, "নয় বৎসর"।

প্রকৃত ইমাম মাহদী যাচাইয়ে করণীয়

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ঝট করে মাহদীত্ব দাবী করলেই তাকে মাহদী বলে মেনে নেয়া হবে না। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সাথে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি নিদর্শন জুড়ে দিয়েছেন। এ সকল নিদর্শন যথাযথ প্রমাণিত হলে বিনা দ্বিধায় তাকে আমরা ইমাম মাহদী বলে মেনে নেব–

* প্রকৃত ইমাম মাহদী কখনো মাহদীত্বের দাবী করবে না। বায়আতের জন্য মানুষকে ডাকবে না। বরং মানুষ তাকে খুঁজে বের করে জোরপূর্বক বায়আত নেবে।

* নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর নামের সাথে সম্পূর্ণ মিল থাকবে (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ)।

* তাঁর বংশ-সূত্র হাসান বিন আলী (রদিঃ)-এর সাথে গিয়ে মিলবে।

* হাদিসে বর্ণিত দৈহিক গুণাগুণের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে (উজ্জল ললাট, সরু নাসিকা..)।

প্রকাশকালে প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ হবে

* জনৈক খলীফার মৃত্যু নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হবে।

* পাপাচার-অবিচারে ভূ-পৃষ্ঠ ভরে যাবে। তিন রাজপুত্র- কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই করতে থাকবে।

* ইমাম মাহদী সৎ, নিষ্ঠাবান ও খোদাভীরু হবেন। শরীয়ত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী হবেন।

* মক্কায় আত্মপ্রকাশ করবেন। রুকন এবং মাক্বামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে বায়আত নেবেন।

* মাহদীকে হত্যার জন্য শামের দিক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি বায়দা মরুস্থলে সম্পূর্ণ বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে যাবে।

একনজরে বৃহত্তম নিদর্শন

১. দাজ্জালের আবির্ভাব
২. আসমান হতে ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ
৩. ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব
৪,৫,৬. তিনটি বৃহৎ ভূমিধ্বস
৭. ধুম্র
৮. অদ্ভুত প্রাণী
৯.পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়
১০. হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি

১ নং বৃহত্তম আলামত
দাজ্জাল

* যে সকল হাদিসে দাজ্জাল আবির্ভাবকে কেয়ামতের বৃহত্তম নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

হুযাইফা বিন উছাইদ গিফারী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে নাঃ ধূম্র (ধোঁয়া), দাজ্জাল, অদ্ভুত প্রাণী, পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়... ।" (মুসলিম-৭৪৬৭)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের তিনটি নিদর্শন- প্রকাশের পর নতুন কারো ঈমান গ্রাহ্য হবে না, যদি না পূর্বে থেকে ঈমান এনে সৎকর্ম করে থাকে।" (মুসলিম-৪১৭)

* দাজ্জালের ফেতনা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ও সুপরিসর ফেতনা

ইমরান বিন হুছাইন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আদম (আঃ) সৃজন থেকে নিয়ে কেয়ামত অবধি দাজ্জালের ফেতনা অপেক্ষা বৃহৎ ও সুপরিসর ফেতনা দ্বিতীয়টি হবে না।" (মুসলিম-৭৫৮২)

ইবনে উমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মানুষের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, "আমার পূর্বে যত নবী পৃথিবীতে এসেছেন, সবাই

এ সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন, আমিও তোমাদের সতর্ক করছি। তবে দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের এমন তথ্য দিচ্ছি, যা ইতিপূর্বে কোন নবী দেননিঃ মনে রেখো! দাজ্জাল কানা হবে। কিন্তু আল্লাহ পাক কানা নন।”

(বুখারী-২৮৯২)

নাওয়াছ বিন ছামআন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “দাজ্জাল ছাড়া আর-ও একটি বিষয়ে আমি তোমাদের উপর অতি-শঙ্কিত। তবে দাজ্জাল যদি আমার বর্তমানে বের হয়, তবে তোমাদের হয়ে আমি-ই তার মুকাবেলা করব। আমার পর যদি বের হয়, তবে প্রতিটি মুমিন নিজে-ই তার মুকাবেলা করবে। প্রতিটি মুসলমানের জন্য আল্লাহকে আমি প্রতিনিধি বানিয়ে গেলাম।” (মুসলিম-৭৫৬০)

দাজ্জালের পূর্বে বিশ্ব পরিস্থিতি

নাফে’ বিন উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “অচিরেই তোমরা আরব উপদ্বীপ যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর পারস্যের (তৎকালীন ইরান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর রোমানদের (তুরস্ক তথা বাইযাইন্টাইন বাহিনীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। পরিশেষে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।” (মুসলিম-৭৪৬৬)

মুয়ায বিন জাবাল (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “জেরুজালেমে জনবসতি বৃদ্ধি মানে মদীনার বিনাশ। মদীনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়। কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আবির্ভাব।”

দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বে মুসলমান এবং রোমান খৃষ্টানদের মধ্যে বড় ধরনের কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আল্লাহর রহমতে মুসলমানগণ চূড়ান্ত বিজয়ার্জন করবেন।

যি মিখমার (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “রোমান (খৃষ্টান)-দের সাথে তোমরা শান্তিচুক্তি করবে। অতঃপর তোমরা এবং তারা মিলে পেছনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রচুর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ অর্জন করবে। সম্পদ বণ্টন শেষে ফিরতি পথে যখন

তোমরা উঁচু ভূমিতে অবতরণ করবে, তখন এক খৃষ্টান ক্রুস তুলে ধরে- "ক্রুসের বিজয় হয়েছে, ক্রুসের বিজয় হয়েছে" বলতে থাকলে এক মুসলমান গোস্বায় ক্রুস ভেঙ্গে ফেলবে। আর তখনই খৃষ্ট সম্প্রদায় চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।" (আবু দাউদ-৪২৯৪) অপর বর্ণনায়, "অতঃপর মুসলমানরা-ও হাতে অস্ত্র তুলে নেবে। তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলমানদের ঐ দলটিকে আল্লাহ শাহাদাতের সুমহান মর্যাদায় ভূষিত করবেন।"

বিস্তারিত প্রেক্ষাপট অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না রোমক (খৃষ্ট) সম্প্রদায় আ'মাক (মতান্তরে দাবেক) প্রান্তরে (শামের প্রসিদ্ধ হালব শহরের সন্নিকটে একটি স্থান, সেখানেই মহাযুদ্ধটি সংঘটিত হবে) এসে একত্রিত হবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দামেস্ক শহর থেকে একদল শ্রেষ্ঠ মুসলমান বের হবে। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে রোমক সম্প্রদায় বলবে, তোমরা সরে যাও! ধর্মত্যাগীদেরকে আমরা হত্যা করতে এসেছি (বুঝা গেল, এর পূর্বে মুসলিম-খৃষ্ট আরো কতিপয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলমানগণ সেখানে বিজয়ী হয়ে কিছু খৃষ্টানকে বন্দি করে নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে বন্দি খৃষ্টানরা মুসলমান হয়ে মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে) মুসলমান তখন বলবে, (দ্বীনী) ভাইদেরকে কস্মিনকালেও তোমাদের হাতে তুলে দেব না। ফলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ (মুসলমান) পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে, এদের তওবা আল্লাহ কখনো কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে আল্লাহ মহা-বিজয় দান করবেন, ফেতনা কখন-ই এদের গ্রাস করতে পারবে না। সামনে এগিয়ে তারা কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় করবে। তরবারীগুলো বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে, হঠাৎ শয়তান তাদের মাঝে ঘোষণা করবে, "দাজ্জাল তোমাদের পরিবারগুলোকে ধাওয়া করেছে"। ঘোষণাটি মিথ্যে হলেও মুসলমান যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হবে। শামে ফিরে আসার পর সত্যি-ই দাজ্জাল বের হয়ে আসবে।" (মুসলিম-৭৪৬০)

দাজ্জাল প্রকাশ-পূর্ব আরো কতিপয় ঘটনাবলী

আবু উমাম বাহেলী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "দাজ্জালের পূর্বে তিনটি মহা দুর্ভিক্ষময় বৎসর অতিবাহিত হবে। প্রাকৃতিক সকল খাদ্যোপকরণ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ প্রচন্ড খাদ্যাভাবে পড়ে যাবে। প্রথম বৎসর আল্লাহ আসমানকে এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে এক তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। দ্বিতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে দুই তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। তৃতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে সম্পূর্ণ বৃষ্টি এবং জমিনকে সম্পূর্ণ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। ফলে এক ফোটা বৃষ্টি-ও বর্ষিত হবে না। একটি শস্য-ও অঙ্কুরিত হবে না। আল্লাহ চাহেন তো মুষ্টিমেয় ছাড়া সকল ছায়াদার বস্তু ধ্বংসের মুখে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গাছ, পালা ও বৃক্ষকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)। সেদিন তাহলে মানুষ কি খেয়ে জীবন ধারণ করবে হে আল্লাহর রাসূল?" প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন, তাকবীর (আল্লাহু আকবার পাঠ) এবং তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ পাঠ)-মানুষের পাকস্থলিতে খাদ্যের কাজ দেবে।" (সুনানে ইবনে মাজা-৪০৭৭)

প্রকাশ-স্থল

আবু বকর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাছান এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। স্থূল বর্ম সদৃশ চেহারা-ধারী কিছু প্রজাতি তার অনুসারী হবে।" (তিরমিযী-২২৩৭)

দাজ্জালের প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রসিদ্ধি (আল্লাহই ভাল জানেন) শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন স্থান থেকে হবে। নাওয়াছ বিন ছামআন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "সে (দাজ্জাল) শাম এবং ইরাকের মধ্যবর্তী একটি সড়ক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।" (মুসলিম-৭৫৬০)

দাজ্জাল ও তার গুপ্তচরের কাহিনী

আমের বিন শুরাহিল থেকে বর্ণিত, তিনি ফাতেমা বিনতে কায়েস (রদিঃ)-কে বললেন, সরাসরি নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে শুনেছেন, এমন একটি হাদিস আমাকে শুনান! ফাতেমা (রদিঃ) বললেন, আমার কাছে সেরকম হাদিস-ই আছে! বর্ণনাকারী বললেন, তাহলে শুনান!

বলতে লাগলেন, "একদা মুয়াজ্জিনের "নামায দাঁড়িয়েছে" ঘোষণা শুনে মসজিদে গেলাম। পুরুষদের পেছনে মহিলাদের কাতারে দাঁড়িয়ে নবীজীর ইমামতিতে আমরা নামায আদায় করলাম। নামায শেষে মৃদু হাসি নিয়ে নবীজী মিম্বরে বসলেন।

* বললেন, সবাই নিজ নিজ স্থানে বসে থাক! কিছুক্ষণ পর বললেন, বুঝতে পেরেছ? কী জন্য তোমাদের বসতে বলেছি!!

* সবাই বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল-ই বেশি জানেন!!

* বললেন, আল্লাহর শপথ! কোন উৎসাহ বা ভীতিপ্রদর্শনের জন্য তোমাদের বসতে বলিনি। তামিম দারী একজন খৃষ্টান ছিল। এখানে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। মাছীহ দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের কাছে যা বলতাম, সে-ও আমাকে সে রকম কিছু কথা শুনিয়েছে। বলেছে, একদা লাখম ও জুযাম গোত্রদ্বয়ের কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে সে সমুদ্র ভ্রমণে বের হয়। অতঃপর সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এক মাস পর্যন্ত ঢেউ তাদের নিয়ে খেলা করতে থাকে। অবশেষে একদিন সূর্য প্রস্থানের সময় তাদের জাহাজটি এক অচীন দ্বীপে গিয়ে ভিড়ে। জাহাজ থেকে অবতরণ মাত্রই এক অদ্ভূত প্রাণীর সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটে। চুল দিয়ে সারা গা ঢাকা থাকায় সামনে-পেছনে বুঝা যাচ্ছিল না।

* তারা বলল, কপাল পুড়ুক তোর! কে তুই?

* প্রাণীটি বলল, আমি হলাম গুপ্তচর!

গুপ্তচর মানে?

এত কিছু জেনে তোমাদের লাভ নেই! ওই জনশুন্য প্রান্তরে এক ব্যক্তি অধিক আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করছে। যাও! তার সাথে গিয়ে সাক্ষাত কর!

* তামীম বলল, অতঃপর শয়তান মনে করে আমরা তার থেকে কেটে পড়লাম। জনশূন্য প্রান্তরে (দুর্গ সদৃশ) গিয়ে দেখি এক মহা মানব। দু-হাত ঘাড় পর্যন্ত এবং দু-হাটু থেকে পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত লোহার শিকলে বাঁধা। এমন সুবিশাল মানব এবং শক্ত বাঁধনযুক্ত ব্যক্তি ইতিপূর্বে কোনদিন আমরা দেখিনি।

* বললাম, ধ্বংস হোক তোর! কে তুই!

* অতিমানব বলল, এসেই্ যখন পড়েছ! তবে অচিরেই জানতে পারবে। আগে বল, তোমরা কারা?

* আমরা আরব্য জাতি। নৌ ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। ঝড়ের কবলে পড়ে দীর্ঘ এক মাস দিকভ্রান্ত থাকার পর অবশেষে জাহাজ এই দ্বীপে এসে ভিড়েছে। জাহাজের নিকটেই আমরা বসেছিলাম। হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রাণীর দেখা মিলল। সে নিজের পরিচয় গোপন রেখে তোর কাছে আসতে বলল। তুই নাকি আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিস!

* অতিমানব বলল, বাইছান এলাকার খেজুর বাগানের কী অবস্থা?

* মানে?

* অর্থাৎ বৃক্ষগুলি থেকে কি এখনো খেজুর হয়?

* বললাম, হ্যাঁ....!

* অচিরেই খেজুর বন্ধ হয়ে যাবে!

* অতিমানব বলল, বুহাইয়া তাবারিয়ার কী অবস্থা?

* মানে?

* গেন লেকে কি এখনো পানি আছে?

* হ্যাঁ..! ওখানে প্রচুর পানি!

* অচিরেই সেই পানি চলে যাবে।

* অতিমানব বলল, যুগার ঝর্ণার কী অবস্থা?

* মানে?

* ঝর্ণায় কি আদৌ পানি অবশিষ্ট আছে? নাকি শুকিয়ে গেছে! স্থানীয় লোকেরা কি চাষাবাদের জন্য ঝর্ণার পানি ব্যবহার করতে পারে?

* হ্যাঁ...! ওই ঝর্ণা থেকে প্রচুর পানি প্রবাহিত হয়। স্থানীয়রা চাষাবাদে সে পানি ব্যবহার করে থাকে।

* অতিমানব বলল, আরবের শেষনবী সম্পর্কে আমাকে বল! সে কী কী করেছে!!

* বললাম, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন।

* আরব জাতি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি?

* হ্যাঁ...! করেছে।

* ফলাফল কী?

* আশপাশের আরবদের উপর তিনি বিজয়ী হয়েছেন। সবাই তার অনুসরণে এগিয়ে আসছে।

* বাস্তবেই এমনটি হয়ে গেছে!

* হ্যাঁ..!

* তাঁকে অনুসরণের মাঝেই আরবের কল্যাণ নিহিত।
* মহা মানব বলল, আমি এখন নিজের পরিচয় দিচ্ছি। শুন! আমি হলাম মাছীহ দাজ্জাল! অচিরেই আমাকে বাঁধন মুক্ত করা হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনে সারাবিশ্ব ভ্রমণ করব। তবে মক্কা এবং তাইবা'য় আমাকে ঢুকতে দেয়া হবে না। যখনই এলাকাদ্বয়ে ঢুকতে চাইব, তরবারী হাতে ফেরেশতা আমাকে ধাওয়া করবে। সেদিন মক্কা-মদীনার প্রতিটি সড়কে ফেরেশতারা প্রহরী থাকবে।

দীর্ঘ হাদিসটি বর্ণনার পর লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করে নবীজী বলতে লাগলেন, "এটাই হচ্ছে তাইবা নগরী, এটাই হচ্ছে তাইবা নগরী, এটাই হচ্ছে তাইবা নগরী (অর্থাৎ মদীনার অপর নাম তাইবা)! আমি কি তোমাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করতে পেরেছি?!! সকলেই একবাক্যে বলল, হ্যাঁ..! অতঃপর নবীজী বললেন, দাজ্জাল সম্পর্কে আমি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করতাম, অনেকাংশেই তা তামিম দারীর ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মনে রেখো! দাজ্জাল হয়ত এখন শামের সাগরে আছে অথবা ইয়েমেনের সাগরে আছে; না..! বরং সে পূর্বদিকে আছে... পূর্বদিকে আছে.... পূর্বদিকে আছে...!!! (পূর্বদিকে হাতে ইশারা করছিলেন)।" বর্ণনাকারী ফাতেমা (রদিঃ) বলেন, নবীজীর এই হাদিসটি আমি উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি!!" (মুসলিম-৭৫৭৩)

দাজ্জালের আবির্ভাব, কিছু প্রাসঙ্গিক লক্ষণ...

আরব-জাতি হ্রাস

উম্মে শারীক থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, "দাজ্জালের ভয়ে মানুষ সুদূর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। জিজ্ঞেস করলাম, আরব-জাতি সেদিন কোথায় থাকবে হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী বললেন, তারা তো সেদিন যৎসামান্য..!!" (মুসলিম-৭৫৮০)

বিশ্বযুদ্ধ এবং কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়

মুয়ায বিন জাবাল (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "জেরুজালেমে স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদীনা বিনাশের নিদর্শন। মদীনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়। কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আবির্ভাব।" (মুসনাদে আহমদ-২২১৭৪)

আরো কিছু বিজয়

নাফে’ বিন উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “অচিরেই তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর পারস্যের (তৎকালীন ইরান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর রোমানদের (তুরস্ক তথা বাইযাইন্টাইন বাহিনীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। পরিশেষে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।” (মুসলিম-৭৪৬৬)

ফেতনার আধিক্য এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এক দীর্ঘ হাদিসে বলেন, “...অতঃপর সচ্ছলতার ফেতনা, যার ধূম্র আমার পরিবারস্থ দাবীকারী ব্যক্তির পদনিচ থেকে সৃষ্টি হবে। মনে মনে ভাববে, সে আমার খুব কাছের। অবশ্যই নয়। শুধু খোদাভীরু ব্যক্তিরা-ই আমার বন্ধু। অতঃপর পাঁজরের হাড় যেমন নিতম্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তেমনি সবাই একজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে (নেতা হিসেবে মেনে নেবে)। অতঃপর অন্ধকার ফেতনা, ফেতনাটি উম্মতের প্রতিটি সদস্যের গালে চপেটাঘাত করবে। যখনি বলা হবে, শেষ, তখনি আরো বেড়ে যাবে। সে কালে সকালে ব্যক্তি মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ দু’টি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে- ১. ঈমানের দল, যেখানে কোন কপটতা থাকবে না। ২. নেফাকের দল, যেখানে কোন ঈমান থাকবে না। এরকম ঘটতে দেখলে ঐ দিন বা পরের দিন দাজ্জাল প্রকাশের অপেক্ষা কর।” (আবু দাউদ-৪২৪৪)

প্রায় ত্রিশজনের মত মিথ্যুকের আত্মপ্রকাশ

ছামুরা বিন জুন্দুব (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশ জনের মত মিথ্যুকের আত্মপ্রকাশ ঘটে, এদের সর্বশেষ জন হচ্ছে কানা দাজ্জাল। তার বাম চোখটি সম্পূর্ণ মোচ্ছিত হবে।” (মুস্তাদরাকে হাকিম-১২৩০)

ভ্রমণ-গতি

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে দাজ্জালের গতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “বাতাসে তাড়িত মেঘমালার ন্যায়”।

(মুসলিম-৭৫৬০)

দাজ্জাল বিশ্বের প্রতিটি শহরে, প্রতিটি অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছবে

জাবের (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "দ্বীনের দুরাবস্থা এবং চরম মূর্খতা-যুগে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। পৃথিবীতে তার অবস্থান-মেয়াদ হবে চল্লিশ দিন। প্রথম দিনটি এক বৎসর, দ্বিতীয় দিনটি এক মাস, তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহ এবং অবশিষ্ট (৩৭) দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের মত হবে। দুই কানের মাঝে চল্লিশ গজের ব্যবধান, এমন গাঁধায় সে আরোহণ করবে। মানুষের কাছে এসে বলবে, "আমি তোমাদের পালনকর্তা!" (অথচ আল্লাহ- কানা নন!) তার দুই চোখের মাঝে كفر (কাফের) লেখা থাকবে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মুমিন সেটি পড়তে পারবে। মক্কা-মদীনা ছাড়া প্রতিটি শহরে-প্রান্তরে সে পৌঁছবে। মক্কা-মদীনার প্রতিটি দরজায় সেদিন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সমন্বয়ে প্রহরী নিযুক্ত করবেন।" (মুসনাদে আহমদ-১৪৯৯৭)

যে সকল স্থানে দাজ্জালের আগমন ঘটবে

আনাছ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, " মক্কা-মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জাল গিয়ে পৌঁছবে না।" (মুসলিম-৭৫৭৭)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মদীনার দরজায় সর্বদা ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে, দাজ্জাল এবং মহামারী মদীনায় ঢুকতে পারবে না। (বুখারী-৬৭১৪)

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মদীনার উদ্দেশ্যে পূর্বদিক থেকে দাজ্জাল আসবে, এমনকি উহুদ পাহাড়ের অপর প্রান্তে সে অবস্থান নেবে।" (মুসলিম-৭৪১৭)

অপর বর্ণনায়, "উহুদ পর্বতের চূড়ায় উঠে মসজিদে নববীর দিকে তাকিয়ে অনুসারীদের বলবে, তোমরা কি ঐ সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছ? (অর্থাৎ মসজিদে নববী) অতঃপর ফেরেশতারা তার চেহারাকে শামের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন। সেখানেই তার বিনাশ ঘটবে।" (মুসলিম)

মিহজান বিন আদরা' (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা ভাষণকালে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলছিলেন, "পরিত্রাণ দিবস! পরিত্রাণ দিবস! পরিত্রাণ দিবস!, জিজ্ঞেস করা হল, পরিত্রাণ দিবস কি হে আল্লাহর রাসূল? বললেন, দাজ্জাল এসে উহুদ পর্বতে উঠে মদীনার দিকে তাকিয়ে অনুসারীদের বলবে, "তোমরা কি ঐ সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছো? এটি

আহমদের মসজিদ!" অতঃপর মদীনায় ঢুকতে চাইলে প্রবেশপথে তরবারী হাতে ফেরেশতাদের দাঁড়ানো দেখবে। হতাশ হয়ে "জুরুফ" এর মৃতভূমিতে গিয়ে স্বজোরে ভূমিতে আঘাত করবে। মদীনায় তখন তিনটি ভূ-কম্পন অনুভূত হবে। সকল পাপিষ্ঠ এবং মুনাফিক সেদিন মদীনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের সাথে চলে যাবে। সেটাই পরিত্রাণ দিবস!"

(মুসনাদে আহমদ-১৮৯৭৫)

দাজ্জালের ফেতনা

নমুনা-১ ঃ হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "দাজ্জালের সাথে স্বরচিত জান্নাত-জাহান্নাম থাকবে। সুতরাং তার জাহান্নাম হবে প্রকৃত জান্নাত এবং জান্নাত হবে প্রকৃত জাহান্নাম।" (মুসলিম-৭৫৫১)

অপর বর্ণনায়, "দাজ্জালের সাথে পানি এবং আগুন থাকবে। সুতরাং তার পানি হবে প্রকৃত আগুন এবং আগুন হবে ঠান্ডা পানি।"

(বুখারী-৬৭১১/মুসলিম-৭৫৫৩)

আরো বলেন, "আমি ভাল করেই জানি, দাজ্জালের সাথে কী থাকবে! তার সাথে দু'টি নদী থাকবে। দেখতে একটিকে সাদাপানি এবং অপরটিকে জ্বলন্ত আগুনের মত মনে হবে। তোমরা যদি দাজ্জালকে পেয়ে যাও, তবে তার আগুনে ঝাপ দিয়ে দিও!!" (মুসলিম-৭৫৫২)

অপর বর্ণনায়, "চোখ বন্ধ করে আগুনের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে পান করতে থেকো! কারণ, সেটি ঠান্ডা পানি।" (মুসলিম-৭৫৫২)

নমুনা-২ ঃ নাওয়াছ বিন ছামআন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, দাজ্জাল একদল লোকের কাছে এসে প্রভুত্বের দাবী করবে। লোকেরা তার দাবী মেনে নিলে দাজ্জাল আসমানকে বৃষ্টি দিতে বলবে, আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমিকে ফসল দিতে বলবে, জমি ফসল উদগত করবে। তাদের গবাদিপশু-গুলো চারণভূমি থেকে মোটাতাজা এবং দুধে পূর্ণ হয়ে ফিরবে। অতপর দাজ্জাল অপর একদল লোকের কাছে এসে প্রভুত্বের দাবী করবে। লোকেরা তা প্রত্যাখ্যান করলে তাদের জমিগুলো অনুর্বর হয়ে যাবে, গবাদিপশুগুলো মরে যাবে। দাজ্জাল মৃতজমিতে গিয়ে বলবে, হে ভূমি! তুমি তোমার গুপ্ত রত্নভান্ডার প্রকাশ করে দাও! তখন মৌমাছির ঝাপের মত সকল রত্নভান্ডার বের হয়ে আসবে।" (মুসলিম-৭৫৬০)

নমুনা-৩ ঃ দাজ্জাল বেদুইনের কাছে এসে বলবে, "ওহে বেদুইন! আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দিই, তবে আমাকে প্রভু বলে মেনে নিতে তোমার কোন আপত্তি থাকবে? বেদুইন বলবে, না!! অতঃপর দু-জন শয়তান তার পিতা-মাতার আকৃতি ধারণ করে তাকে বলবে, ওহে বৎস! একে অনুসরণ কর! সে তোমার প্রভু!!" (সুনানে ইবনে মাজা-৪০৭৭)

নমুনা-৪ ঃ দাজ্জাল এক তরুণকে ডেকে এনে তরবারী দিয়ে দু-টুকরা করে দেবে। মানুষকে বলবে, ওহে লোকসকল! দেখ, আমার এই হতভাগা বান্দাকে আমি মরণ দিয়েছি, আবার জীবিত করে দেব, এরপর-ও সে মনে করবে, আমার তার প্রভু নই!! অতঃপর দাজ্জাল জীবিত হওয়ার আদেশ দিলে তরুণ জীবিত দাঁড়িয়ে যাবে। অথচ দাজ্জাল নয়; আল্লাহ-ই তাকে জীবিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে, তোমার প্রভু কে? তরুণ বলবে, আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ! আর তুই হচ্ছিস আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল!

দাজ্জালের অনুসারী

কোন সন্দেহ নেই, অলৌকিক সব ক্ষমতা এবং জাদুময় কর্মকাণ্ডের দরুন দাজ্জাল প্রচুর লোককে অনুসারী বানিয়ে ফেলবে। কেউ লোভে, আর কেউ আক্রমণের ভয়ে তার দলে যোগ দেবে। আবার কেউ কেউ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে তার বাহিনীতে শামিল হবে−

১। ইহুদী সম্প্রদায় ঃ আনাছ বিন মালিক (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আসফাহান অঞ্চলের সত্তর হাজার চাদর পরিহিত ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে।" (মুসলিম-৫৭৭৯)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "সত্তর হাজার অনুসারী নিয়ে দাজ্জাল খোয ও কিরমান অঞ্চলে অবতরণ করবে। তাদের চেহারা স্ফীত বর্মের ন্যায় দেখাবে।"

(মুসনাদে আহমদ-৮৪৩৪)

২। কাফের মুনাফিক সম্প্রদায় ঃ আনাছ বিন মালিক (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মক্কা-মদীনা ব্যতীত সকল শহরে-ই দাজ্জালের অপতৎপরতা ছড়িয়ে পড়বে। সেদিন শহরদ্বয়ের প্রতিটি সড়কে ফেরেশতাগণ নাঙ্গা-তলোয়ার হাতে পাহারায় থাকবেন। দাজ্জাল মৃতভূমিতে এসে উপনীত হলে মদীনায় তিনটি ভূ-কম্পন অনুভূত হবে। ফলে সকল কাফের-মুনাফেক মদীনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের সাথে চলে যাবে।" (মুসলিম-৭৫৭৭)

৩। আরব বেদুইন ঃ আবূ উমামা থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “দাজ্জাল বেদুইনের কাছে এসে বলবে, “ওহে বেদুইন! আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেই, তবে আমাকে প্রভু বলে মেনে নিতে তোমার কোন আপত্তি থাকবে? বেদুইন বলবে, না!! অতঃপর দু’জন শয়তান তার পিতা-মাতার রূপ ধরে তাকে বলবে, ওহে বৎস! একে অনুসরণ কর! সে তোমার প্রভু!!”

(ইবনে মাজা-৪০৭৭)

৪। **স্থূল বর্ম সদৃশ স্ফীত চেহারা বিশিষ্ট সম্প্রদায় ঃ** আবু বকর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাছান এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। স্থূল বর্ম সদৃশ স্ফীত চেহারা বিশিষ্ট লোকেরা তার অনুসারী হবে।” (সুনানে ইবনে মাজা-৪০৭২)

৫। নারী সম্প্রদায় ঃ নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “দাজ্জাল এসে মাররে ক্বানাত’ এর মৃতভূমিতে অবতরণ করবে। অধিকাংশ নারী-ই তার কাছে চলে যাবে। আতঙ্কে মুমিন পুরুষ ঘরে গিয়ে মা, মেয়ে, বোন, চাচীকে ঘরের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখবে।” (মুসনাদে আহমদ-৫৩৫৩)

দাজ্জালের অবস্থানকাল

দাজ্জাল পৃথিবীতে কয়দিন অবস্থান করবে? প্রশ্নের উত্তরে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, চল্লিশদিন। প্রথম দিন এক বৎসর, দ্বিতীয় দিন এক মাস, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের ন্যায় হবে।

হাদিসটি শুনার পর সাহাবায়ে কেরাম দীর্ঘ এই দিনগুলোতে নামায পড়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দীর্ঘ এই দিনগুলোতে একদিনের নামায কি যথেষ্ট হবে?! নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছিলেন, “না! বরং নামাযের জন্য তখন তোমরা সময় ঠিক করে নিও! (অর্থাৎ দীর্ঘ এক বৎসরের দিনে পূর্ণ এক বৎসরের নামায-ই আদায় করতে হবে, তবে এর জন্য সময় ঠিক করে নেয়া আমাদের দায়িত্ব)।

দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তির উপায়

আমল- (১) মুখোমুখি অবস্থান থেকে দূরে থাকা

ইমরান বিন হুসাইন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “ দাজ্জালের আগমন সংবাদ পেলে তোমরা দূরে পালিয়ে যেয়ো! কারণ, নিজেকে মুমিন ভেবে অনেক মানুষ তার মুখোমুখি

৩। আরব বেদুইন ঃ আবূ উমামা থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "দাজ্জাল বেদুইনের কাছে এসে বলবে, "ওহে বেদুইন! আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেই, তবে আমাকে প্রভু বলে মেনে নিতে তোমার কোন আপত্তি থাকবে? বেদুইন বলবে, না!! অতঃপর দু'জন শয়তান তার পিতা-মাতার রূপ ধরে তাকে বলবে, ওহে বৎস! একে অনুসরণ কর! সে তোমার প্রভু!!"

(ইবনে মাজা-৪০৭৭)

৪। স্থূল বর্ম সদৃশ স্ফীত চেহারা বিশিষ্ট সম্প্রদায় ঃ আবু বকর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাছান এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। স্থূল বর্ম সদৃশ স্ফীত চেহারা বিশিষ্ট লোকেরা তার অনুসারী হবে।" (সুনানে ইবনে মাজা-৪০৭২)

৫। নারী সম্প্রদায় ঃ নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "দাজ্জাল এসে মাররে ক্বানাত' এর মৃতভূমিতে অবতরণ করবে। অধিকাংশ নারী-ই তার কাছে চলে যাবে। আতঙ্কে মুমিন পুরুষ ঘরে গিয়ে মা, মেয়ে, বোন, চাচীকে ঘরের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখবে।" (মুসনাদে আহমদ-৫৩৫৩)

দাজ্জালের অবস্থানকাল

দাজ্জাল পৃথিবীতে কয়দিন অবস্থান করবে? প্রশ্নের উত্তরে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, চল্লিশদিন। প্রথম দিন এক বৎসর, দ্বিতীয় দিন এক মাস, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের ন্যায় হবে।

হাদিসটি শুনার পর সাহাবায়ে কেরাম দীর্ঘ এই দিনগুলোতে নামায পড়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দীর্ঘ এই দিনগুলোতে একদিনের নামায কি যথেষ্ট হবে?! নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছিলেন, "না! বরং নামাযের জন্য তখন তোমরা সময় ঠিক করে নিও! (অর্থাৎ দীর্ঘ এক বৎসরের দিনে পূর্ণ এক বৎসরের নামায-ই আদায় করতে হবে, তবে এর জন্য সময় ঠিক করে নেয়া আমাদের দায়িত্ব)।

দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তির উপায়

আমল- (১) মুখোমুখি অবস্থান থেকে দূরে থাকা

ইমরান বিন হুসাইন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, " দাজ্জালের আগমন সংবাদ পেলে তোমরা দূরে পালিয়ে যেয়ো! কারণ, নিজেকে মুমিন ভেবে অনেক মানুষ তার মুখোমুখি

হবে, কিন্তু অলৌকিক কর্মকান্ড দেখে অসহায়ের মত তাকে অনুসরণ করে বসবে।" (মুসনাদে আহমদ-১৯৮৮৮)

অর্থাৎ সবসময় দূরে অবস্থান করতে হবে, নিজেকে সাহসী ভেবে কাছে যাওয়ার দুঃসাহস করা যাবে না।

উম্মে শারীক (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "দাজ্জালের ভয়ে মানুষ সুদূর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে।" (মুসলিম-৭৫৮০)

দাজ্জালের সময় ইমাম মাহদী থাকবেন, দামেস্কে তিনি মুসলমানদের নিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকবেন।

আমল- (২) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

আবু উমামা বাহেলী (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগুনে নিক্ষেপিত হয়, সে যেন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থণা করে।" (ইবনে মাজা-৪০৭৭)

আমল- (৩) আল্লাহর সিফাতী নামসমূহ মুখস্ত করা

দাজ্জাল হবে কানা। অথচ আল্লাহ কানা নন; বরং আল্লাহ পাক সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

আমল- (৪) সূরা কাহফ-এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করে নিয়মিত পাঠ করা।

আবু দারদা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহফ-এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করে নিল, সে দাজ্জাল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।" (মুসলিম- ১৯১৯)

নাওয়াছ বিন ছামআন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "দাজ্জাল এসে পড়লে তোমরা সূরা কাহফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো পড়ে নিয়ো!" (মুসলিম-৭৫৬০)

আমল- (৫) পূর্ণ সূরা কাহফ তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুল।

আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি নির্ভুলভাবে সূরা কাহফ পাঠ করল। দাজ্জাল তাকে সামনে পেলেও কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (মুস্তাদরাকে হাকিম)

আমল- (৬) হারামাইন তথা মক্কা-মদীনায় আশ্রয় নেয়া।

কারণ, দাজ্জাল এলাকাদ্বয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।

আমল- (৭) দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার দোয়া পড়া।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবি যাহান্নামা ওয়ামিন আযাবিল কাবরি ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়ায়ি ওয়াল মামাতি ওয়ামিন শার্‌রিল মাসিহিদ্‌ দাজ্জালি।

অনুবাদ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, জীবন-মৃত্যুর ফেতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (বুখারী-মুসলিম)

আমল- (৮) দাজ্জালের ফেতনাটি বেশি বেশি প্রচার করা।

সাব বিন জুহামা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "দাজ্জাল ততক্ষণ বের হবে না, যতক্ষণ না মানুষ তার আলোচনাকে ভুলে যায়।" (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

অর্থাৎ কেউ তখন দাজ্জালের আলোচনা করবে না। ফেতনার আধিক্যের দরুন তার ব্যাপারটি মানুষ ভুলে যেতে বসবে।

আমল- (৯) শরীয়তের জ্ঞানকে-ই একমাত্র মুক্তির উপায় মনে করা।

একজন মুমিনের জন্য শরয়ী জ্ঞান-ই সকল ফেতনা হতে বাঁচার রক্ষাকবচ। হাদিসে এমন-ই একজন জ্ঞানী যুবকের দাজ্জালের মুকাবেলা করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মদীনায় ঢুকতে না পেরে দাজ্জাল পাশের জলাভূমিতে অবতরণ করবে। মদীনার এক উৎকৃষ্ট যুবক তখন দাজ্জালের মুকাবেলায় এগিয়ে যাবে।

* বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুই হচ্ছিস দাজ্জাল, যার ব্যাপারে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের সতর্ক করে গেছেন।

* দাজ্জাল অনুসারীদের লক্ষ করে বলবে, আমি যদি একে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিই, তবে-ও কি তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করবে?!!

* সবাই একবাক্যে বলবে, না..!! অতঃপর দাজ্জাল যুবকটিকে হত্যা করে পুনর্জীবিত করবে। অপর বর্ণনায় তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করে দু-টুকরো করে দেবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে জীবিত হতে বললে যুবকটি -হাসিমুখে- আল্লাহু আকবার- বলে জীবিত হয়ে যাবে।

* যুবক বলবে, এবার তো আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে গেছে যে, তুই-ই হচ্ছিস দাজ্জাল।

অপর বর্ণনায়, দাজ্জাল বের হলে একজন মুমিন তার মুখোমুখি হতে চাইবে।

* দাজ্জালের অনুসারীরা বলবে, কোথায় যাচ্ছ?

* বলবে, এই অসভ্যটার দিকে যাচ্ছি!!

* তুমি কি আমাদের পালনকর্তায় বিশ্বাস কর না?

* যুবক বলবে, আমাদের পালনকর্তার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই!!

* একে হত্যা কর!!

* না...! আমাদের প্রভু-ই তাকে হত্যা করবেন। একথা বলে তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

* দাজ্জালকে দেখে সে বলতে থাকবে, ওহে লোকসকল! এ হচ্ছে মাছীহ দাজ্জাল, যার ব্যাপারে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের সতর্ক করে গেছেন!! তখন

* দাজ্জাল তাকে বলবে, তুমি কি আমাকে প্রভু বলে বিশ্বাস করনি?

* তুই হচ্ছিস মিথ্যুক দাজ্জাল!!" একথা শুনে দাজ্জাল করাত দিয়ে যুবকটিকে দু-টুকরো করে দেবে।

* দাজ্জাল কর্তিত অংশের মাঝ দিয়ে হেটে গিয়ে বলবে, দাঁড়িয়ে যাও!! যুবকটি জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

* এবার তুমি আমাকে প্রভু মেনেছ?

* এখন তো আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে গেছে! ওহে লোকসকল! আমার পর আর কাউকে-ই সে জীবিত করতে পারবে না। অতঃপর দাজ্জাল তাকে ধরে জবাই করতে চাইলে আল্লাহ পাক যুবকটির কণ্ঠাস্থি থেকে বক্ষ পর্যন্ত তামা বানিয়ে দিবেন। ফলে দাজ্জাল তাকে কিছুই করতে পারবে না। শেষে অপারগ হয়ে তাকে স্বরচিত জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেবে। মানুষ মনে করবে সে জাহান্নামে। কিন্তু বাস্তবে তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

অতঃপর নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "এই যুবকটি আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাবে।" (মুসলিম-৭৫৬৪)

দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "...মুসলমানগণ তখন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য কাতারবন্দি

হতে থাকবেন। এমন সময় ফজরের ইকামত শুরু হলে আসমান থেকে ঈসা বিন মারিয়াম অবতরণ করবেন...।” (মুসলিম-৭৪৬০)

হুযাইফা বিন উছাইদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “...অতঃপর দাজ্জাল মদীনা থেকে জেরুজালেম অভিমুখে রওয়ানা হবে। সেখানে একদল মুসলমানকে সে অবরোধ করে ফেলবে। মুমিনগণ সবদিক দিয়ে সঙ্কটে পড়ে যাবে। তাদের একজন বলবে, তোমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছ?!! যাও!! এই পাপিষ্ঠের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক!! হয়ত আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাত হয়ে যাবে অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। অতঃপর মুসলমানগণ তুমুল লড়াইয়ের প্রস্তুত হয়ে যাবেন। পরদিন সকালে আসমান হতে ঈসা বিন মারিয়াম অবতরণ করবেন।” (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৬১২)

দাজ্জাল সামনে এসে গেলে করণীয়

আবু উমামা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “...তার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে কাফের লেখা থাকবে, সকল মুমিন তা পড়তে সক্ষম হবে। সামনে এসে গেলে তার চেহারায় থুথু মেরে সূরা কাহফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো পড়ে নিয়ো! শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে সে হত্যা করে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হবে।” (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৬২০)

আবু ক্বিলাবা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “তোমাদের পরে একজন মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে। তার চুলগুলো মাথার পেছন দিকে জমাট বাঁধা ও অগোছালো থাকবে। বলবে, আমি তোমাদের প্রভু! সুতরাং যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে দাজ্জাল তাকে কিছুই করতে পারবে না।

كَذَبْتَ لَسْتَ رَبَّنَا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَبُّنَا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْهِ اَنَبْنَا وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ـ

উচ্চারণ : কাযাবতা লাসতা রাব্বানা ওলাকিন্নাল্লাহা রাব্বুনা ওয়ালাইহি তাওয়াক্কালনা ওয়াইলাইহি আনাবনা ওনাউযুবিল্লাহি মিনকা।

অর্থ : “তুই মিথ্যুক! তুমি আমাদের প্রভু নও! বরং আল্লাহ-ই আমাদের প্রভু! আল্লাহর উপর-ই আমরা ভরসা করি, তার দিকে-ই প্রত্যাবর্তন করি, তার কাছেই তোর ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (মুসনাদে আহমদ-২৩৫৩৪)

দাজ্জালের বিনাশ শামে

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "প্রাচ্যের দিক থেকে দাজ্জাল মদীনায় আগ্রাসণের উদ্দেশ্যে আগমন করবে। উহুদ পর্বতের পেছনে অবতরণ করা মাত্রই ফেরেশতারা তার চেহারাকে শামের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন। সেখানেই তার বিনাশ ঘটবে।" (মুসলিম-৭৪১৭)

দাজ্জালের হত্যাকারী ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ)

মাজমা বিন জারিয়া (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ঈসা বিন মারইয়াম দাজ্জালকে লুদ শহরের প্রধান ফটকের কাছে হত্যা করবেন।" (তিরমিযী)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মুসলমান তখন যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দি করতে থাকবে, এমন সময় ফজরের ইকামত-কালে ঈসা বিন মারিয়াম অবতরণ করবেন।" অপর বর্ণনায়, "দামেস্কের পূর্ব-প্রান্তে সাদা মিনারের কাছে ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ) দু-টি রঙিন চাদরে আবৃত হয়ে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে অবতরণ করবেন। মাথা নিচু করলে টপটপ পানি পড়বে। আবার উঁচু করলে কেশগুচ্ছ সুশোভিত মতি-সদৃশ দৃশ্যমান হবে। কোন কাফেরের শরীরে তাঁর নিশ্বাস পড়া মাত্রই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।" (যতদূর তাঁর দৃষ্টি যাবে, ততদূর তাঁর নিশ্বাস গিয়ে পৌঁছবে। অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টির মাধ্যমে-ই অর্ধেক শত্রুবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে)।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ ফজরের নামাযের প্রস্তুতি নিবেন। সেনাপতি ইমাম মাহদী নামাযের ইমামতির জন্য সামনে এগিয়ে যাবেন। এমন সময় ঈসা নবীর অবতরণ হবে। ঈসা (আঃ)-কে দেখে ইমাম মাহদী পেছনে ফিরে আসতে চাইলে কাঁধে হাত রেখে বলবেন, তুমি-ই নামায পড়াও! তোমার জন্যই ইকামত দেয়া হয়েছে (উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এ এক বিরাট সম্মাননা যে, কত বড় নবী সাধারণ একজন উম্মতীর পেছনে নামায আদায় করছেন)। নামায শেষে বলবেন, দরজা খোল! পেছনে দাজ্জাল এবং সত্তর হাজার ইহুদী অত্যাধুনিক রণসাজে সজ্জিত থাকবে।

ঈসা (আঃ)-কে দেখামাত্রই দাজ্জাল পানিতে লবণের ন্যায় গলে যাবে। পলায়নের উদ্দেশ্যে দৌড় দেবে। ঈসা (আঃ) তার পিছু ধাওয়া করে লুদ এলাকার প্রধান ফটকের কাছে তাকে পেয়ে যাবেন (লুদ হচ্ছে বাইতুল

মাকদিসের সন্নিকটে প্রসিদ্ধ এলাকা, ইহুদীরা সেখানে অত্যাধুনিক সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে) সেখানেই তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ফিরে এসে তিনি বর্ষায় লেগে থাকা দাজ্জালের রক্ত মুসলমানদের দেখাবেন। অতঃপর ইহুদীদের ধ্বংস-ডংকা বেজে উঠবে। মুসলমান তাদের পিছু ধাওয়া করবে। প্রতিটি বস্তু সেদিন মুসলমানদেরকে ডেকে বলবে, ওহে মুসলিম! আমার পেছনে ইহুদী আত্মগোপন করেছে! এদিকে এসো! একে হত্যা কর! তবে গারকাদ বৃক্ষ মুসলমানদের ডাকবে না, কারণ তা ইহুদীদের রোপিত বৃক্ষ।

অতঃপর ফিরে এসে ঈসা (আঃ) মুসলমানদের চোখের অশ্রু মুছে দেবেন। তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাতে থাকবেন, এমন সময় আল্লাহ ওহী নাযিল করবেন, ওহে ঈসা! এমন কিছু বান্দাকে আমি দুনিয়াতে প্রকাশ করতে যাচ্ছি,

যাদের মোকাবেলা করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং মুমিনদেরকে নিয়ে তুমি তূর পর্বতে চলে যাও!!

অর্থাৎ ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায়! বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

২নং বৃহত্তম আলামত

ঈসা বিন মারিয়াম (আঃ) এর প্রত্যাগমন

ঈসানবী অবতরণের দলিল

শেষ জমানায় দাজ্জালকে হত্যা করতে ঈসা নবী আসমান থেকে অবতরণ করবেন। শরীয়তে এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দলিল বিদ্যমান-

কোরআনের দলিল

আল্লাহ পাক বলেন, “যখনই মরিয়ম তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় হড্ডগোল শুরু করে দিল এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যেই করে। বস্তুতঃ তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। সে তো এক বান্দাই বটে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী-ইসরাইলের জন্যে আদর্শ। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে

ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ।" (সূরা যুখরুফ ৭৫-৬১)

উপরোক্ত আয়াতে ঈসা নবীকে আল্লাহ কেয়ামতের নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রদিঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "শেষ জমানায় ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব হওয়া কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন।" (মুসনাদে আহমদ)

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন, "(ইহুদী জাতি অভিশপ্ত) এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র আনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'লা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।" (সুরা নিসা ১৫৭-১৫৯)

আবু মালিক (রহঃ) বলেন, "অর্থাৎ ঈসা বিন মারিয়াম (আঃ) আসমান হতে অবতরণের পর সকল খৃষ্টান তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।" (তাফসীরে তাবারী)

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, "কুরআনের ভাষ্যমতে- ঈসাকে তারা হত্যা করেনি; বরং ঈসা সদৃশ অন্যজনকে হত্যা করেছে। ঈসাকে আল্লাহ পাক আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। আসমানে তিনি এখনো জীবিত আছেন। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে পৃথিবীতে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ক্রুস ভেঙে দেবেন। শুকর নিশ্চিহ্ন করবেন। জিযয়ার বিধান রহিত করবেন। ইসলাম ছাড়া সেদিন কিছুই গ্রাহ্য হবে না।"

হাদিসের দলিল

হুযাইফা বিন উছাইদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম। এমতাবস্থায় নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আলোচনা করছ? বললাম,

কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। নবীজী বলতে লাগলেন, কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর–

১। ধূম্র (ধোঁয়া)
২। দাজ্জাল
৩। অদ্ভুত প্রাণী
৪। পশ্চিম দ্বিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়
৫। ঈসা বিন মারিয়ামের অবতরণ
৬। ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব

তিনটি ভূমিধ্বস।

৭। প্রাচ্যে
৮। পাশ্চাত্যে
৯। এবং আরব উপ্লীপে।
১০। ইয়েমেনের আদন থেকে উত্থিত হাশরের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি।"

(মুসলিম-৭৪৬৭)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত, অচিরেই মরিয়ম-তনয়-সৎ নিষ্ঠাবান বিচারক হিসেবে আসমান থেকে অবতরণ করবে। ক্রুস ভেঙ্গে দেবেন, শুকর নিশ্চিহ্ন করবেন, জিযয়ার বিধান রহিত করবেন, কোন কাফের থেকে জিযয়া নেয়া হবে না (ইসলাম ছাড়া কিছুই গ্রাহ্য হবে না) সেদিন ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্য ঘটবে। আল্লাহর জন্য একটি সেজদা সেদিন সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে।" (বুখারী-৩২৬৪)

অপর বর্ণনায়, "আল্লাহর শপথ! মরিয়ম-তনয়-সৎ বিচারক রূপে অবতরণ করবেন। ক্রুস ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়া রহিত করবেন। দামী সুদর্শন উষ্ট্রীগুলো ছেড়ে দেবেন, কেউ-ই তাতে চরবে না। পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও কৃপণতা উঠে যাবে। সম্পদ গ্রহণে ডাকা হবে, কেউ সাড়া দেবে না।" (মুসলিম-৪০৮)

জাবের (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মারইয়াম-তনয় ঈসা-আসমান হতে অবতরণের পর মুসলিম সেনাপতি মাহদী বলবেন, নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা নবী বলবেন, না! বরং তুমি-ই নামায পড়াও! তোমাদের একজন অপরজনের ইমাম। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটা এক বিরাট সম্মাননা।" (মুসলিম-৪১২)

আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মরিয়ম-তনয় ঈসা যার পেছনে নামায আদায় করবেন, সে আমার-ই উম্মতের একজন সদস্য।" (নুআইম বিন হাম্মাদ)

ঈসা (আঃ) এর দৈহিক গঠন

বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ঈসা নবীর দেহিক গঠন পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন–

* স্বাভাবিক দেহগঠন। না খাট, না লম্বা।
* শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ।
* সুপরিসর বক্ষদেশ।
* স্বাভাবিক ও কোমল কেশ। অবতরণকালে চুল থেকে পানি টপকাচ্ছে মনে
* হবে, অথচ মাথা সম্পূর্ণ অসিক্ত।
* ঈসা (আঃ) প্রখ্যাত সাহাবী উরওয়া বিন মাসউদ (রদিঃ) সদৃশ হবেন।

আবূ হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আমি মে'রাজের রাত্রিতে মূসা এবং ঈসার সাথে সাক্ষাত করেছি।" একপর্যায়ে ঈসা (আঃ)-এর দৈহিক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "স্বাভাবিক দেহ। শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ। দেখে মনে হচ্ছিল, সদ্যই তিনি গোসল সেরে এসেছেন।" (বুখারী-৩২১৪)

ইবনে উমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আমি ঈসা, মূসা এবং ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখেছি। তন্মধ্যে ঈসা হচ্ছেন কিছুটা রক্তিম বর্ণের। স্বাভাবিক চুল। প্রশস্ত বক্ষদেশ.....।" (বুখারী-৩২৫৫)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মে'রাজ থেকে প্রত্যাগত হওয়ার পর নিজেকে আমি হাজরে আসওয়াদের নিকটে আবিষ্কার করলাম। কুরায়েশ আমাকে ভ্রমণের খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করছিল। এক পর্যায়ে তারা বাইতুল মাকদিসের গুণ-প্রকৃতি জিজ্ঞেস করলে আমি প্রচন্ড ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর আল্লাহ-বাইতুল মাকদিসকে আমার চোখের সামনে ভাসিয়ে দেন। ফলে নিমিষেই তাদের সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি। সেখানে আমি অনেক নবীদেরকে দেখেছিলাম। মূসাকে নামায পড়তে দেখেছিলাম, হালকা দেহগড়ন ও স্বাভাবিক কেশ। শানুআ গোত্রীয় লোকদের মত দেখাচ্ছিল।

ঈসা বিন মারিয়াম নামায পড়ছিলেন, উরওয়া বিন মাসঊদের মত দেখতে। ইবরাহীম (আঃ)-ও সেখানে নামায পড়ছিলেন, ঠিক তোমাদের সাথী (স্বয়ং নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর মত। এমন সময় জামাতের সময় হলে আমি নামাযের ইমামতি করলাম। নামায শেষে কে যেন বলল, হে মুহাম্মদ! উনি হচ্ছেন জাহান্নামের প্রহরী! সালাম দিন! আমি তার দিকে তাকালে সে-ই সালামের সূচনা করল... ।"(মুসলিম-৪৪৮)

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "একদা স্বপ্নে কা'বার সন্নিকটে পিঙ্গলবর্ণের সুন্দরতম এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। স্বাভাবিক কেশগুচ্ছ তার পেছন দিকে ঢেউ খেলছিল। দেখে-মাথা থেকে পানি ঝরছে মনে হচ্ছিল। দু'জন ব্যক্তির স্কন্ধে হাত রেখে কা'বা শরীফ তওয়াফ করছিলেন। উনি কে? জিজ্ঞেস করলে, উত্তর আসল, "ঈসা বিন মরিয়ম"। ঠিক পেছনে আর-ও একজনকে দেখতে পেলাম। উস্কখুস্ক চুল, ডান চোখে কানা। দেখতে 'ইবনে কুতন'এর মত লাগছিল। দু'জন ব্যক্তির স্কন্ধে ভর দিয়ে সে-ও বাইতুল্লাহ তওয়াফ করছিল। এ কে? জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসল, "মাছীহ দাজ্জাল"। (মুসলিম-৪৪৪)

ঈসা (আঃ)-এর জমানায় যা ঘটবে...

দাজ্জাল হত্যা কার্য সম্পাদনার পর যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিষ্ঠিত হবে- বিশ্বময় পূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল ভ্রান্ত মতবাদের অবসান ঘটবে। আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত, অচিরেই সৎ ও নিষ্ঠাবান শাসক হয়ে মরিয়ম-তনয় ঈসা আসমান হতে অবতরণ করবেন। ক্রুস ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়ার বিধান রহিত করবেন।" (বুখারী-২৩৪৪)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "নবীগণ সকলেই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। মাতা ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক। ঈসা বিন মরিয়মের সবচেয়ে কাছাকাছি হলাম আমি। আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। অচিরেই সে অবতরণ করবে। তোমরা তাঁকে ভাল করে চিনে নিয়ো!-মাঝারি গড়ন, শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ। দু'টি বর্ণিল চাদরে আবৃত থাকবে। দেখে মনে হবে, মাথা থেকে পানির ফোটা ঝরছে। অতঃপর ক্রুস ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়ার বিধান রহিত করবেন। সকল বিধর্মীকে ইসলামের

দাওয়াত দেবেন। তাঁর সময়ে আল্লাহ পাক ইসলাম ছাড়া অন্যসব ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তাঁর সময়ে দাজ্জাল নিহত হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইসলাম সেদিন প্রশান্তচিত্তে ভূমিতে স্থির পাবে। সর্প, উট, ষাঁড়, নেকড়ে, ছাগল, শেয়াল সব একসাথে ঘুরে বেড়াবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না। শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে, দংশন করবে না। এভাবে চল্লিশ বৎসর চলবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযায় শরীক হবে।" (মুসনাদে আহমদ-৯২৫৯)

আবু উমামা বাহেলী (রদিঃ) বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "...অতঃপর আমার উম্মতের মাঝে সৎ নিষ্ঠাবান বিচারকের বেসে ঈসা বিন মরিয়ম অবতরণ করবেন। ক্রুস ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযরা-র বিধান রহিত করবেন। সাদাকা গ্রহণে কেউ তখন আগ্রহী হবে না। উট-বকরী পালনে কেউ মনযোগী হবে না। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষের বিলুপ্তি ঘটবে। বিষাক্ত প্রাণী থেকে বিষ উঠিয়ে নেয়া হবে। বাচ্চারা সাপের মুখের ভিতর হাত দিয়ে খেলা করবে, কোন ক্ষতি করবে না। কোলের শিশু বাঘের সামনে দৌড়াদৌড়ি করবে, কোন ক্ষতি করবে না। শেয়াল-ছাগলের সামনে কুকুর হয়ে যাবে। পানি যেমন পাত্রভর্তি হয়ে যায়, তেমনি সেদিন পুরো বিশ্ব শান্তিতে ভরে যাবে। চারিদিকে একটি মাত্র কালেমার জয়-ধ্বনি হবে। আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহের চির অবসান হবে। কুরায়েশ গোত্র নেতৃত্ব থেকে হারিয়ে যাবে। বিশ্ব সেদিন রূপার পাত্র সদৃশ (স্বচ্ছ ও নির্মল) হবে। পিতা আদম (আঃ)-এর যুগের মত জমিতে ফসল তৈরি হবে। আঙ্গুরের একটি ছড়া একাধিক ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করবে। একটি মাত্র ডালিম চার/ পাঁচজন তৃপ্তিসহ খাবে। ষাঁড়ের মূল্য সেদিন এত...এত ...হবে। কয়েক দিরহাম দিয়ে-ই অশ্ব কেনা যাবে।" (ইবনে মাজা)

অন্তর থেকে হিংসা বিদ্বেষ উঠে যাবে

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মাছীহ দাজ্জাল হত্যা-পরবর্তী-কালে আকাশ থেকে পুণ্যময় বারিধারা বর্ষণ হবে। জমিতে প্রচুর ফসলাদি তৈরি হবে। এমনকি সাফা পর্বতের পাথরে কেউ বৃক্ষ রোপন করলে সেখানে-ও অঙ্কুরিত হবে। বাঘের পাশ দিয়ে মানুষ অতিক্রম করবে, কোন ক্ষতি করবে না। সাপ

নিয়ে খেলা করবে, কোন ক্ষতি করবে না। কেউ কারো প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও গোস্বা করবে না।" (দাইলামী, আলবানী সমর্থিত)

যুদ্ধ-বিগ্রহের চির অবসান হবে

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "সৎ নিষ্ঠাবান বিচারক হিসেবে ঈসা বিন মরিয়ম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। ক্রুস ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। (যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য ব্যবহৃত) তরবারী ফসল-কাটার কাজে ব্যবহৃত হবে। সকল বিষাক্ত প্রাণী থেকে বিষ উঠিয়ে নেয়া হবে। আকাশ থেকে পুণ্য বারি বর্ষিত হবে। ফসলাদিতে জমি ভরে উঠবে। শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে...। ছাগল, শেয়াল, ষাঁড়, নেকড়ে এক সারিতে পাশাপাশি চলবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না।"

(মুসনাদে আহমদ-১০২৬৬)

ঈসা (আঃ) এর প্রতি নবীজীর সালাম

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অচিরেই ঈসা বিন মারইয়াম সৎ নিষ্ঠাবান বিচারকরূপে অবতরণ করবেন। শুকর হত্যা করবেন। ক্রুস ভেঙে দেবেন। বিশ্বময় এক কালেমার জয়ধ্বনি বেজে উঠবে। তাঁকে পেলে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিয়ো! অথবা আমার কথা বলো, সে আমাকে সত্যায়ন করবে।"

বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছিলেন, তাঁকে পেলে তোমরা নবীর পক্ষ থেকে সালাম দিয়ো!" (মুসনাদে আহমদ-৯১১০)

আবূ হুরায়রা-র অপর বর্ণনায় নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আয়ূ দীর্ঘ হলে ঈসার সাথে সাক্ষাত করতে পারব আশা করি, তবে এর আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আমার পক্ষ থেকে তোমরা তাঁকে সালাম জানিয়ে দিয়ো!" (মুসনাদে আহমদ)

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "নবীগণ সকলেই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। মাতা ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক। ঈসা বিন মরিয়মের সবচেয়ে কাছাকাছি হলাম আমি। আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী নেই।...(দীর্ঘ হাদিসটির শেষে নবীজী বলেন,) চল্লিশ বৎসর সে পৃথিবীতে অবস্থান করে ইন্তেকাল করবে। মুসলমানগণ তাঁর জানাযায় শরীক হবে।" (মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম)

৩ নং বৃহত্তম আলামত
ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব

ইয়াজূজ-মাজূজের ধর্ম কী?

তাদের কাছে কি শেষ নবীর দাওয়াত পৌঁছেছে?

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) এর মতে, তারা নূহ (আঃ)-এর পুত্র ইয়াফিছের পরবর্তী বংশধর।

ইমরান বিন হুছাইন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, কোন এক ভ্রমণে আমরা নবীজীর সাথে ছিলাম। সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। নবীজী উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন, "হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব বড় কঠিন।" (সূরা হাজ্ব ১-২) নবীজীর উচ্চবাক্য শুনে সাহাবাগণ একত্রিত হতে লাগলেন, সবাই জড়ো হলে বলতে লাগলেন, "তোমরা কি জান-আজ কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বললেন, জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের কর! আদম বলবেন, জাহান্নামের উৎক্ষেপণ কী হে আল্লাহ..!? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে আর একজন শুধু জান্নাতে!! নবীজীর কথা শুনে সাহাবাদের চেহারায় ভীতির ছাপ ফুটে উঠল। তা দেখে নবীজী বলতে লাগলেন, আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! সেদিন তোমাদের সাথে ধ্বংসশীল আদম সন্তান, ইয়াজূজ-মাজূজ এবং ইবলিস সন্তানেরা-ও থাকবে, যারা সবসময় বাড়তে থাকে (অর্থাৎ ওদের থেকে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে, আর তোমাদের থেকে একজন জান্নাতে)। সবাই তখন আনন্দ ও তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ল। আরো বললেন, আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের গায়ে ক্ষুদ্রচিহ্ন বা জন্তুর বাহুতে সংখ্যা চিহ্ন সদৃশ হবে।" (তিরমিযী-৩১৬৯, মুসনাদে আহমদ-১৯৯১৫)

ইয়াজূজ-মাজূজের সংখ্যাধিক্য

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ইয়াজূজ-মাজূজ আদম সন্তানের-ই একটি সম্প্রদা

তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে এক হাজার বা এর চেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে, তাউল, তারিছ এবং মাস্ক।" (তাবরানী)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) বলেন, "দশ ভাগে আল্লাহ পাক সৃষ্টিকে বিভক্ত করেছেন। অন্মধ্যে নয়টি ভাগে ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন। বাকী একটি ভাগে অবশিষ্ট সকল সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাদের আবার দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগ দিন-রাত বিরামহীন আল্লাহর আদেশ মত কাজ করে চলেছে। একটি ভাগ আল্লাহ পাক নবী রাসূলদের কাছে প্রেরণের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। অতঃপর সাধারণ সৃষ্টিকে আবার দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগে জিন তৈরি করেছেন, একভাগে আদম সন্তান। অতঃপর আদম সন্তানকে আল্লাহ দশভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয়ভাগে সৃষ্টি করেছেন ইয়াজূজ-মাজূজ, আর অবশিষ্ট একভাগে সকল মানুষ।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৫০৬)

দৈহিক গঠন

খালেদ বিন আব্দুল্লাহ-আপন খালা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বিচ্ছু দংশনের ফলে মাথায় বেন্ডিস বাঁধাবস্থায় ছিলেন। বললেন, তোমরা তো মনে কর যে, তোমাদের কোন শত্রু নেই! (অবশ্যই নয়; বরং শত্রু আছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে) তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে। অবশেষে ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব হবে। প্রশস্ত চেহারা, ক্ষুদ্র চোখ, কৃষ্ণ-চুলে আবছা রক্তিম। প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে তারা দ্রুত ছুটে আসবে। মনে হবে, তাদের চেহারা সুপরিসর ঢাল।"

(মুসনাদে আহমদ, তাবরানী)

যেভাবে প্রাচীর ভেঙে যাবে

যুলকারনাইনের নির্মিত সুদৃঢ় প্রাচীরের দরুন দীর্ঘকাল তারা পৃথিবীতে আসতে পারেনি। প্রাচীরের ওপারে অবশ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে তারা জীবন যাপন করছে। তবে অদ্যাবধি তারা সেই প্রাচীর ভাঙতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রাচীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অতঃপর প্রতিদিন তারা প্রাচীর ছেদনকার্যে লিপ্ত হয়। ছিদ্র করতে করতে যখন পুরোটা উন্মোচনের উপক্রম হয়, তখনি তাদের একজন বলে, আজ তো অনেক করলাম, চল! বাকীটা

আগামীকাল করব! পরদনি আল্লাহ পাক সেই প্রাচীরকে পূর্বের থেকেও শক্ত ও মজবুতরূপে পূর্ণ করে দেন। অতঃপর যখন সে-ই সময় আসবে এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দেবেন, তখন তাদের একজন বলে উঠবে, আজ চল! আল্লাহ চাহেন তো আগামীকাল পূর্ণ খোদাই করে ফেলব! পরদিন পূর্ণ খোদাই করে তারা প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। মানুষের ঘরবাড়ী বিনষ্ট করবে, সমুদ্রের পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ দূর দূরান্তে পলায়ন করবে। অতঃপর আকাশের দিকে তারা তীর ছুড়বে, তীর রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে।"

(তিরমিযী-৩১৫৩, মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৫০১, মুসনাদে আহমদ,)

কুরআনে কারীমে ইয়াজূজ-মাজূজের বিবরণ

আল্লাহ পাক বলেন, "তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম... ।" "আবার সে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বলল, আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বলল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল, তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজূজ ও মাজূজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে-ও সক্ষম হল না। যুলকারনাইন বলল, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব।" (সূরা কাহফ ৯২-৯৭)

হাদিস শরীফে ইয়াজূজ-মাজূজের বিবরণ

* যয়নব বিনতে জাহশ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা সন্ত্রস্ত চেহারায় নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) সর্বনাশ আরবের! তাদের অনিষ্ট কাছিয়ে গেছে।" দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বললেন, ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর থেকে এতটুকু আজ উন্মোচিত হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ থাকতেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? বললেন, হ্যাঁ..! পাপাচার বেড়ে গেলে তাই হবে!!" (বুখারী-৩১৬৮, মুসলিম-৭৪১৮)

* আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আল্লাহ পাক আদমকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, হে আদম! আদম আ. বলবে, উপস্থিত হে আল্লাহ! সকল কল্যাণ একমাত্র আপনার হাতেই! আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের কর! আদম বলবে, জাহান্নামের উৎক্ষেপণ কী হে আল্লাহ!? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বই জন। শুনা মাত্রই আতঙ্কে শিশুর চুল সাদা হয়ে যাবে। গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটবে। মানুষকে সেদিন মাতাল মনে হবে; বাস্তবে মাতাল নয়, আল্লাহর আযাব বড় কঠিন। "সেই মুক্তিপ্রাপ্ত একজন কে হবে" প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর! তোমাদের থেকে একজন এবং ইয়াজূজ-মাজূজ থেকে এক হাজার। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিল। নবীজী বললেন, তোমরা জান্নাতের একতৃতীয়াংশ হবে আমি আশা করি। সাহাবায়ে কেরাম আবার-ও "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। নবীজী আর-ও বললেন, বরং তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে আমি আশা করি। আবার-ও "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারিত হল। নবীজী বললেন, সাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কালো পশম যেমন স্পষ্ট নজরে আসে, হাশরের ময়দানে তোমরা-ও তেমনি নজরে আসবে।" (বুখারী-৩১৭০)

* ইমরান বিন হুছাইন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, কোন এক ভ্রমণে আমরা নবীজীর সাথে ছিলাম। সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। নবীজী উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন, "হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি

দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব বড় কঠিন।" (সূরা হজ্ব ১-২) নবীজীর উচ্চবাক্য শুনে সাহাবাগণ একত্রিত হতে লাগলেন, সবাই জড়ো হলে বলতে লাগলেন, "তোমরা কি জান- আজ কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বললেন, জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের কর! আদম বলবে, জাহান্নামের উৎক্ষেপণ কী হে আল্লাহ..!? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে আর একজন শুধু জান্নাতে!! নবীজীর কথা শুনে সাহাবাদের চেহারায় শঙ্কার ছাপ ফুটে উঠল। তা দেখে নবীজী বলতে লাগলেন, আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! সেদিন তোমাদের সাথে ধ্বংসশীল আদম সন্তান, ইয়াজূজ-মাজূজ এবং ইবলিস সন্তানেরা-ও থাকবে, যারা সবসময় বাড়তে থাকে (অর্থাৎ ওদের থেকে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে, আর তোমাদের থেকে একজন জান্নাতে)। সবাই তখন আনন্দ ও স্বস্তি-র নিশ্বাস ছাড়লেন। আরো বললেন, আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের গায়ে ক্ষুদ্রচিহ্ন বা জন্তুর বাহুতে সংখ্যা চিহ্ন সদৃশ দেখাবে।" (তিরমিযী-৩১৬৯)

* ঈসা (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ সংক্রান্ত হাদিসে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "...অতঃপর আল্লাহ পাক ঈসার কাছে ওহী পাঠাবেন যে, আমার একদল বান্দাকে এখন আমি বের করব, যাদের মুকাবেলা করার শক্তি তোমাদের নেই। তুমি মুমিনদের নিয়ে তূর পর্বতে চলে যাও!"

* নাওয়াছ বিন ছামআন (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অতঃপর আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজূজকে বের করবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে অবতরণ করবে। তাদের প্রথম দল বুহাইরা তাবারিয়া-য় এসে নিমিষেই সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। পরবর্তী দল এসে বলতে থাকবে, "এখানে কোন কালে হয়ত পানি ছিল।" (মুসলিম-৭৫৬০)

* নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অতঃপর ইয়াজূজ-মাজূজ জেরুজালেমের- জাবালে খামর-এর দিকে গিয়ে বলবে, জমিনের অধিবাসীকে আমরা নিঃশেষ করেছি, এখন আসমানের অধিবাসীদের নিঃশেষ করব। একথা বলে তারা আসমানের দিকে তীর ছুড়তে থাকবে।

আল্লাহ তাদের তীরকে রক্তিম করে ফিরিয়ে দেবেন। ঈসা ও তাঁর সাথীদেরকে অবরোধ করে ফেলা হবে। সেখানে তারা প্রচন্ড ক্ষুধা এবং অভাবে দিন যাপন করবে। খাদ্যের অভাবে ষাঁড়ের মুন্ডু সেদিন একশ দিনারের চেয়ে-ও বেশি মূল্যের হবে। অতঃপর ঈসা ও তাঁর সাথীদের দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজূজদের স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে দেবেন। ফলে নিমিষেই তারা ধ্বংসমুখে পতিত হবে। অতঃপর ঈসা ও তাঁর সাথীগণ তূর পর্বত থেকে নেমে এসে দেখবেন, ভূমিতে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও অবশিষ্ট নেই; সর্বত্র তাদের লাশ পড়ে আছে। দুর্গন্ধে পরিবেশ ভারী হয়ে আছে। ঈসা ও তাঁর সাথীগণ আবার-ও দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক বড় উটের গলাসদৃশ বিরল কিছু পাখী পাঠাবেন। পাখীগুলো এসে ইয়াজূজ-মাজূজদের লাশগুলো আল্লাহর আদেশকৃত স্থানে ফেলে আসবে। অতঃপর আল্লাহ জমিনে বরকতময় বৃষ্টি দিয়ে সকল জনপদ ও ঘরবাড়ীগুলো ধুয়ে দেবেন। সারা পৃথিবী আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে। অতঃপর বলা হবে, হে জমিন! ফসল উদগত কর! বরকত প্রকাশ কর! সেদিন একটি ডালিম একাধিক ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করবে। মানুষ ডালিমের খোলসকে ছায়াদানের কাজে ব্যবহার করবে। দুধের বরকত ফিরে আসবে। একটি মাত্র উষ্ট্রীর দুধ সেদিন বহু লোক মিলে পান করতে পারবে। গরুর দুধ সেদিন সারা গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। বকরির দুধ সেদিন আত্মীয়স্বজন সবার জন্য যথেষ্ট হবে। এভাবে মুমিনগণ জীবনযাপন করতে থাকবেন। অবশেষে আল্লাহ মুমিনদের রূহ কব্জা করতে এক প্রকার সুবাতাস পাঠাবেন। বাহুমূলে স্পর্শিত হওয়া মাত্রই মুমিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। পৃথিবীতে কোন মুমিন অবশিষ্ট থাকবে না; থাকবে শুধু দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র লোক, যারা গাধার ন্যায় রাস্তাঘাটে কুকর্মে লিপ্ত হবে। তাদের উপর-ই কেয়ামতের কঠিন আযাব নিপতিত হবে।" (মুসলিম)

* অপর হাদিসে, "মুমিনগণ ইয়াজূজ-মাজূজের নিক্ষেপিত তীর-ধনুক দিয়ে সাত বৎসর পর্যন্ত লাকড়ির কাজ চালাবে।"

* আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মেরাজের রাত্রিতে নবীজী, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) মিলে কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। সবাই মিলে ঈসাকে বলতে বললে ঈসা (আঃ) বললেন, দাজ্জাল হত্যার পর সকলেই নিজ নিজ দেশে গিয়ে দেখবে ইয়াজূজ-মাজূজ বেরিয়ে এসেছে। সবাই দ্রুত পালিয়ে আমার কাছে চলে

আসবে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব। আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজূজকে ধ্বংস করে দেবেন। সর্বত্রই তাদের পঁচা লাশ পড়ে থাকবে। আবার আল্লাহর কাছে দোয়া করব। আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের লাশগুলিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৫০২)

ইয়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কে কিছু দুর্বল বর্ণনা

এ ব্যাপারে অনেক দুর্বল বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া গেছে। পরিস্থিতির স্বচ্ছ বিবরণ তুলে আনতে কতিপয় দুর্বল হাদিস নিম্নে উল্লেখ হল-

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রদিঃ) বলেন, আমি ইয়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কে নবীজীকে জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন, ইয়াজূজ এক জাতি আর মাজূজ আরেক জাতি। এদের প্রত্যেক জাতির ভেতরে-ও আবার চার লক্ষ জাতি বিদ্যমান। এদের একজন মারা যাওয়ার পূর্বে একহাজার সশস্ত্র ঔরস সন্তান রেখে যায়। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা দেখতে কেমন? বললেন, তিন ধরনের মানুষ তাদের মধ্যে আছে। কিছু আছে আরুয বৃক্ষের মত লম্বা। (আরুয শামের প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, স্বাভাবিকভাবে বৃক্ষটি একশ বিশ গজ লম্বা হয়) এদের বিরুদ্ধে কোন লৌহ/কৌশল কাজে আসে না। অপর দল, যারা এক কান মাটিতে বিছিয়ে এবং অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে। হাতি, ঘোড়া, গাঁধা, উট, শুকর-যা-ই সামনে পায় খেয়ে ফেলে। এমনকি নিজেদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকেও খেয়ে ফেলে। তাদের সম্মুখদল শামে এবং পশ্চাতদল খোরাছানে থাকবে। টাইবেরিয়ান লেকসহ প্রাচ্যের সকল নদী তারা নিমিষেই চুষে ফেলবে।" (তাবরানী)

ইয়াজূজ-মাজূজের ধ্বংস

আবু সাঈদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব হবে। প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে তারা লাফিয়ে অবতরণ করবে। মুমিনগণ মেষপাল নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবে। অতঃপর ইয়াজূজ-মাজূজ ভূমির সকল পানি খেয়ে ফেলবে। পরবর্তী দল নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, কোন একসময় হয়ত এখানে পানি ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের ধারণানুযায়ী কেউ যখন বেঁচে থাকবে না, তখন বলবে, জমিনের অধিবাসীকে আমরা শেষ করেছি এবার আসমানবাসীদের নিঃশেষ করব। একথা বলে তারা আকাশের দিকে বর্ষা নিক্ষেপ করলে আল্লাহ তাদের বর্ষাকে রক্তিম ফিরিয়ে দেবেন। অবশেষে তাদের স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে আল্লাহ এদের ধ্বংস করবেন।

অবরোদ্ধ মুসলমান বলবে, কেউ কি আছ? গিয়ে দেখ, শত্রুদের কী হয়েছে? অতঃপর এক মুসলমান মৃত্যু আবশ্যম্ভাবী জ্ঞানে দূর্গের বাইরে এসে যাবে। দেখবে, সবাই মরে একটি অপরটির উপর লাশ হয়ে পড়ে আছে। চিৎকার দেবে, ওহে মুসলমান! সুসংবাদ শুন! আল্লাহ-শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করেছেন। অতঃপর সকল মুসলমান গুহা থেকে বেরিয়ে তাদের জন্তুগুলো ছেড়ে দেবে। বহুদিন পর্যন্ত লাশের মাংস খেয়ে জন্তুগুলো মোটাতাজা হয়ে উঠবে।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৫০৪)

অপর বর্ণনায়, "মুমিনগণ তাদের মৃত্যুর খবর শুনে বলতে থাকবে যে, তারা মরেনি; বরং অন্যান্যদের মত আমাদেরকেও হত্যা করতে তারা মৃত্যুর ভান করেছে। সুতরাং কেউ-ই বের হয়ো না! তখন একজন সাহসী মুমিন বলবে, দরজা খোল! আমি নিজে গিয়ে দেখব! সাথীগণ বলবে, না! তোমাকে আমরা মৃত্যুমুখে ঠেলে দেব না। তখন সে দড়ি বেয়ে পর্বত থেকে নিচে নেমে আসবে। দেখবে, সত্যিই সব মরে লাশ হয়ে পড়ে আছে।"

যুদ্ধ-বিগ্রহের চির সমাপ্তি

ছালামা বিন নুফাইল (রদিঃ) বলেন, "আমি নবীজীর কাছে বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে, তরবারী রেখে দিয়েছে, সবাই মনে করছে, যুদ্ধ শেষ। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন, সবার ধারণা মিথ্যা..!! এই মাত্র যুদ্ধের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদায় সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য রিযিকপ্রাপ্ত একদল লোকের অন্তরকে আল্লাহ বাঁকা করে দেবেন। সত্যপন্থী যোদ্ধাগণ কেয়ামত অবধি যুদ্ধ করে যাবে। ইয়াজূজ-মাজূজ বের না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না।" (সুনানে নাসায়ী-৮৭১২)

৪,৫,৬ নং বৃহত্তম আলামত তিনটি ভূমিধ্বস

যে সকল হাদিসে ভূমিধ্বসের কথা বর্ণিত হয়েছে

হুযাইফা বিন উছাইদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী আলোচনা করছ? -কিয়ামত নিয়ে

আলোচনা করছি। বললেন, দশটি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না–

১। ধূম্র (ধোঁয়া)

২। দাজ্জাল

৩। অদ্ভুদ প্রাণী

৪। পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়

৫। মরিয়ম-তনয় ঈসার অবতরণ

৬। ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব

৭। ৮। ৯। তিনটি ভূ-ধ্বস। প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে এবং আরব উপদ্বীপে।

১০। সবশেষে ইয়েমেন থেকে উত্থিত হাশরের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি।"

(মুসলিম-৭৪৬৭)

যে সকল হাদিসে ব্যাপক ভূমি-ধ্বসের কথা বলা হয়েছে কতিপয় হাদিসে ধ্বসিত স্থান ও কারণ উল্লেখ হয়েছে

উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধ সৃষ্টি হবে। তখন কুরায়েশ গোত্রীয় মদীনার একজন লোক পালিয়ে মক্কায় চলে আসবেন। মক্কার লোকেরা তাকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্তেও রুকন এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে বায়আত গ্রহণ করবে। বায়আতের খবর শুনে শামের দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি বায়দা প্রান্তরে তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। বাহিনী ধ্বসের সংবাদ শুনে শাম ও ইরাকের শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ মক্কায় এসে রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝামাঝিতে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে।" (সহিহ ইবনে হিব্বান-৬৭৫৭)

৭ নং বৃহত্তম আলামত ধূম্র (ধোঁয়া)

ধোঁয়া সংক্রান্ত হাদীস

* হুযাইফা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী আলোচনা করছ? বললাম, কেয়ামত নিয়ে

আলোচনা করছি। বললেন, দশটি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না- (তন্মধ্যে একটি ছিল ধূম্র, হাদিসটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) (মুসলিম-৭৪৬৭)

* আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ছয়টি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পূর্বে-ই দ্রুত আমল করে নাও!

১। পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়

২। ধূম্র

৩। দাজ্জাল

৪। অদ্ভুত প্রাণী

৫। মৃত্যু

৬। মহা প্রলয়।" (মুসলিম-৭৫৮৪)

* আব্দুল্লাহ বিন আবি মুলাইকা (রদিঃ) বলেন, একদিন প্রত্যুষে আমি ইবনে আব্বাস (রদিঃ) এর কাছে গমন করলাম। তিনি বললেন, গতরাতে আমি একদম ঘুমুতে পারিনি। বললাম, কেন! কী হয়েছে? বললেন, লেজবিশিষ্ট তারকা (ধূমকেতু) উদয় হয়েছিল। ভয় পেয়েছিলাম, ধোঁয়া এসে যায় কি না!! তাই সকাল পর্যন্ত চোখে ঘুম আসেনি।" (ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে আবী হাতিম)

৮ নং বৃহত্তম আলামত অদ্ভুত প্রাণী

কুরআনে সেই অদ্ভুত প্রাণীর আলোচনা

আল্লাহ পাক বলেন, "যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূ-গর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।" (সূরা নামল-৮২)

তার মিশন

সে মানুষকে বলবে, "মানুষ আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করত না"। যেমনটি কুরআনে কারীমে এসেছে, "যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।" (সূরা নামল-৮২)

নাকে চিহ্ন

আবু উমামা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "অদ্ভুত প্রাণী বের হয়ে মানুষকে নাকে এক প্রকার চিহ্ন দিয়ে যাবে। এমনকি মানুষ উট ক্রয় করলে জিজ্ঞাসা করা হবে, কার কাছ থেকে কিনেছ? বলবে, অমুক নাসিকা চিহ্নিত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছি।" (মুসনাদে আহমদ)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "শেষ জমানায় দাজ্জাল বের হয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বৎসর, বর্ণনাকারী সন্দিহান) অবস্থান করবে। অতঃপর মরিয়ম-তনয় ঈসাকে আল্লাহ প্রেরণ করবেন। দেখতে সে উরওয়া বিন মাসউদ সদৃশ হবে। সে দাজ্জালকে খুজে বের করে হত্যা করবে। অতঃপর মানুষ সাত বৎসর প্রশান্তিতে জীবন যাপন করবেন। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। অতঃপর শামের দিক থেকে আল্লাহ পাক এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন, সকল মুমিনের রূহ সে কব্জা করে নেবে। অণু পরিমাণ ঈমান-ও যার অন্তরে আছে, তাকে-ও সে নিয়ে নেবে। মৃত্যু থেকে বাঁচতে কোন মুমিন যদি সেদিন পাহাড়ের গহীন গুহায় গিয়ে-ও আশ্রয় নেয়, সুবাতাস সেখানেও পৌঁছে যাবে। অতঃপর পৃথিবীতে শুধু অনিষ্টরা বেঁচে থাকবে, ভালমন্দ পার্থক্য করবে না। শয়তান তাদের মাঝে এসে বলবে, তোমরা কি আমার কথা শুনবে না!? তারা বলবে, আদেশ কর! শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার আদেশ করবে। এভাবে তারা স্বচ্ছল ও প্রশান্তিময় জীবন যাপন করতে থাকবে। আকস্মিক-সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। শুনা মাত্রই সকলে হেলেদুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। প্রথম যে শুনতে পাবে, সে নিজের উটের আস্তাবলে কর্মরত থাকবে। সে-ই প্রথম মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সকল মানুষ ধ্বংস হতে থাকবে।" (মুসলিম-৭৫৬৮)

৯ নং বৃহত্তম আলামত পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়

পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়ের ব্যাপারে কোরআনের আয়াত

আল্লাহ পাক বলেন, "তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে। যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির

বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। আপনি বলে দিন, তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরা পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।" (সূরা আন'আম-১৫৮)

পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়ের ব্যাপারে হাদিস

* আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "তিনটি বৃহৎ নিদর্শন, প্রকাশ হলে- পূর্বে থেকে ঈমান না এনে থাকলে বা কোন সৎকর্ম না করে থাকলে কারো ঈমান তখন উপকারে আসবে না- (১) পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় (২) দাজ্জাল (৩) অদ্ভুত প্রাণী।" (মুসলিম-৪১৭)

* আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হয়ে গেলে সকল মানুষ একবাক্যে ঈমান নিয়ে আসবে। কিন্তু পূর্ব থেকে ঈমান না এন থাকলে কারো ঈমান সেদিন গ্রাহ্য হবে না। দু'জন ব্যক্তি কাপড়ের দাম করতে থাকবে, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভাজ করার আগেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। উটের দুধ দোহন করে বাড়ী ফিরবে, পান করার আগেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। উটের আস্তাবলে খাবার দেবে, আহার শুরুর পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। খাবারের গ্রাস মুখে উঠাবে, গলদকরনের পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে।" (বুখারী-৬১৪১)

* আবু যর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "তোমরা কি জান- সূর্য প্রতিদিন কোথায় গিয়ে থামে!? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই ভাল জানেন! বললেন, সূর্য চলতে থাকে, চলতে চলতে আরশের নিচে নিজ গন্তব্যে গিয়ে সেজদায় পড়ে যায়। এভাবে সেজদায় পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তাকে বলা হয়, উঠ! যে পথ দিয়ে এসেছিলে, সে পথ ধরে ফিরে যাও! অতঃপর সূর্য নিজ কক্ষপথ দিয়ে পুন-উদিত হয়। পরদিন আবার সূর্য নিজ গন্তব্যে গিয়ে সেজদায় পড়ে যায়। আবার তাকে নিজ কক্ষপথ ধরে ফিরে যেতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত একদিন তাকে বলা হবে, অস্তাচল দিয়ে উদিত হও! ফলে সূর্য পশ্চিম

দিগন্তে উদিত হয়ে যাবে। আগ থেকে ঈমান না এনে থাকলে বা সৎকর্ম না করে থাকলে কারো ঈমান সেদিন উপকারে আসবে না। (মুসলিম-৪১৮)

* আব্দুল্লাহ বিন আমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "সর্বপ্রথম পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় হবে। পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে অদ্ভুত প্রাণী বের হবে। এতদুভয়ের একটা প্রকাশ হলে অপরটি কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ হয়ে যাবে।" (মুসলিম-৭৫৭০)

দ্রুত আমল করে নেয়ার তাগিদ

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "ছয়টি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পূর্বে-ই দ্রু ত আমল করে নাও! (১) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়। (২) ধূম্র (৩) দাজ্জাল (৪) অদ্ভুত প্রাণী (৫) মৃত্যু (৬) মহা প্রলয়।" (মুসলিম-৭৫৮৪)

১০ নং বৃহত্তম আলামত হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি

হাদিসে এর বিবরণ

* হুযাইফা বিন উছাইদ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আলোচনা করছ? বললাম, কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। বললেন, দশটি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না–

১। ধূম্র

২। দাজ্জাল

৩। অদ্ভুত প্রাণী

৪। পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়

৫। মরিয়ম-তনয় ঈসা'র অবতরণ

৬। ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব

৭। ৮। ৯। তিনটি ভূ-ধ্বস। প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে এবং আরব উপদ্বীপে।

১০। সবশেষে ইয়েমেন থেকে উত্থিত হাশরের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি।"

(মুসলিম-৭৪৬৭)

অপর বর্ণনায়, “ইয়েমেনের-আদন-এলাকার গহ্বর থেকে উত্থিত অগ্নি, যা মানুষকে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে।” (মুসলিম-৭৪৬৮)

* আব্দুল্লাহ বিন উমর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, “কিয়ামতের পূর্বক্ষণে- হাজরামাউত- থেকে একটি অগ্নি বের হবে, যা মানুষকে হাশরের দিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তখন আমরা কি করব হে আল্লাহ রাসূল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা শামে চলে যেয়ো!” (মুসনাদে আহমদ-৫১৪৬)

* আনাছ (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একদা আব্দুল্লাহ বিন সালাম (ইসলামপূর্ব ইহুদী পন্ডিত) মদীনায় নবীজীর আগমনী সংবাদ পেয়ে নবীজীর কাছে আসলেন। নবীজীকে বলতে লাগলেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব, নবী ছাড়া যেগুলোর উত্তর কেউ জানে না)–

১। কেয়ামতের প্রথম সূচনা কী?

২। জান্নাতবাসীর প্রথম খাবার কী?

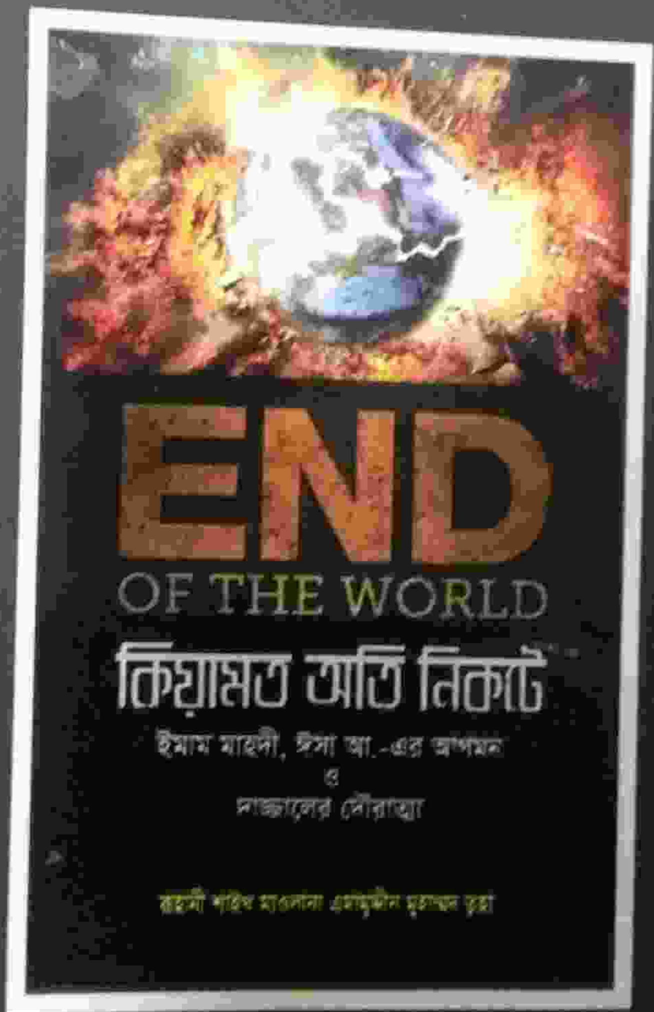
৩। সন্তান কখনো পিতা সদৃশ হয়, কখনো মাতা সদৃশ হয়- এর তাৎপর্য কী? নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম উত্তরে বলতে লাগলেন, “এই মাত্র জিবরীল আমাকে সব জানিয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বললেন, ইহুদীরা একে মহাশত্রু মনে করে। নবীজী বলতে লাগলেন, “কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হচ্ছে সেই অগ্নি, যা মানুষকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে। জান্নাতবাসীর প্রথম খাবার হচ্ছে মাছের কলিজার শ্রেষ্ঠাংশ। আর পুরুষ যখন নারীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, তখন যার বীর্য জরায়ূতে আগে গিয়ে পৌঁছে, সন্তান তার-ই সদৃশ হয়। পুরুষের বীর্য আগে পৌঁছলে পিতা সদৃশ হয়, নারীর বীর্য আগে পৌঁছলে মাতা সদৃশ হয়। তখন আব্দুল্লাহ বলে উঠল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সত্যই আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল!!” (বুখারী-৩১৫১)

যেভাবে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে

আবু হুরায়রা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মানুষকে তিনভাবে তাড়ানো হবে। কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেতে থাকবে। কেউ বাধ্য হয়ে আগুন থেকে বাঁচার লক্ষে চলতে থাকবে। একটি উটের উপর দু'জন, তিনজন, চারজন এমনকি দশজন করেও আরোহন করবে। অপর দলকে আগুনে তাড়াবে, বিশ্রামের সময় আগুন থেমে যাবে, রাত্রিযাপন কালে আগুন-ও পাশে (থেমে) থাকবে। মানুষের সাথে সকাল-সন্ধ্যা যাপন করবে।" (বুখারী-৬১৫৭)

আবু যর (রদিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "মানুষকে তিন দলে বিভক্ত করে হাশরের মাঠে আনা হবে। কিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে। কিছু বস্ত্রাবৃত হয়ে আসবে। আর কিছু বাহনে করে আসবে। একদল- পদব্রজে (দৌড়ে) আসবে। অপরদল-ফেরেশতাগণ চেহারায় ধরে টেনে নিয়ে আসবে। এক ব্যক্তি বলল, মানুষ হেটে আসবে কেন? নবীজী বললেন, সেদিন কোন বাহন জন্তু থাকবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ সুন্দরতম বিশাল বাগানের বিনিময়ে ছোট্ট ও দুর্বল একটি গর্দভ কিনবে। কিন্তু তাতে আরোহণ করতে পারবে না।" (মুসনাদে আহমদ- ২১৪৯৪)

– ঃ সমাপ্ত ঃ –



মাহমুদ পাবলিকেশন্স ঢাকা
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন : ০২-৪৭১২৩৯২৪, ০১৭১৫-৪৪১৫৫৭
E-mail : mahmudpub_bd@yahoo.com www.mahmudpublications.com

সৌজন্য

মুহাম্মাদ আবু আইউব আনছারী

পরিচালকঃ বগৈড় মজুমদার বাড়ী মাদীনাতুল উলূম রূহানিয়া মাদ্রাসা

মজলিসে লিল্লাহ ফিল্লাহ

০১৮৩৮৩৬২৫৪০

আমার facebook QR Code

অত্র মাদ্রাসায় প্রতি ডিসেম্বরে ভর্তি শুরু হয়

বগৈড়
কাশীনগর
চৌদ্দগ্রাম
কুমিল্লা